খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম

আহমদ দীদাত

www.amarboi.org

খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম

আহমদ দীদাত

অনুবাদ ঃ নাদিয়া মাহাসিনিল ইসলাম
নাজিয়া মানালুল ইসলাম
এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

সম্পাদনায় ঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩০২

১ম প্রকাশ

জমাদিউস সানি	১৪২৪
ভাদ্র	১৪১০
আগস্ট	২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

KHRISTAN DHARMOTATTO O ISLAM by Ahmad Didat
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 65.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

অনুবাদকের কৈফিয়ত

সৌদী আরবের মক্কা ও জেদ্দা নগরীতে দীর্ঘ ২০ বছর বাস করার সুবাদে সফরাগত আল্লাহর প্রখ্যাত মেহমান এবং আন্তর্জাতিক দাঈ—আহমদ দীদাতের সাথে পরিচয়ের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তিনি জেদ্দায় একাধিক সমাবেশে বক্তৃতা করেন এবং খৃস্টান মিশনারীদের মুকাবিলার জন্য তাঁর বইগুলোকে ক্ষেপনাস্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে সেগুলোর অনুবাদ সহ বহুল প্রচার-প্রসারের উদাত্ত আহ্বান জানান।

তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে মূল্যবান বইগুলো অনুবাদের কাজে হাত দেই। আমার বড় দু মেয়ে এ পর্যন্ত ৪টি বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেছে এবং আমি নিজে সম্পাদনা করেছি। তাছাড়া আমি নিজেও একটি বই অনুবাদ করেছি। ১৯৯৮ সনের মার্চ মাসে ঢাকার মাসিক পৃথিবী পত্রিকায় সর্বপ্রথম 'নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে বাইবেল' প্রকাশিত হয় যা পরে আধুনিক প্রকাশনী থেকে 'হযরত মুহাম্মদ সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য' এ নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৯৭ এর নভেম্বর মাসে আধুনিক প্রকাশনী বইগুলো প্রকাশের জন্য গ্রহণ করে। কিন্তু আধুনিকের চেয়ারম্যানের অসুস্থতা, পরে তাঁর ইন্তেকাল, তদুপরি ভবন নির্মাণ কাজের জন্য এগুলোর ছাপা বিলম্বিত হয়। এখন আধুনিক প্রকাশনী পাঁচ বই একত্রে 'খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম'–নামে প্রকাশ করছে। বইগুলো প্রকাশের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল।

আল্লাহ এগুলোর মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা,
সৌদী আরব
০৭/১০/২০০১

www.amarboi.org

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি

আহমদ দীদাত মুসলিম বিশ্বের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনামূলক বিদ্যার বিশেষজ্ঞ। তিনি আজ থেকে ৪০ বছর আগে ইসলামের উপর বক্তৃতা ও দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তিনি খৃস্টান ধর্মের উপর বিশেষ পারদর্শী।

আহমদ দীদাত ১৯১৮ সনে ভারতের সুরাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পরই তাঁর পিতা দক্ষিণ আফ্রিকা চলে যান। তিনি নিজেও ৮ বছর পর জাহাজ যোগে বাপের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। ৯ বছর বয়সে তাঁর মা মারা যায়। দারিদ্র্যের কারণে বাল্যকালে লেখাপড়া বেশী করতে পারেননি। তিনি বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতেরাও তার কাছে হার মানতে বাধ্য হতো। দীদাত স্কুলে ভর্তি হন এবং ষ্টাণ্ডার্ড সিক্স পাশ করেন। ইতিমধ্যে তিনি ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত দীদাত ১৬ বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে আয়-রোজগারে নেমে পড়তে বাধ্য হন।

তিনি ১৯৩৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার নাঠাল এলাকায় এক মুসলমানের দোকানে চাকুরী শুরু করেন। সেখানে 'এডামস মিশন' নামে এক খৃস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান ছিল। উক্ত মিশনের খৃষ্টানরা ঐ দোকানে কেনা-কাটার জন্য আসতো এবং ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে অশোভন আলোচনা করতো। মূলত দীদাত সহ অন্যান্য মুসলিম কর্মচারীরা ছিল তাদের টার্গেট। যাক, এতে দীদাতের খুব কষ্ট হতো। ফলে তার মধ্যে খৃস্টান মিশনারী তৎপরতার প্রতিরোধের অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হলো। তিনি ইসলাম এবং খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন শুরু করেন।

বিশ বছরের একজন সংবেদনশীল যুবক খৃস্টানদের সমালোচনা ও ভর্ৎসনার কারণে রাতের পর রাত বিনীদ্র কাটাতেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং কুরআনের প্রতিরক্ষায় কিছু না করতে পারার ব্যর্থতার গ্লানিই ছিল এর প্রধান কারণ। এ কারণে তিনি কুরআন, বাইবেল ও অন্যান্য বই-পুস্তক পড়া শুরু করেন। তিনি আল্লামা ইউসুফ আলীর ইংরেজীতে অনুদিত কুরআন ভালোভাবে পড়া শুরু করেন।

সৌভাগ্যবশত তাঁর হাতে 'এজহারুল হক' নামক একটি বই পড়ে যা তাঁর জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়। বইটিতে ভারতের খৃস্টান মিশনারীদের

www.amarboi.org

মুকাবিলায় মুসলমান আলেম ও পণ্ডিতদের মূল্যবান বক্তব্য-বিতর্ক ও পদ্ধতি উল্লেখ ছিল। ফলে তিনি তা থেকে খৃস্টানদের মুকাবিলায় পুঁজি সংগ্রহ করেন। তিনি তাদের সাথে বিতর্কের জন্য কুরআনের বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং দোকানে আগত খৃস্টানদেরকে চ্যালেঞ্জ দিতে থাকেন যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম ও মহানবীর প্রতি বৈরীভাব ত্যাগ করে।

দীদাত দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে The Islamice Propagation Centre International (IPCI) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি এর আজীবন প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৫টিরও বেশী বই লিখেছেন। বইগুলো অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও তথ্য ভিত্তিক যা খৃস্টান ধর্মের বিকৃতি ও ভ্রান্তিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। বহু খৃস্টান পাদ্রী এবং সাধারণ খৃস্টান তাঁর অকাট্য ও যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক-বক্তৃতা এবং ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে মুসলমান হয়েছে। তিনি প্রখ্যাত খৃস্টান পাদ্রী ও ধর্মবিদ যেমন অধ্যাপক ক্লার্ক, ডঃ সোরোস ও অন্যান্যদের সাথে সাফল্যের সাথে বিতর্ক করেন। তিনি বিশ্বের ২ হাজার খৃস্টান রেডিও এবং টেলিভিশনে বক্তৃতাদানকারী খৃস্টান ধর্মবিদ জিমি সুগার্টের সাথে বিতর্কে তাকে হারিয়ে দেন। এছাড়াও তিনি ভ্যাটিক্যানের রোমান ক্যাথলিক গীর্জার প্রধান, পোপ পলের সাথে সত্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে বিতর্কের উদ্দেশ্যে বহুবার চিঠি লেখেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত পোপ পল সে সকল চিঠির কোনো জবাব দেননি।

ইসলামের এ বিশাল সেবার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে ১৯৮৬ সনে রিয়াদে মুসলিম বিশ্বের নোবেল পুরস্কার নামে খ্যাত সর্বোচ্চ পুরস্কার তথা 'বাদশাহ ফায়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' দেয়া হয়।

আজ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় এক খৃস্টান পাদ্রীর সাথে চরম উত্তেজনাকর এক বিতর্কের ফলে তাঁর রক্ত চাপ বেড়ে যাওয়ায় স্ট্রোক করে। ফলে তাঁর শরীরের ডানদিক আপাদমস্তক অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে এবং তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি পূর্ণ সুস্থ হননি। বর্তমানে তিনি চোখের ইশারায় কথা বলেন ও বুঝেন, হাসেন, হাত মিলাতে পারেন এবং লিখিত চিঠি পড়ে ইঙ্গিতে উত্তর দিতে পারেন। তিনি কমপিউটারে বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখতে ও বুঝতে পারেন। আল্লাহ তাঁকে সুস্থ করে তুলুন।

খৃস্টান ধর্মতত্ত্বের উপর লেখা জনাব আহমদ দীদাতের বইগুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

1. What is His Name ?
2. 50,000 Errors in the Bible ?

www.amarboi.org

3. Christ in Islam
4. What was the Sign of Jonah ?
5. Is the Bible God's Word ?
6. Who Moved the Stone ?
7. What the Bible says About Muhammad (pbuh)
8. Muhammad The Natural Successor to Christ
9. Arabs and Israel-Conflict or Concilation ?
10. The God that Never Was
11. Crucifixion or Crucifiction ?
12. Resurrection or Resuscitation ?
13. Muhammad The Greatest
14. Al-Quran, The Miracle of Miracles
15. Future World Constitution
16. Was Christ Crucified ?
17. Atuatu is no Coconut !

এছাড়াও তাঁর আরো পুস্তক এবং বক্তৃতা ও বিতর্কের অনেক ভিডিও ক্যাসেট আছে।

www.amarboi.org

সূচীপত্র

হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❐ ভূমিকা	২০
❐ পোপ নাকি কিসিঞ্জার ?	২১
❐ সৌভাগ্যের তেরো	২২
❐ কেন কিছুই না ?	২২
❐ কারো নাম ধরে নয় !	২৩
❐ ভবিষ্যদ্বাণী কি ?	২৪
❐ মূসার মতো নবী	২৪
❐ তিনটি বৈসাদৃশ্য	২৫
❐ মা ও বাবা	২৬
❐ অলৌকিক জন্ম	২৬
❐ বিবাহ বন্ধন	২৭
❐ আপন জাতি কর্তৃক ঈসা (আ) প্রত্যাখ্যাত	২৭
❐ অন্য জগতের রাজত্ব	২৮
❐ কোনো নতুন বিধান নেই	২৯
❐ কিভাবে তারা মৃত্যুবরণ করলেন ?	৩০
❐ স্বর্গে বাস	৩০
❐ প্রথম সন্তান ইসমাঈল	৩০
❐ আরব ও ইহুদীগণ	৩১
❐ মুখে বাণী	৩১
❐ বিশ্বস্ত সাক্ষী	৩৩
❐ নিরক্ষর নবী	৩৩
❐ কঠোর সতর্কবাণী	৩৪
❐ ইয়াহিয়া (আ)-এর সাথে ঈসা (আ)-এর বিরোধ	৩৫
❐ তিনটি প্রশ্ন	৩৬
❐ সেই নবী (ভাববাদী)	৩৭
❐ কঠিন পরীক্ষা	৩৭
❐ সর্বশ্রেষ্ঠ !	৩৮
❐ আস, আমরা একত্রে কারণ দেখাই	৩৯
❐ পরিশিষ্ট	৪২

www.amarboi.org

হযরত মুহাম্মাদ (স) ঈসা (আ)-এর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❐ ভূমিকা	৪৪
❐ বহুমুখী উত্তরাধিকার	৪৫
❐ ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণ	৪৫
❐ আল্লাহর নিজস্ব মাপকাঠি	৪৬
❐ কেন ধারণা প্রসূত ? কেন ধরা হতো ?	৪৭
❐ এমনকি পাদ্রীরাও দ্বিধা দ্বন্দ্বে	৪৮
❐ এবং প্রভু কর্তৃক মনোনীত হযরত ঈসা (আ)	৪৯
❐ মোস্তফা আল্লাহর মনোনীত নবী	৪৯
❐ মনোনীত উম্মত	৫০
❐ ইহুদীদের বিকল্প হিসেবে	৫১
❐ সর্বশেষ হুঁশিয়ারী	৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রভু যিশুর বাণীর আলোকে

❐ কেবলমাত্র একটি পূর্ণ ভবিষ্যতদ্বাণী	৫৩
❐ একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য	৫৩
❐ আপনার প্রমাণ হাজির করুন	৫৪
❐ ফেরাউনের দেশে	৫৪
❐ আল মোআজ্জী সহায় বা সান্তনাদানকারী	৫৫
❐ বাইবেলের সত্যায়ন	৫৬
❐ শুধুমাত্র ইসরাঈলদের জন্য	৫৬
❐ ঈসা (আ) কেবলমাত্র ইহুদীদের জন্য	৫৭
❐ কুকুরদের জন্য নয়	৫৭
❐ কোনো নতুন ধর্ম নয়	৫৮
❐ সুসংবাদ	৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

❐ মুহাম্মাদ (স) হচ্ছেন পারাক্লিত	৬২
❐ হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষা	৬২
❐ নিউমা ঃ ঘোষ্ট না স্পিরিট	৬৩
❐ হোলী স্পিরিট মূলত হোলী প্রফেট	৬৪

www.amarboi.org

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❐ একটি যথার্থ প্রমাণ	৬৬
❐ আরেকজন হলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)	৬৬
❐ শিক্ষার মধ্যে বেঁচে আছেন	৬৭
❐ সে কালের তোমরা	৬৮
❐ সূক্ষ্মভাবে মেঘমালা পর্যবেক্ষণ	৬৯
❐ কমফোর্টারের আগমনের শর্ত	৭০
❐ হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের আগে	৭০
❐ যীশুর জন্মের পর	৭০
❐ ফাঁকা প্রতিশ্রুতি নয়	৭১
❐ আফ্রিকান ঃ এক অনুপম ভাষা	৭২
❐ শিষ্যরা যথোপযুক্ত ছিলেন না	৭২
❐ নিজ পরিবারের লোকেরা যিশুকে পাগল মনে করতো	৭৩
❐ ঈসা (আ) আপন জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত	৭৪
❐ শিষ্যরাও তাঁকে ত্যাগ করলো	৭৫
❐ 'আত্মা' ও 'নবী' একই অর্থবোধক	৭৬
চতুর্থ অধ্যায় ঃ সঠিক পথনির্দেশ	
❐ অনেক এবং সব	৭৭
❐ হোলি ঘোষ্ট-এর নেই কোনো সমাধান	৭৭
❐ মদ সমস্যা	৭৮
❐ ঈসা (আ)-এর সর্বপ্রথম মোযেজা	৭৯
❐ মার্জিত উপদেশ	৭৯
❐ বর্জনই একমাত্র উত্তর	৮০
❐ মদ নিষিদ্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা	৮০
❐ উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎস	৮১
❐ সমালোচকের চোখেই বীর	৮২
❐ বর্ণবাদ সমস্যা	৮২
❐ নিয়ম-নীতি ছাড়া নয়	৮৩
❐ নারীর সংখ্যাধিক্যের সমস্যা	৮৩
❐ আমেরিকা, হে আমেরিকা !	৮৪
❐ নারী সংখ্যাধিক্যের জ্বলন্ত উদাহরণ নিউইয়র্ক	৮৫
❐ একমাত্র সমাধান হলো নিয়ন্ত্রিত ও বিধিসম্মত বহু বিবাহ	৮৫
❐ কমফোর্টার অবশ্যই মানুষ হবেন	৮৭

www.amarboi.org

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❐ অব্যাহত জালিয়াতি	৮৭
❐ নয়টি পুরুষ বাচক সর্বনাম	৮৮
❐ ওহীর উৎস	৮৯
❐ আল্লাহ সম্পর্কে ত্রিত্ববাদ	৯০

পঞ্চম অধ্যায়

❐ পরিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী	৯২
❐ মোহাজের ক্ষণিকের জন্য	৯২
❐ পরাশক্তি সংঘাতের মধ্যে	৯৩
❐ কুরআনের চ্যালেঞ্জ	৯৪
❐ আরব খৃষ্টানদের এক জঘন্য প্রয়াস	৯৫
❐ ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত	৯৬
❐ ঈসা (আ)-কে মহিমান্বিত করা	৯৭
❐ ঈসা (আ)-এর প্রতি ইহুদীদের প্রতিক্রিয়া	৯৮
❐ তালমুদ পন্থীরা কি বলে ?	৯৯
❐ সুসমাচার লেখকদের সমর্থনমূলক বক্তব্য	১০০
❐ মিশনারীরা নির্বাক	১০১

ষষ্ঠ অধ্যায়

❐ চরমপন্থা নিন্দিত	১০২
❐ নিজের পক্ষ থেকে কিছুই না	১০৩
❐ খৃষ্টানদের ত্রিমুখী সংকট	১০৪
❐ শিশুসুলভ বুদ্ধিমত্তা	১০৫
❐ চরমপন্থা গ্রহণ করবেন না	১০৫
❐ শেষ কথা	১০৭

বাইবেল কি আল্লাহর বাণী ?

অনুবাধিকার কথা	১১০
প্রথম অধ্যায় ঃ তারা যা বলে	১১১
❐ খৃষ্টানরা অস্বীকার করে	১১১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মুসলিম দৃষ্টিকোণ	১১৩

www.amarboi.org

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❐ দাম্ভিক খৃস্টান	১১৩
❐ একগুঁয়ে প্রশ্নটি	১১৩
❐ সাক্ষ্যের তিনটি স্তর	১১৪
তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ	**১১৭**
❐ তুষ থেকে গম আলাদা করা	১১৭
❐ ক্যাথলিক বাইবেল	১১৮
❐ প্রোট্যাস্টেন্টদের বাইবেল	১১৯
❐ উচ্চ মর্যাদা	১২০
❐ বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত বই	১২১
চতুর্থ অধ্যায় ঃ পঞ্চাশ হাজার ভুল (?)	**১২৩**
❐ জন্ম, তৈরী নয়	১২৬
❐ খৃস্টানদের অঙ্কের গোলমাল	১২৭
❐ ঈসা (আ)-এর স্বর্গারোহণ	১২৮
❐ গাধার সার্কাস	১৩০
❐ বেশি দিনের নয়	১৩০
পঞ্চম অধ্যায় ঃ নিন্দাসূচক স্বীকৃতি	**১৩৪**
❐ তৈরি অসুস্থতা	১৩৪
❐ জেহোভার সাক্ষী গোষ্ঠী	১৩৪
❐ খাওয়ার জন্য যা জুটে যায়	১৩৫
❐ ধৈর্য সহকারে শুনা	১৩৫
❐ মূসা কি নিজ মৃত্যু নিজেই লিখেছেন	১৩৬
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ নিউ টেস্টামেন্ট নামের বই	**১৩৭**
❐ "অনুসারে" কেন ?	১৩৭
❐ পাইকারী নকল	১৪০
❐ অপরের রচনা চুরি নাকি সাহিত্যের অপহরণ ?	১৪১
❐ বিকৃত মাপকাঠি	১৪১
❐ শতকরা একশ ভাগের নীচে নয়	১৪২
❐ কোনো মৌখিক প্রত্যাদেশ নয়	১৪৪
সপ্তম অধ্যায় ঃ অগ্নি পরীক্ষা	**১৪৫**
❐ আল্লাহ নাকি শয়তান ?	১৪৫

www.amarboi.org

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❐ কারা প্রকৃত লেখক ?	১৪৮
❐ তিন নাকি সাত ?	১৪৮
❐ আট নাকি আঠারো ?	১৪৮
❐ অশ্বারোহী সৈন্যদল নাকি পদাতিক বাহিনী	১৫২
❐ বাস্তবধর্মী গৃহ অনুশীলনী	১৫২
❐ How hygienic	১৫২
❐ রাশি রাশি অসংগতি	১৫৩
অষ্টম অধ্যায় ঃ সর্বাধিক বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্য	**১৫৫**
❐ বেশী দূরে খুঁজতে হবে না	১৫৬
❐ একজন নারীর প্রতিশোধ	১৫৭
❐ নৈতিক শিক্ষা	১৫৭
❐ খৃস্টানদের পৈত্রিক সংকট	১৫৮
❐ চিরদিনের জন্য লুকিয়ে রাখতে পারে না	১৫৮
❐ অবৈধ যৌনাচার সম্মানিত	১৫৯
❐ বই নিষিদ্ধ করুন !	১৬০
❐ কন্যারা তাদের পিতাকে বিপথগামী করলো	১৬১
নবম অধ্যায় ঃ ঈসা (আ)-এর বংশ তালিকা	**১৬৩**
❐ নীচ বংশীয় পূর্ব পুরুষ	১৬৩
❐ শুধু মাত্র দু'জনের উপর দায়িত্ব অর্পণ	১৬৩
❐ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা	১৬৫
❐ কুসংস্কার ভাঙ্গা	১৬৫
❐ লূকের প্রত্যাদেশের উৎস	১৬৬
❐ অবশিষ্ট গসপেল বা সুসমাচারগুলো	১৬৮
❐ সংক্ষেপে লেখকদের পরিচয়	১৬৮
❐ সর্বনামগুলো লক্ষ্য করুন	১৭২
❐ বাইবেলের পুস্তকগুলো	১৭৩
উপসংহার	**১৭৪**
❐ প্রথম প্ররোচনা	১৭৪
❐ মুসলমানরা অব্যাহত আক্রমণের শিকার	১৭৪
❐ আক্রমণ নতুন কিছু নয়	১৭৫

www.amarboi.org

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❒ মুসলমানদের কি উত্তর জানা আছে ?	১৭৬
❒ চ্যালেঞ্জের শিকার মুসলমানরা	১৭৬

পাথরটি কে সরাল ?

❒ ভূমিকা	১৮০
❒ পাথরটি কে সরাল ?	১৮১
❒ চৌদ্দটি প্রশ্ন	১৮১
❒ সহজ উত্তর	১৮৮
❒ উপসংহার	১৯০

ঈসা (আ)-এর কি পুনরুত্থান হয়েছে ?

❒ ভূমিকা	১৯৪
❒ ঈসা (আ)-এর কি পুনরুত্থান হয়েছে ?	১৯৫
❒ ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা	১৯৫
❒ পরস্পরকে ভালোবাসা	১৯৬
❒ একজন নতুন ধর্মান্তরিত	১৯৬
❒ উদ্দেশ্য	১৯৭
❒ একটা সমস্যা	১৯৭
❒ সংযোজন	১৯৯
❒ ইংরেজী ভাষা	১৯৯
❒ একটি ভূত	২০০
❒ শিষ্য প্রত্যক্ষদর্শী না	২০০
❒ আত্মিকরণ	২০১
❒ ঈসা (আ) আত্মিক ছিলেন না	২০২
❒ নাটক	২০২
❒ পুনরুত্থান নয়	২০৩
❒ শ্লোকগুলো হচ্ছে এই	২০৪

www.amarboi.org

হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য

অনুবাদ ঃ নাদিয়া মাহাসিনিল ইসলাম

www.amarboi.org

ভূমিকা

আজ সৃষ্টির সেরা মুসলিম উম্মাহ বিশ্বব্যাপী খৃস্টান মিশনারীর ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে দিশেহারা। খৃস্টানরা বিশ্বের অর্থ ভাণ্ডার ও শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম কৃত্রিম উপগ্রহ, ইন্টারনেট, টেলিভিশন ও রেডিও এবং পত্র-পত্রিকার ব্যবহার সহ সাহিত্যের সয়লাব বয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকতে দেয়া যায় না। এর সার্থক মোকাবিলা দরকার। আর এ মোকাবিলার জন্য আহমদ দীদাত অনুরূপ এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি সেরা বাইবেল বিশেষজ্ঞ। কয়েক শতাব্দীর সংগৃহীত বাইবেল একটার সাথে আরেকটার মিল না থাকায় তিনি প্রমাণ করেছেন, বাইবেল সম্পূর্ণ বিকৃত।

ভারতে জন্মগ্রহণকারী দীদাত দক্ষিণ আফ্রিকার স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অতুলনীয় প্রতিভার প্রয়োগ করে খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ও পাদ্রীদের সাথে বিতর্কে খৃস্টানদের সকল জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছেন। বিশ্বের দু' হাজার রেডিও, টেলিভিশনে খৃস্টান মিশনারী তৎপরতার উপর ভাষণদানকারী যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় পাদ্রী জিমি সুগার্ট সহ আমেরিকা ও ইউরোপের পাদ্রীদের সাথে বিতর্কে আল্লাহর এ অকুতোভয় বান্দাহ বিজয় অব্যাহত রেখে হাজার হাজার খৃস্টানের যুক্তিবাদী চোখ খুলে দিয়েছেন। তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। ঈসা (আ)-এর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি তাত্ত্বিকভাবে বর্তমান খৃস্টানদের ধর্ম বিশ্বাসে চিঁড় ধরাতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদের ইসলাম বিরোধিতাকে ভুল প্রমাণিত করেছেন। দীর্ঘ দিনের সবাক দীদাত স্টোকের কারণে বাকশক্তিহীন।

তিনি এ বিষয়ে বেশ কিছুসংখ্যক পুস্তিকা তৈরি করে তার অনুবাদ ও প্রসারের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায় এ সকল পুস্তিকা মিশনারীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপনাস্ত্র।

তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনকে সামনে রেখে সর্বোপরি, আমার পিতা এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম (রেডিও জেদ্দা)-এর উৎসাহে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 'What the Bible says about Muhammad' নামক বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি খৃস্টান মিশনারীর মোকাবিলায় রিক্তহস্ত মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করবেন।

অনুবাদিকা
নাদিয়া মাহাসিনিল ইসলাম
বাংলাদেশ দূতাবাস কলেজ, জেদ্দা, সৌদী আরব
৯/১১/৯৭ মোতাবেক-৯ই রজব, ১৪১৮ হিজরী

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

০ আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ০

"বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তোমরা একে অমান্য করো এবং বনী ইসরাঈলের[১] একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে ; আর তোমরা অহংকার করো, তবে তোমাদের চেয়ে অবিবেচক আর কে হবে ? নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিবেচকদের পথ প্রদর্শন করেন না।"–সূরা আল আহক্বাফ ঃ ১০

মাননীয় সভাপতি, ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাগণ,

আজকের সন্ধ্যার আলোচ্য বিষয়—'হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য।" এ আলোচনা সন্দেহাতীতভাবে আপনাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হবে। কেননা, একজন মুসলমান বক্তা কেমন করে ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মীয় পুস্তক হতে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করছে ?

প্রায় চল্লিশ বছর আগে, একজন যুবক হিসেবে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অবস্থিত 'থিয়েটার রয়াল'–এ "রেভারেণ্ড হিটেন" নামক একজন খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদের ধর্মীয় বক্তৃতামালায় উপস্থিত ছিলাম।

পোপ নাকি কিসিঞ্জার ?

এ রেভারেণ্ড ভদ্রলোক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, খৃস্টানদের বাইবেল সোভিয়েট রাশিয়ার উন্নতি এবং সর্বশেষ দিনগুলো সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। এক পর্যায়ে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, পবিত্র বইটি এর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে পোপকেও বাদ দেয়নি। শ্রোতাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছিলেন যে, নিউ টেস্টামেন্টের (ইঞ্জিলের) সর্বশেষ বই 'Book of Revelation (প্রকাশিত বাক্য)' এ বর্ণিত (Beast 666) হচ্ছে পোপ, যিনি পৃথিবীতে যীশু খৃস্ট [ঈসা (আ)]-এর প্রতিনিধি ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টেনদের এ বিতর্কে অংশগ্রহণ আমাদের শোভনীয় নয়।

www.amarboi.org

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, খৃস্টান বাইবেলের সর্বশেষ প্রকাশনায় Beast 666 হলো ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার। খৃস্টান পণ্ডিতগণ তাদের মত প্রমাণ করার ব্যাপারে নিপুণ ও অক্লান্ত।

রেভারেণ্ড হিটেনের বক্তৃতা আমাকে জানতে উৎসাহিত করে তুললো যে, যদি বাইবেল এত কিছু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে, এমনকি পোপ এবং ইসরাঈলের ব্যাপারেও বাদ দেয়নি, তবে নিশ্চয়ই এটি মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে কিছু না কিছু বলবেই। তাই একজন যুবক হিসেবে আমি এ প্রশ্নের একটি উত্তরের অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আমি পাদ্রীর পর পাদ্রীর সাথে সাক্ষাত করলাম, বিভিন্ন বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতে লাগলাম এবং বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে যাকিছু পেলাম, সবকিছুই পড়তে লাগলাম। আজ রাতে আমি 'ডাচ রিফোর্মড চার্চ'-এর যাজকের সাথে সাক্ষাতকারের কথা আপনাদের কাছে বর্ণনা করবো।

সৌভাগ্যের তেরো

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্ম দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা দেয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রদেশে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। যেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকার এ প্রদেশে আফ্রিকান ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, এমনকি আমার নিজ লোকেরা পর্যন্ত তা ব্যবহার করে। তাই আমি ভাবলাম মানুষের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার উদ্দেশ্যে আমার এ ভাষা সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান থাকা দরকার। আমি টেলিফোন নির্দেশিকা খুলে আফ্রিকান ভাষার গীর্জাগুলোতে ফোন করতে লাগলাম। আমি পাদ্রীদের বললাম যে, তাদের সাথে কিছু কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সবাই আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত ওযর পেশ করে আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো। অবশেষে ত্রয়োদশ টেলিফোন কল আমার জন্যে আনন্দের বার্তা নিয়ে এলো। ভন হিয়েরডেন নামে একজন যাজক শনিবার দুপুর বেলা তাঁর বাসভবনে আমার সাথে মিলিত হতে রাজী হলেন।

যাজক আমাকে তার বারান্দায় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ জানালো। সে অনুরোধ করলো যে, আমি যদি কিছু মনে না করি, তবে ফ্রি ষ্টেটের অধিবাসী তার ৭০ বছর বয়স্ক শ্বশুর এ আলোচনায় যোগ দিতে চান। আমি কিছু মনে করিনি। অবশেষে যাজকের লাইব্রেরীতে আমরা আলোচনায় বসলাম।

কেন কিছুই না ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বাইবেল কি বলে ? ইতস্ততঃ না করে সে বললো, "কিছু না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন কিছু

www.amarboi.org

না ? তোমাদের বক্তব্য অনুসারে বাইবেল সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান পতন সম্পর্কে এতকিছু বলেছে, এমনকি রোমান ক্যাথলিকদের পোপ সম্পর্কেও বলেছে।" সে বললো, "হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে কিছু নেই।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কেন নেই ? কোটি কোটি মু'মিন মুসলমানের সমন্বয়ে বিশ্বব্যাপী যে সম্প্রদায় তিনি গঠন করেছেন এবং যে সম্প্রদায় বিশ্বাস করে–

১. যীশুর অত্যাশ্চর্য জন্ম,

২. যে যীশুই মাসীহ[২]

৩. যে আল্লাহর অনুমতিতে তিনি মৃতকে জীবিত করতেন এবং জন্মগতভাবে অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতেন। নিশ্চয়ই এ মহান মানব নেতা সম্পর্কে বাইবেলের কিছু বক্তব্য থাকবে যিনি ঈসা (আ) ও তাঁর মা মরিয়ম (আ) সম্পর্কে এতসব ভালো কথা বলেছেন?"

ফ্রি স্টেটের বৃদ্ধ লোকটি উত্তর দিলেন, "বৎস, আমি ৫০ বছর যাবৎ বাইবেল পড়ছি এবং সেখানে যদি তাঁর সম্পর্কে কিছু থাকতো, তবে অবশ্যই আমি জানতাম।"

কারো নাম ধরে নয় !

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মতে, ওল্ড টেস্টামেন্টে (তাওরাতে) কি ঈসা (আ)-এর আগমন সম্পর্কে শত শত ভবিষ্যদ্বাণী নেই ?" যাজক বিস্ময় সহকারে বললো, "শত শত নয় বরং হাজার হাজার !" আমি বললাম, আমি ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈসা (আ)-এর আগমন সম্পর্কে এক হাজার এক ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে কোনো বিরোধে যাচ্ছি না। কেননা ইতিমধ্যেই পুরো মুসলিম বিশ্ব কোনো রকম বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ছাড়াই তাকে গ্রহণ করেছে। আমরা মুসলমানরা একমাত্র মুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশেই ঈসা (আ)-কে গ্রহণ করেছি এবং বর্তমানে বিশ্বে একশ' কোটিরও বেশী মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারী আছেন, যারা এ মহান নবী ঈসা (আ)-কে ভালোবাসেন এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য থেকে তুমি কি শুধুমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করতে পারবে, যেখানে ঈসা (আ)-এর নাম সরাসরি বলা হয়েছে ? 'মাসীহ' শব্দের পরিভাষাটি যা 'খৃস্ট' হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে তা কোনো নাম নয়, বরং উপাধি। বাইবেলে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীতে কি বলা হয়েছে যে, মাসীহ হবে ঈসা এবং তাঁর মায়ের নাম মরিয়ম, বাবার নাম কল্পিত Joseph (ইউসুফ), the Carpenter এবং তাঁর জন্ম হবে রাজা হেরডের আমলে, ইত্যাদি ? না ! সেখানে এ রকম কোনো বর্ণনাই নেই। তাহলে

www.amarboi.org

তোমরা কেমন করে বলতে পার যে, উক্ত হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা যীশুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?

ভবিষ্যদ্বাণী কি ?

যাজক উত্তর দিল, "দেখ, ভবিষ্যদ্বাণীগুলো হলো ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে তার একটি কথা চিত্র। এসব ঘটনা যখন সত্যই ঘটে, তখন অতীতে যা বলা হয়েছিলো তার পরিপূর্ণতাই আমরা এসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে স্পষ্টভাবে দেখি।" আমি বললাম, "তাহলে তোমরা যা সত্যই করো, তাহলো তোমরা অনুমান করো, তোমরা কারণ দেখাও এবং তোমরা দুইকে দুই-এর সাথে মিলাও।" সে বললো, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "ঈসা (আ)-এর যথার্থতা সম্পর্কে তোমাদের দাবীকে বিচার-বিবেচনা করার ব্যাপারে হাজারটা ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে যদি এই তোমাদের করণীয় হয়, তাহলে কি আমরাও মুহাম্মাদ (স)[৩]-এর ব্যাপারে একই রীতি প্রয়োগ করতে পারি না ?" যাজক সম্মতি জ্ঞাপন করে বললো যে, সমস্যার সমাধান যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে করার জন্য এটি একটি ভালো প্রস্তাব।

আমি তাকে তাওরাতের পঞ্চম পুস্তকের (দ্বিতীয় বিবরণের) ১৮নং অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোক খুলতে বললাম। সে তা খুললো। আমি আমার স্মরণ শক্তি থেকে বাক্যটি আফ্রিকান ভাষায় পড়লাম যার বাংলা অর্থ হলো ঃ

> "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব ; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন।"

মূসার মতো নবী

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ ভবিষ্যদ্বাণী কার প্রতি নির্দেশ করে ?" এতোটুকুও ইতস্ততঃ না করে যাজক উত্তর দিলো "ঈসা (আ)।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ঈসা (আ) কেন ? তাঁর নাম তো এখানে উল্লেখ নেই।" যাজক বললো, "যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী বলতে বুঝায় এমন কিছু যা ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে, সেহেতু এ লাইনগুলো যথাযথভাবে তাঁরই বর্ণনা দেয়। দেখ, এ ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো হচ্ছে—"তোমার সদৃশ"—মূসার মতো অর্থাৎ ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঈসা (আ) মূসার (আ) মতো ?" উত্তর হলো, "প্রথমতঃ মূসা (আ) একজন ইহুদী, ঈসা (আ)-ও ইহুদী, দ্বিতীয়তঃ মূসা (আ) একজন

www.amarboi.org

নবী, ঈসা (আ)-ও একজন নবী। অর্থাৎ ঈসা (আ) মূসার মতো এবং ঠিক এটাই আল্লাহ হুবহু মূসা (আ)-কে বলেছিলেন ঃ "তোমার সদৃশ।" তুমি কি মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর মধ্যে আর কোনো মিল খুঁজে পাও ?"–আমি জিজ্ঞেস করলাম। যাজক বললো যে, সে আর কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছে না। তখন আমি বললাম, "তাওরাতের পঞ্চম পুস্তকের ১৮নং অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোকে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যক্তির আবিষ্কারের ব্যাপারে যদি এ দু'টি বৈশিষ্ট্য মাপকাঠি হয়, তাহলে মূসার পরে আবির্ভূত নিম্নোক্ত বাইবেলের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এ গুণগুলো প্রযোজ্য। শেলোমন (সুলায়মান), যিশাইর (Isaiah), যিহিষ্কেল (Ezekiel), দানিয়েল (Danial), হোশেয় (Hosea), যোয়েল (Joel), মালাখি (Malachi), যোহন (ইয়াহিয়া) প্রমুখ—কারণ তাঁরা সবাই ইহুদী ও নবী ছিলেন। তাহলে আমরা এ ভবিষ্যদ্বাণী এ নবীদের ব্যাপারে কেন প্রযোজ্য করছি না ? বরং শুধুমাত্র ঈসা (আ)-এর জন্য প্রযোজ্য মনে করি। তাহলে আমরা কেন একজনকে সম্মান দিচ্ছি এবং অপরজনের দোষ ধরছি ?" যাজক নিরুত্তর। আমি বলতে থাকলাম, "তাহলে দেখ, আমার উপসংহার হলো ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয়, বরং আমি যদি ভুল করি তাহলে আমি চাই তুমি সংশোধন করে দাও।"

তিনটি বৈসাদৃশ্য

এই বলে আমি তাকে কারণ দর্শালাম ঃ "প্রথমতঃ ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয়। কারণ তোমাদের মতে ঈসা (আ) একজন ঈশ্বর, কিন্তু মূসা (আ) কোনো ঈশ্বর নন। এটি সত্য নয় কি ?" সে বললো, "জ্বী"। আমি বললাম, "তাহলে ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয়। দ্বিতীয়তঃ তোমাদের মতে, ঈসা (আ) দুনিয়ার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু মূসা (আ)-কে দুনিয়ার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। এটা কি সত্য নয় ?" সে বললো, "জ্বী।" আমি আবার বললাম ঃ "তাহলে ঈসা (আ) মূসার মতো নয়। তৃতীয়তঃ তোমাদের মতেও ঈসা (আ) তিনদিনের জন্য জাহান্নামে গিয়েছিলেন। কিন্তু মূসাকে সেখানে যেতে হয়নি। এটা কি সত্য নয় ?" সে দুর্বলভাবে উত্তর দিলো, "জ্বী।" আমি সমাপ্তিতে বললাম, "তাহলে ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয়।"

আমি বলতে থাকলাম, "এগুলো কোনো কঠিন ব্যাপার নয়, বরং যথার্থ বাস্তব ও স্পষ্ট সত্য। এগুলো শুধুমাত্র বিশ্বাসের ব্যাপার যেগুলোতে কেবলমাত্র কম বয়স্করাই হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারে। আসুন আমরা খুব সহজ-সরল বিষয় আলোচনা করি। যদি ছোটদেরকেও এ আলোচনা শুনার জন্য আহ্বান

www.amarboi.org

জানানো হয়, তবে তারা বিনা কষ্টে তা বুঝতে পারবে। আমরা কি তা করবো ?" যাজক এ প্রস্তাবে খুব খুশি হলো।

মা ও বাবা

১. মূসা (আ)-এর বাবা-মা ছিলো, মুহাম্মাদ (স)-এরও বাবা-মা ছিলো। কিন্তু ঈসা (আ)-এর শুধু মা ছিলো কিন্তু কোনো মানব পিতা ছিলো না। এটা কি সত্য নয় ?" সে বললো, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "সুতরাং ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয়। কিন্তু মুহাম্মাদ (স) মূসার মতো।"

অলৌকিক জন্ম

২. মূসা (আ) এবং মুহাম্মাদ (স) উভয়েই স্বাভাবিকভাবে ও প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের ফলে তাঁদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঈসার সৃষ্টি বিশেষ ও অলৌকিকভাবে ঘটেছে। সেণ্ট মথির গস্‌পেলের প্রথম অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ "যীশু খৃষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, তাঁহার গর্বভ হইয়াছে—পবিত্র আত্মা হইতে।" এবং সেণ্ট লূক আমাদের বলেছেন যে, যখন পবিত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ মরিয়মকে দেয়া হলো, তখন মরিয়ম (আ) কারণ দেখাল, "ইহা কিরূপে হইবে ? আমি ত পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে ;"–(লূক ১ ঃ ৩৪-৩৫) পবিত্র কুরআনও ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্মের সত্যতা আরো সুন্দর ও মহৎভাবে নিশ্চিত করেছে। মরিয়ম (আ)-এর যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, "পরওয়ারদেগার ! কেমন করে আমার সন্তান হবে ; আমাকে তো কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি।" আল্লাহ বললেন ঃ

اِذَا قَضٰى اَمۡرًا فَاِنَّمَا يَقُوۡلُ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُO- ال عمران : ٤٧

"এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, হয়ে যাও। অমনি তা হয়ে যায়।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৭

আল্লাহর জন্য কোনো মানুষ বা প্রাণীর অভ্যন্তরে বীজ বপন করার প্রয়োজন নেই। তিনি শুধু ইচ্ছা করেন আর সেটা হয়ে যায়। ঈসা (আ)-এর জন্মের ব্যাপারে এটাই মুসলমানদের মত। [আমাদের সবচেয়ে বড় শহরের বাইবেল সোসাইটির প্রধানের নিকট যখন আমি ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে

www.amarboi.org

কুরআন ও বাইবেলের ভাষ্যের তুলনা করে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি তোমার মেয়েকে বাইবেলের কিংবা কুরআনের—কোন্ ভাষ্য শিক্ষাদানের অগ্রাধিকার দেবে ?" তখন সে মাথা নিচু করে উত্তর দিলো, "কুরআনের ভাষ্য।"] আমি সংক্ষেপে যাজককে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি সত্য যে, যেখানে মূসা (আ) এবং মুহাম্মাদ (স) প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে ঈসা (আ) অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?" সে গর্ব সহকারে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, তাহলে ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয় কিন্তু মুহাম্মাদ (স) মূসা (আ)-এর মতো এবং আল্লাহ মূসাকে ওল্ড টেস্টামেন্ট (তাওরাত)-এর ৫ম পুস্তকের ১৮নং অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোকে বলেছেন, "তোমার মতো" মূসার মতো এবং মুহাম্মাদ (স) মূসা (আ)-এর মতো।"

বিবাহ বন্ধন

৩. "মূসা (আ) এবং মুহাম্মাদ (স) বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তানের পিতাও হয়েছিলেন। কিন্তু ঈসা (আ) চিরকুমার ছিলেন। এটা কি সত্য নয় ?" সে বললো, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, তাহলে ঈসা (আ) মূসার মতো নয়, বরং মুহাম্মাদ (স) মূসার মতো।"

আপন জাতি কর্তৃক ঈসা (আ) প্রত্যাখ্যাত

৪. মূসা এবং মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁদের জীবদ্দশাতেই লোকেরা রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সন্দেহ নেই, ইহুদীরা মূসাকে অসীম কষ্ট দিয়েছিল। কিন্তু জাতিগতভাবে তারা স্বীকার করেছিল যে, মূসা তাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূল। আরবরাও মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলেছিল এবং তাঁকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। মক্কায় তেরো বছর ইসলাম প্রচারের পর তিনি জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করেন। মৃত্যুর পূর্বে সম্পূর্ণ আরব জাতি তাঁকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বাইবেলের মতে, "তিনি নিজ অধিকারে আসিলেন, আর যাহারা তাঁহার নিজের, তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না।"–(যোহনের গসপেল ১ ঃ ১১) এমনকি বর্তমানকালে, দুই হাজার বছর পরেও তাঁর জাতি অর্থাৎ ইহুদীরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। এটা কি সত্য নয় ?" যাজক বললো, "জ্বী।" আমি বললাম, 'তাহলে ঈসা (আ) মূসার মতো নয়, কিন্তু মুহাম্মাদ (স) মূসার মতো।"

www.amarboi.org

অন্য জগতের রাজত্ব

৫. মূসা এবং মুহাম্মাদ (স) একাধারে রাসূল ও রাজা ছিলেন। রাসূল বলতে আমি তাঁকে বুঝাচ্ছি যিনি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য স্বর্গীয় তত্ত্ব লাভ করেন এবং এসব তত্ত্ব কোনো যোগ-বিয়োগ ছাড়াই আল্লাহর সৃষ্ট জীবের কাছে পৌঁছে দেন। আর রাজা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, স্বজাতির উপর যার জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি রাজ মুকুট পরছে কি পরছে না অথবা তাকে রাজা বা সম্রাট ডাকা হচ্ছে কি হচ্ছে না—সেটার প্রয়োজন নেই। যদি ব্যক্তির বড় বড় অপরাধের শাস্তি দেয়ার বিশেষ ক্ষমতা থাকে, তবেই সে রাজা। মূসা (আ)-এর এরূপ ক্ষমতা ছিলো। তোমার কি মনে পড়ে সেই ইহুদীর কথা যে শনিবারে আগুন জ্বালাবার লাকড়ি সংগ্রহ করছিলো এবং মূসা তাকে প্রস্তর দ্বারা হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। –(গণনা পুস্তক ১৫ ঃ ৩৬) বাইবেলে আরো অনেক অপরাধের কথা উল্লেখ রয়েছে যার জন্য মূসা ইহুদীদের কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ (স)-এরও তাঁর জাতির উপর জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা ছিলো। বাইবেলে এমন কিছু নবীর নাম রয়েছে যারা শুধু নবুওয়াত নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু জাতির বিভিন্ন অপরাধের বিচার করার মতো ক্ষমতা তাঁদের ছিলো না। এ রকম কয়েকজন আল্লাহর পবিত্র বান্দা হলেন—লূত (আ), ইউনুস (আ), ইয়াহিয়া (আ), দানিয়েল, (Daniel), ইষ্রা (Ezra) যারা স্বজাতির নবুওয়াত অস্বীকারের বিরুদ্ধে ছিলেন অসহায়। তাঁরা শুধু ধর্ম প্রচার করতে পারতেন, কিন্তু আইন জারী করতে পারতেন না। পবিত্র নবী ঈসা (আ)-ও দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। খৃস্টান গসপেল পরিষ্কারভাবে এর সত্যতা নিশ্চিত করে ঃ রোমান গভর্নর পনটিয়াস পিলেটের সামনে যখন ঈসা (আ)-কে রাজ্যদ্রোহের অপরাধে টেনে হিঁচড়ে আনা হলো, তখন মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তিনি পেশ করলেন। ঈসা (আ) উত্তর দিলেন, "আমার রাজ্য এ জগতের নয় ; যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন আমি যিহূদীদের হস্তে সমর্পিত না হই ; কিন্তু আমার রাজ্য ত এখানকার নয়।"–(যোহন ১৮ ঃ ৩৬) এটা শুনে নাস্তিক পিলেট সিদ্ধান্ত নিল যে, ঈসা (আ) তার রাজ্যে তার জন্য ক্ষতিকর কেউ নয়। ঈসা (আ) শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জগতের দাবি করেছিলেন বা অন্য কথায় তিনি শুধুমাত্র একজন নবী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। এটা কি সত্য নয় ?" যাজক উত্তর দিলো, "জ্বী।" আমি বললাম, "তাহলে ঈসা (আ) মূসার মতো নয় বরং মুহাম্মাদ (স) মূসার মতো।"

www.amarboi.org

কোনো নতুন বিধান নেই

৬. মূসা এবং মুহাম্মাদ (স) উভয়ই তাঁদের জাতির জন্য নতুন আইন ও বিধান নিয়ে এসেছিলেন। মূসা ইসরাঈলীদের জন্য শুধুমাত্র দশটি প্রত্যাদেশই দেননি, বরং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য ব্যাপক আনুষ্ঠানিক আইন দিয়েছিলেন। মানুষ যখন অজ্ঞতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত ছিলো, তখন মুহাম্মাদ (স) এসেছিলেন। তারা তখন তাদের সৎ মাকে বিবাহ করতো, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো, মদ পান, ব্যভিচার, মূর্তি পূজা, জুয়া খেলা তাদের নিত্য দিনকার কাজ ছিল। গিবন তার "Decline and Fall of the Roman Empire" বইতে ইসলামপূর্ব আরব সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "বিবেকহীন নিষ্ঠুর মানুষ ও পশুর মধ্যে তখন খুব কমই পার্থক্য ছিলো।" তখন মানুষ এবং পশুর মধ্যে খুবই কম পার্থক্য ছিলো। তারা ছিলো মানবরূপী পশু।

এ অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুহাম্মাদ (স) তাদেরকে উন্নীত করলেন, থমাস কার্লাইসেলের মতে, আলো ও শিক্ষার মশাল বাহকরূপে। "আরব জাতির জন্য এটা ছিলো অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ। আরব ভূমি সর্বপ্রথম এর দ্বারা জীবন্ত হয়ে উঠলো। যে অজ্ঞাত গরীব রাখালগণ জন্মের পর হতে এ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতো, দেখ, সেসব অজ্ঞাত মানুষেরাই বিশ্বে সর্বজনবিদিত হিসেবে পরিগণিত হলো, ছোটরা হলো বিশ্ব শ্রেষ্ঠ। এক শতাব্দীর মধ্যেই আরবরা একদিকে ছিলো গ্রানাডায় এবং অপরদিকে ছিলো দিল্লীতে। ঐশ্বর্য ও প্রতিভার দিক দিয়ে আরব ভূমি পৃথিবীর এক বড় অংশের উপর দেদীপ্যমান ছিলো।" মোটকথা মুহাম্মাদ (স) তাদেরকে এমন কিছু আইন-শৃংখলা বাতলে দিলেন যা পূর্বে কখনো তাদের কাছে ছিলো না।

অপরদিকে ঈসা (আ)-এর ক্ষেত্রে, যখন ইহুদীরা সন্দেহ করলো যে, তাদেরকে তাদের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করার জন্য ঈসা (আ) প্রতারণা করছে, তখন ঈসা (আ) তাদেরকে বোঝাতে লাগলেন যে, তিনি কোনো নতুন ধর্ম নিয়ে আগমন করেননি। বাইবেলের ভাষায় ঃ "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, যে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।"

-মথি ৫ ঃ ১৭-১৮

অন্য কথায় তিনি কোনো নতুন আইন কানুন নিয়ে আসেননি। বরং পুরাতনকেই পূর্ণ করতে এসেছেন। এটাই তিনি ইহুদীদের বোঝাতে

www.amarboi.org

চেয়েছেন। অন্যথায় তিনি হয়তোবা ধোঁকা দিচ্ছেন, যেন ইহুদীরা তাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেয় এবং এভাবে তিনি তাদের উপর একটা নতুন ধর্ম চাপিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু না ! আল্লাহর এ রাসূল আল্লাহর ধর্ম প্রচারের জন্য এরূপ কোনো হীনপন্থা কখনই অনুসরণ করবেন না। তিনি স্বয়ং আইনকে পরিপূর্ণ করেছেন, তিনি মূসা (আ)-এর আইনসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তিনি শনিবারকে শ্রদ্ধা করতেন। একজন ইহুদীও কখনই তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি, কেন তুমি রোযা রাখো না ? বা আহারের পূর্বে হাত ধোও না ? যেসব অপরাধ তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হতো, কিন্তু কখনই ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে নয়। কারণ একজন ভালো ইহুদী হিসেবে তিনি তাঁর পূর্বের নবীদের শ্রদ্ধা করতেন। সংক্ষেপে, "তিনি কোনো নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেননি বা মূসা (আ)-এর এবং মুহাম্মাদ (স)-এর মতো নতুন আইন কানুন আনয়ন করেননি। এটা কি সত্য ?" —আমি যাজককে জিজ্ঞেস করলাম এবং সে বললো, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "তাহলে ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয়, কিন্তু মুহাম্মাদ (স) মূসা (আ)-এর মতো।"

কিভাবে তারা মৃত্যুবরণ করলেন

৭. "মূসা (আ) এবং মুহাম্মাদ (স) উভয়ই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু তোমাদের ধর্মমতে, ঈসা (আ)-কে নিষ্ঠুরভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। এটা কি সত্য নয় ?" সে বললো, "জ্বী।" আমি বললাম, "তাহলে ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয়। বরং মুহাম্মাদ (স) মূসা (আ)-এর মতো।

স্বর্গে বাস

৮. 'মূসা (আ) এবং মুহাম্মাদ (স) উভয়ই পৃথিবীতে কবরস্থ হয়েছেন। কিন্তু তোমাদের মতে ঈসা (আ) স্বর্গে অবস্থান করছেন। এটা কি সত্য নয় ?" যাজক সম্মত হলো। আমি বললাম, "তাহলে ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয়, বরং মুহাম্মাদ (স) মূসা (আ)-এর মতো।"

প্রথম সন্তান ইসমাঈল

যেহেতু যাজক আমার প্রতিটি যুক্তির সাথে অসহায়ভাবে সম্মত হচ্ছিল, সেহেতু আমি বললাম, "যাজক, আমি এতোক্ষণ যা কিছু বললাম তা দ্বারা শুধুমাত্র "তোমার মতো"–মূসার মতো–এ শব্দগুলোকে প্রমাণ করলাম। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণীতে আরো আছে, "আমি তাদের ভাইদের মধ্য হতে তোমার মতো একজন নবী পাঠাবো।" এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে "তাদের ভাইদের মধ্য

www.amarboi.org

হতে!" এখানে মূসা এবং তাঁর সম্প্রদায় ইহুদীদের জাতিগত সমষ্টি হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং নিসন্দেহে আরবগণই তাদের ভাই। দেখ, বাইবেলে ইবরাহীম (আ)-কে 'আল্লাহর বন্ধু' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবরাহীম (আ)-এর দুই স্ত্রী ছিলেন—সারাহ এবং হাজার। হাজার ইবরাহীমের প্রথম সন্তান ধারণ করেন। আদিপুস্তক (ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পুস্তক)-এর ১৬নং অধ্যায়ের ১৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "আর অব্রাম[৪] হাগারের গর্বভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল রাখিলেন।" আরো বলা হয়েছে, "পরে অব্রাহাম আপন পুত্র ইশ্মায়েলকে .....।"–(আদিপুস্তক ১৭ ঃ ২৩) "আর তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদন কালে তাঁহার বয়স তের বৎসর।"–(আদিপুস্তক ১৭ ঃ ২৫) তের বছর পর্যন্ত ইসমাঈল ইবরাহীমের একমাত্র সন্তান ছিলেন। আল্লাহ ইসহাক নামে স্ত্রী সারাহর গর্ভে ইবরাহীমকে আরেকটি সন্তান দান করলেন, যিনি ইসমাঈলের ছোট ভাই ছিলেন।

আরব ও ইহুদীগণ

"যদি ইসমাঈল ও ইসহাক একই পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান হন, তাহলে তারা ভাই। সুতরাং একজনের সন্তানেরা অপরের সন্তানদের ভাই। ইসহাকের সন্তানেরা হলো ইহুদীগণ এবং ইসমাঈলের সন্তানেরা হচ্ছে আরবগণ। সুতরাং তারা পরস্পর ভাই ভাই। বাইবেল একথার সমর্থন করে, "সে তাহার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতি করিবে।"–(আদিপুস্তক ১৬ ঃ ১২) ইসহাকের সন্তানেরা ইসমাঈলের সন্তানদের ভাই। তাহলে হযরত মুহাম্মদ (স) এসেছেন ইসরাঈলীদের ভাইদের মধ্য থেকে। কারণ, তিনি ইসমাঈলের একজন উত্তরসূরী। ভবিষ্যদ্বাণীতে ঠিক একথাই বলা হয়েছে। তাদের ভাইদের মধ্য হতে। এখানে ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভাবী রাসূল মূসা (আ)-এর মতো হবেন এবং ইসরাঈলের সন্তানদের থেকে উত্থিত হবেন না, বরং তাদের ভাইদের মধ্য হতে আসবেন। সুতরাং মুহাম্মাদ (স) তাদের ভাইদের মধ্য হতে এসেছিলেন।

মুখে বাণী

ভবিষ্যদ্বাণীতে আরো বলা হয়েছে, "তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব ;" যখন একথা বলা হয়, "আমি তোমার মুখে আমার বাণী রাখব"—তখন এর দ্বারা কি বুঝায় ? দেখ আমি যদি তোমাকে (যাজককে) দ্বিতীয় বিবরণে ১৮নং অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোক খুলে এর প্রথমে পড়তে বলি এবং তুমি যদি পড়, "তাহলে আমি কি আমার বাণী তোমার মুখে দিচ্ছি না ?" যাজক উত্তরে বললো, "না।" কিন্তু আমি বলতে লাগলাম, আমি যদি তোমাকে আরবীর

www.amarboi.org

মতো এমন একটি ভাষা শিক্ষা দিতে যাই, যা সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই এবং আমি যদি তোমাকে আমার সাথে পড়তে বা বলতে বলি ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ○

"বলুন, আল্লাহ এক ও একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নয়।"

–সূরা ইখলাস ঃ ১-৪

"তুমি যে বিদেশী ভাষা উচ্চারণ করছো, তাকি আমি তোমার মুখে রাখছি না ?" যাজক সম্মতি দিলো। আমি বললাম, "একই পদ্ধতিতে আল্লাহ তাঁর পবিত্র বাণী মুহাম্মাদ (স)-এর মুখে দিয়েছেন।"

ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর তখন চল্লিশ বছর বয়স। মক্কা শহরের তিন মাইল উত্তরে একটি গুহার মধ্যে তিনি ছিলেন। সেদিন ছিলো ২৭শে রমযানের রাত। গুহার মধ্যে প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) তাঁকে তাঁর মাতৃভাষায় বললেন "اقرأ" যার অর্থ 'পড়' বা আবৃত্তি করো। মুহাম্মাদ (স) ভয় পেয়ে বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" ফেরেশতা তাঁকে দ্বিতীয়বার একই আদেশ দিলেন। কিন্তু একই উত্তর পেলেন। তৃতীয়বার তিনি বলতে শুরু করলেন ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ- العلق : ١

"পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

–সূরা আল আলাক ঃ ১

তখন মুহাম্মাদ (স) বুঝতে পারলেন যে, তাকে শুধু পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে এবং যা তাকে শোনানো হয়েছিল–তা তিনি বলা শুরু করলেন ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ؕ- العلق : ١-٥

"পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।"–সূরা আল আলাক ঃ ১-৫

www.amarboi.org

এগুলোই হলো প্রথম নাযিলকৃত পাঁচটি আয়াত এবং এ আয়াতগুলো বর্তমানে কুরআন শরীফের ৯৬নং সূরার প্রথমে আছে।

বিশ্বস্ত সাক্ষী

যখনি ফেরেশতা চলে গেলেন, তক্ষুণি মুহাম্মাদ (স) তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা হলেন। ভীত এবং ঘর্মাক্ত অবস্থায় তিনি তাঁর পত্নী খাদিজা (রা)-কে বললেন, তাঁকে ঢেকে দিতে। তিনি শুয়ে পড়লেন এবং খাদিজা (রা) তাঁর সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। যখন তিনি শান্ত হলেন, তখন খাদিজাকে তিনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন সব বললেন। খাদিজা (রা) তাঁর উপর ঈমান আনলেন এবং আশ্বস্ত করলেন যে, আল্লাহ তাঁর জীবনে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটার সুযোগ দেবেন না। এটা কি একজন ভণ্ডের স্বীকারোক্তি ? একজন ভণ্ড কি স্বীকার করতো যে, যখন আল্লাহর দূত তার কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছে, তখন সে ঘর্মাক্ত ও ভীত হয়ে বাড়ির দিকে তার স্ত্রীর কাছে গিয়েছে ? যে কোনো সমালোচকই বুঝবেন যে, তাঁর প্রতিক্রিয়া এবং স্বীকারোক্তি একজন সৎ ও সত্যবাদী ব্যক্তির—যিনি আল-আমীন।

নবী জীবনের পরবর্তী তেইশ বছরে আল্লাহর বাণী তাঁর মুখে দেয়া হয় এবং তিনি তা উচ্চারণ করেন। এ বাণী তার মনে গভীর প্রভাব ফেলে। যখন পবিত্র কুরআনে আয়াতের পরিমাণ বাড়তে থাকলো তখন এসব বাণী খেজুর পাতা, চামড়া, পশুর হাড় ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো এবং সাহাবীরা কুরআন মুখস্থ রাখতেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই কুরআন শরীফে আয়াত ও সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সুসামঞ্জস্য ও সঠিকভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়।

আল্লাহর বাণী ঠিক সেভাবেই তাঁর মুখে দেয়া হয়, যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, "এবং আমি তাঁর মুখে আমার বাণী রাখবো।"

নিরক্ষর নবী

হেরা গুহায়, যা পরবর্তীতে জাবালে নূর (আলোর পাহাড়) হিসেবে পরিচিত, মুহাম্মাদ (স)-এর অভিজ্ঞতা এবং প্রথম ওহীর প্রতি তাঁর সাড়া প্রদান বাইবেলের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে। Book of Isaiah (যিশাইর)-এর ২৯নং অধ্যায়ের ১২নং স্তবকে বলা হয়েছে, "আবার যে লেখা পড়া জানে না, তাহাকে যদি সে তাহা দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, আমি তোমার ইবাদাত করি। তবে সে উত্তর করিবে আমি লেখা পড়া জানি না।" ("আমি তোমার ইবাদাত করি" এ শব্দগুলো হিব্রু বাইবেলে নেই। কিন্তু রোমান ক্যাথলিকদের Douay Version এবং Revised Standard Versions এ আছে।) "আমি লেখা পড়া জানি না"-এ বাক্যের হুবহু অনুবাদ

www.amarboi.org

হলো এ শব্দগুলো, "مَا اَنَا بِقَارِئٍ" –যা মুহাম্মাদ (স) প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈলের 'পড়' আদেশ শুনে দুবার বলেছিলেন।

'King Jame's Version' বা 'Authorised Version' এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আমি হুবহু অনুবাদ করছি, "আবার যে লেখা পড়া জানে না, তাহাকে যদি সে তাহা দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, আমি তোমার ইবাদাত করি। তবে সে উত্তর করিবে, আমি লেখা পড়া জানি না।"

–যিশাইয় ২৯ ঃ ১২

উল্লেখযোগ্য যে, মুহাম্মাদ (স)-এর আমলে ৬ষ্ঠ খৃস্টাব্দে কোনো আরবী বাইবেলের অস্তিত্ব ছিলো না। তাছাড়া তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর। কোনো মানুষ কখনও তাঁকে শিক্ষা দেয়নি। তাঁর শিক্ষক ছিলেন সৃষ্টিকর্তা।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ○ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ○

"তিনি নিজের থেকে কোনো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা প্রাপ্ত ওহী থেকে বলেন। তাঁকে শিক্ষাদান করেন এক শক্তিশালী ফেরেশতা।"

–সূরা আন নাজম ঃ ৩-৫

কোনোরূপ মানব শিক্ষা ছাড়াই তিনি বিদ্বানদের জ্ঞানকে অতিক্রম করেছিলেন।

কঠোর সতর্কবাণী

আমি যাজককে বললাম, "দেখ, ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কিভাবে মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে এসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতার ক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো ভবিষ্যদ্বাণী টেনে আনার প্রয়োজন নেই।" যাজক উত্তর দিলো, "তোমার যুক্তিগুলো যথার্থ ও খুবই ভালো। কিন্তু কোনো প্রভাব নেই। আমাদের খৃস্টানদের জন্য রয়েছেন ঈসা মাসীহ, যিনি আমাদেরকে পাপরাশি থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কি গুরুত্বপূর্ণ নয় ? আল্লাহ কি তা ভাবেন না ! তিনি তাঁর হুঁশিয়ারীগুলোকে লিপিবদ্ধ রাখার জন্য অনেক কিছু করেছেন। আল্লাহ জানতেন, এ পৃথিবীতে তোমার মতো মানুষ আছে যারা হালকা হৃদয়ে তার কথাকে অগ্রাহ্য করবে। তাই তিনি দ্বিতীয় বিবরণের ১৮নং অধ্যায়ের ১৯নং শ্লোকে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, এটা অবশ্যই ঘটবে যে, (ঘটতে যাচ্ছে) "আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।" (ক্যাথলিক বাইবেলে এর সমাপ্তি এভাবে—"আমিই প্রতিশোধ গ্রহণকারী হব।") "এটা

www.amarboi.org

কি তোমাকে ভীত করে না ? পরম করুণাময় আল্লাহ প্রতিশোধের হুমকি দিচ্ছেন ! কোনো দস্যু আমাদের হুমকি দিলে আমরা কাঁপতে থাকি। কিন্তু আল্লাহর হুমকি নিয়ে তোমার কি কোনো ভয় নেই ?

আশ্চর্যের উপরও আশ্চর্য ! দ্বিতীয় বিবরণের ১৮নং অধ্যায়ের ১৯নং স্তবকে মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে আরো ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যথা ঃ "আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন," কার নাম নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স) কথা বলছেন ? আমি কুরআন শরীফের আল্লামা ইউসুফ আলীর ইংরেজীতে অনুবাদের কপি খুলে সূরা নাস বের করে উক্ত সূরার প্রথমে কি লিখা আছে, তা তাকে দেখালাম। লিখা আছে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

"অর্থাৎ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।" এবং সূরা নাস, ফালাক ও ইখলাস সহ প্রত্যেক সূরার প্রথমে এটি লিখা রয়েছে। শেষের সূরাগুলো ছোট এবং এগুলো এক পৃষ্ঠায়ই লেখা যায়।

এবং ভবিষ্যদ্বাণী কি বলে ? "তিনি যা আমার নাম নিয়ে বলবেন" এবং কার নাম নিয়ে মুহাম্মাদ (স) কথা বলেছেন ? পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নাম নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। এভাবে ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পরিপূর্ণ হয়েছে।

সূরা তাওবা ছাড়া সকল সূরাই পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু হয়েছে। মুসলমানরা তাদের প্রত্যেক কাজের শুরুতে বলে— বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম। কিন্তু খৃষ্টানরা বলে—পিতা, পুত্র এবং পবিত্র ফেরেশতার নাম নিয়ে শুরু করছি।

দ্বিতীয় বিবরণের ১৮নং অধ্যায় থেকে আমি তোমাকে ১৫টির বেশি যুক্তি দিয়েছি যা প্রমাণ করে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ঈসা (আ)-এর প্রতি নয়, বরং মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে।

ইয়াহিয়া (আ)-এর সাথে ঈসা (আ)-এর বিরোধ

নিউ টেস্টামেন্টে আমরা পাই যে, ইহুদীরা মূসা (আ)-এর মতো একজন নবীর আগমনের আশা করছিলো। যোহন ১ ঃ ১৯-২৫ অনুসারে যখন ঈসা (আ) দাবী করলেন যে, তিনি ইহুদীদের মাসীহ, তখন ইহুদীরা জিজ্ঞেস করতে থাকে যে, ইলিয়াস কোথায় ? ইহুদীদের কাছে এ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, মাসীহ আসার পূর্বে অবশ্যই ইলিয়াস (আ) আসবেন, ঈসা (আ) এর সত্যতার

www.amarboi.org

নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, "সত্য বটে, এলিয় আসিবেন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই, ... তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয় বলিয়াছেন।"–মথি ১৭ ঃ ১১-১৩

নিউ টেস্টামেন্ট অনুসারে, ইহুদীরা যে কাউকে তাদের মাসীহ বলে মেনে নিতে রাজী নয়। তারা প্রচুর পরিশ্রমলব্ধ গবেষণায় সত্যিকারের মাসীহকে বের করার চেষ্টা করেছে। যোহনের গস্‌পেলে এর সত্যতা রয়েছে, "ইহুদী নেতারা জেরুজালেম শহর হতে কয়েকজন ইমাম ও লেবীয়কে ইয়াহিয়ার নিকট একথা জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন, "আপনি কে ?" ইয়াহিয়া অস্বীকার করলেন না, বরং স্বীকার করে বললেন, "আমি মাসীহ নই।" (এটা বাস্তব সত্য যে, এক সাথে একই সময়ে দুজন মাসীহ[৫] থাকতে পারেন না। যদি ঈসা মাসীহ হন তবে ইয়াহিয়া (আ) মাসীহ নন) এবং তারা ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, "তবে কে ? আপনি কি ইলিয়াস ?" তিনি বললেন, "না, আমি ইলিয়াস নই।" এখানে ইয়াহিয়া (আ) ঈসা (আ)-এর বিরোধিতা করেছেন। ঈসা (আ) বলেছেন যে, ইয়াহিয়া (আ) [ইলিয়াস আর ইয়াহিয়া (আ)] তা অস্বীকার করেছেন। নাউযুবিল্লাহ ! দুজনের একজন [ঈসা (আ) বা ইয়াহিয়া (আ)] অবশ্যই সত্য বলেছেন না ! ঈসা (আ) বলেছেন যে, ইয়াহিয়া (আ) ইসরাঈল নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। "আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্বভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান্ কেহই উৎপন্ন হয় নাই .....।"–মথি ১১ ঃ ১১

ইয়াহিয়া (আ) (যোহন দ্য ব্যাপ্টিস্ট)-কে আমরা একজন আল্লাহর সত্যিকারের নবী হিসেবে জানি। যীশুকে আমরা হযরত ঈসা (আ) হিসেবে জানি, যিনি অন্যতম মহান নবী ও রাসূল ছিলেন। আমরা কেমন করে তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিতে পারি ? আমরা এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপার খৃস্টানদের জন্যই রেখে দিলাম। কারণ ঈসা (আ)-এর বাণী হিসেবে যে মতবিরোধপূর্ণ বাইবেল তারা অনুসরণ করে, সেখান থেকেই এ সমস্যার সূত্রপাত।৬ আমরা মুসলমানরা ইয়াহিয়া (আ)-এর কাছে উত্থাপিত ইহুদী পণ্ডিতদের শেষ প্রশ্নের প্রতি আগ্রহী যা হলো—"তবে কি ? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই।"–যোহন ১ ঃ ২১

তিনটি প্রশ্ন

ইয়াহিয়া (আ)-এর নিকট ইহুদীরা তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত করে, যেগুলোর প্রত্যেকটির উত্তরে তিনি বলেছিলেন। "না," প্রশ্নগুলো হলো–

www.amarboi.org

১. আপনি কি মাসীহ ?
২. আপনি কি ইলিয়াস ?
৩. আপনি কি সেই নবী ?

কিন্তু খৃষ্টান পণ্ডিতগণ এখানে তিনটি প্রশ্নের বদলে দুটি প্রশ্নের কথা বলে। তাই ইহুদীরা যে ইয়াহিয়া (আ)-কে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল সে সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আসুন আমরা নিম্নোলিখিত অধ্যায়ে ইহুদীদের আপত্তিগুলো পড়ে নিই। "আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খৃষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন ?"–যোহন ১ ঃ ২৫

ইহুদীরা তিনজন নবীর আগমনের অপেক্ষা করছিল। এক, মাসীহর আগমন ; দুই, ইলিয়াসের আগমন এবং তিন, সেই নবীর আগমন।

সেই নবী (ভাববাদী)

আমরা যদি রেফারেন্স সম্বলিত কোনো বাইবেল খুলি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, 'সেই ভাববাদী' বলতে উক্ত নবীকে বোঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় বিবরণের ১৮নং অধ্যায়ের ১৫ এবং ১৮নং স্তবকে যে নবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই প্রমাণ করেছি, এসব ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দিকে ইঙ্গিত করে, ঈসা (আ)-এর দিকে নয়।

আমরা মুসলমানরা বলছি না যে, ঈসা (আ) মাসীহ নন। আবার বলছি না যে, মাসীহর আগমন সম্পর্কে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে খৃষ্টানদের দাবীকৃত এক হাজার একটা যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা মিথ্যা। বরং আমরা বলতে চাচ্ছি যে, দ্বিতীয় বিবরণের ১৮নং অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোকে যে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ রয়েছে তা ঈসা (আ) সম্পর্কে নয়, বরং মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে করা হয়েছে।

যাজক বিদায় মুহূর্তে ভদ্রভাবে আমাকে বললেন যে, এটা ইন্টারেস্টিং আলোচনা এবং আমি যদি তার সমাবেশে এ সম্পর্কে বক্তৃতা দেই তবে তিনি খুশি হবেন। কিন্তু পনের বছর পার হয়ে গেছে। আমি এখনও সে সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আমার মনে হয়, যাজক যখন আমাকে এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন আন্তরিকভাবেই তিনি তা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কে তার পদ হারাতে চায় ?

কঠিন পরীক্ষা

ঈসা (আ) কোনো কিছু পরীক্ষা করার জন্য যে নীতি বাতলে দিয়েছেন তা কেন আমরা প্রয়োগ করি না ? তিনি বলেছেন, "তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই

www.amarboi.org

তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। লোকে কি কাঁটাগাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুরফল সংগ্রহ করে ? সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে। ভাল গাছে মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ গাছে ভাল ফল ধরিতে পারে না। যে কোন গাছে ভাল ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়। অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।"–মথি ঃ ৭ ঃ ১৬-২০

আমরা কেন মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষার ব্যাপারে এ নীতি প্রয়োগ করতে ভয় পাই ? আল্লাহ প্রেরিত শেষ অহী কুরআনই হলো মূসা (আ)-এর ও ঈসা (আ)-এর শিক্ষার পরিপূর্ণরূপ, যা সারা বিশ্বে শান্তি আনয়ন করতে পারে। জর্জ বার্নাডশ বলেন, "মুহাম্মাদ (স)-এর মতো যদি কোনো ব্যক্তি এ পৃথিবীতে এক নায়করূপেও আবির্ভূত হয়, তবে সে সকল সমস্যার সমাধান করে প্রয়োজনবোধে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখ আনতে সক্ষম।"

সর্বশ্রেষ্ঠ !

১৯৭৪ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'Time'-এ বিভিন্ন ইতিহাস বেত্তা, লেখক, মিলিটারী কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী এবং অন্যদের মতামত প্রকাশ করা হয় এ বিষয়ের উপর ঃ Who were history's great leaders ? অর্থাৎ ইতিহাসের মহান নেতা কারা ছিলেন ? কেউ বলেছে হিটলার, অন্যরা বলেছে—গান্ধী, বুদ্ধ, লিঙ্কন এবং এ রকম আরো অনেকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাইকো এনালাইস্ট জুল মেসারম্যান এ ব্যাপারে বিবেচনার সঠিক মাপকাঠি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন—নেতাদের অবশ্যই তিনটি দায়িত্ব পালন করতে হবে ঃ

(১) অনুসারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২) মানুষের জন্য সামাজিক সংগঠন কায়েম করা, যেন তারা নিরাপত্তাবোধ করতে পারে।

(৩) তাদেরকে এক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

এ তিনটি মাপকাঠি নিয়ে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব খুঁজেছেন এবং হিটলার, পাস্তুর, সিজার, মূসা, কনফুসিয়াস এবং আরো অনেককে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি পরিসমাপ্তিতে বলেছেন—"পাস্তুর এবং সাল্কের মতো ব্যক্তিরা প্রথম ক্ষেত্রের নেতা। একদিকে গান্ধী ও কনফুসিয়াস এবং অন্যদিকে আলেকজাণ্ডার, সিজার এবং হিটলারের মতো ব্যক্তিরা দ্বিতীয় বা হয়তো তৃতীয় স্তরের নেতা। ঈসা (আ), বুদ্ধ প্রমুখ ব্যক্তিরা তৃতীয় ক্যাটাগরীর অন্তর্ভুক্ত।

www.amarboi.org

হয়তোবা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মুহাম্মদ যিনি এ তিন স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মূসা (আ)-ও একই কাজ করেছেন, তবে কম মাত্রায়।

শিকাগো ইউনিভার্সিটির উক্ত প্রফেসর যিনি সম্ভবত ইহুদী কর্তৃক প্রবর্তিত মানদণ্ডের বিচারে, ঈসা (আ) ও বুদ্ধ, মানবতার মহান নেতাদের তালিকার কোথাও নেই। কিন্তু আকস্মিকভাবে মূসা এবং মুহাম্মাদ (স) একই দলের মধ্যে পড়েন। এটি এ বিতর্ককে আরো জোরালো করে যে, ঈসা (আ) মূসা (আ)-এর মতো নয়, বরং মুহাম্মাদ (স) মূসা (আ)-এর মতো। দ্বিতীয় বিবরণে বর্ণিত, "তোমার সদৃশ"–মূসার মতো !

পরিশেষে আমি একজন খৃস্টান রেভারেণ্ড ও সেই সাথে তার প্রভুর উক্তি উদ্বৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি–

"একজন সত্য নবীর বৈশিষ্ট্য তাঁর শিক্ষার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।"

–প্রফেসর ডামেলো

"তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে।"–যীশু খৃস্ট

আস, আমরা একত্রে কারণ দেখাই

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ○ ال عمران : ٦٤

"বলুন, হে আহলে কিতাবগণ ! একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবো না, তাঁর সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করবো না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাবো না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো, আমরা তো অনুগত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪

আহলে কিতাব হচ্ছে সেই সম্মানজনক উপাধি যা কুরআন ইহুদী ও খৃস্টানদের দিয়েছে। এখানে আহলে কিতাব বা শিক্ষিত লোককে বা সেসব লোককে যারা দাবী করে যে, তারা একটি আসমানী কিতাবের ধারক, এ ব্যাপারে আহ্বান করার নির্দেশ মুসলমানদের দেয়া হয়েছে ঃ আস, আমরা একত্রে স্বীকার করি যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও ইবাদাত করি না, কারণ একমাত্র আল্লাহই উপাসনার যোগ্য, এ কারণে নয় যে, "কেননা তোমার

www.amarboi.org

ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী ঈশ্বর ; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানাদিগের উপরে বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তাই ;"–যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ৫

বরং এ কারণে যে, তিনি আমাদের প্রভু ও পালনকর্তা, আমাদের রক্ষাকারী, তিনি সকল প্রশংসা, প্রার্থনা ও আনুগত্যের যোগ্য।

সংক্ষেপে, কুরআনের এ আয়াতে উত্থাপিত তিনটি প্রস্তাবের সাথে ইহুদী ও খৃষ্টানদের একমত হওয়া উচিত। কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদ থেকে বিচ্যুতি ছাড়াও উৎসর্গীকৃত যাজক সম্প্রদায় (ইহুদীদের মধ্যে এটি বংশগত প্রথাও) সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোহেন, পোপ, যাজক বা ব্রাহ্মণের মতো সাধারণ মানুষেরা কেমন করে তাদের শিক্ষা ও জীবনের পবিত্রতার মাধ্যমে উৎকর্ষতার দাবী করতে পারে বা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে কোনো বিশেষভাবে দাঁড়াতে পারে ? ইসলাম তো যাজক সম্প্রদায়কে অনুমোদন করে না !

নিম্নে সংক্ষেপে ইসলাম আমাদেরকে তার ধর্মমত প্রদান করেছে ঃ

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○ ـ البقرة : ١٣٦

"তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তদীয় বংশধরদের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎ সমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৬

মুসলমানদের অবস্থা এখন পরিষ্কার। মুসলমানরা দাবী করে না যে, ইসলাম তাদের নিজস্ব ধর্ম। ইসলাম কোনো দল বা সম্প্রদায়বাদী ধর্ম নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি ধর্মই এক, কেননা, সত্য একটাই।

"এটি সেই একই ধর্ম যা পূর্ববর্তী নবীদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল।" –(কুরআন ৪২ ঃ ১৩ অনুকরণে) এ সত্যই সকল স্বর্গীয় প্রভাবে প্রভাবিত কিতাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অস্তিত্বগতভাবে, এটি আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা

www.amarboi.org

এবং এ ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় আনুগত্যের ফল প্রকাশ করে। কেউ যদি এ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম পেতে চায়, তাহলে সে তার নিজ প্রকৃতির কাছেই মিথ্যাবাদী, যেমন সে আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কাছে মিথ্যাবাদী। এ রকম কেউ নির্দেশনা আশা করতে পারে না। কারণ, সে ইচ্ছা করে নির্দেশনা অস্বীকার করেছে।

www.amarboi.org

পরিশিষ্ট

১. এটি দ্বারা মূসা (আ)-কে বুঝাচ্ছে। আল্লামা ইউসুফ আলীর কুরআনের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

২. 'মাসীহ' শব্দটি আরবী ও হিব্রু শব্দ 'মাসাহা' হতে এসেছে যার অর্থ মালিশ করা। এখানে এর অর্থ 'যার অঙ্গ মর্দন করা হয়েছে।' যাজক ও রাজাদের দায়িত্ব পালনের পূর্বে অঙ্গ মর্দন করা হয়। মাসীহর অনুবাদ খৃষ্ট অর্থ খোদা নয়।

৩. Song of Solomon 5 : 16-এ মুহাম্মদের নাম আছে। সেখানে শব্দটি হিব্রু শব্দ মাহাম্মাদিম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইম' দ্বারা শ্রদ্ধা ও সম্মান বুঝানো হয়। সুতরাং 'ইম' বাদ দিলে শব্দটি হয় মাহাম্মাদ, যার অর্থ সর্বাঙ্গরূপে সুন্দর ("সর্ব্বতোভাবে মনোহর") অর্থাৎ যিনি প্রশংসার যোগ্য বা মুহাম্মদ।

৪. বাইবেল অনুসারে ইবরাহীমের নাম ছিল অব্রাহাম। পরে তা আল্লাহ আব্রাহাম করে দেন।

৫. ইহুদীরা একজন মাসীহ আশা করছিল, দুজন নয়।

৬. ১৯৭৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত 'বাইবেল কতটুকু সত্য ?' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সনে খৃস্টান ম্যাগাজিন 'AWAKE' কর্তৃক প্রকাশিত '50,000 Errors in the Bible' বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য লিখুন।

www.amarboi.org

হযরত মুহাম্মাদ (স) ঈসা (আ)-এর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী

মূল ঃ আহমদ দীদাত
অনুবাদ ঃ নাজিয়া মানালুল ইসলাম

www.amarboi.org

ভূমিকা

হযরত ঈসা (আ)-এর পর হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই হলেন পৃথিবীর সকল মানুষের একমাত্র নবী। ইহুদী-খৃস্টান তথা আহলে কিতাবদেরই তাঁকে প্রথমে বিশ্ব নবী হিসেবে স্বীকার করার কথা। কেননা, তাদের কিতাবেই তাঁর আগমন সম্পর্কে প্রচুর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

কিন্তু খৃস্টান সমাজ এ বিষয়ে অসচেতন ও উদাসীন। ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর অনুসরণ না করে ভ্রান্তির মধ্যে হাবুডুব খাচ্ছে।

আহমদ দীদাত তাঁর ক্ষুরধার লেখনী এবং বাইবেল থেকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন সম্পর্কে বইটিতে আলোচনা করেছেন। এ বইটি পাঠ করলে যুক্তিবাদী খৃস্টানদের অন্তর্চক্ষু খুলে যাবে এবং একাধারে তা মুসলমানদের সত্য নবীর বিষয়ে তাদের ঈমানকে আরো মযবুত করবে।

এ প্রয়োজনকে সামনে রেখেই আমি তাঁর লেখা 'Muhammad the Natural Successor to Christ' বইটি 'হযরত মুহাম্মাদ (স) ঈসা (আ)-এর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী' এ নামে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

নাজিয়া মানাজুল ইসলাম
১ম বর্ষ, এম. বি. বি. এস.
পিতা ঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা
সৌদী আরব
০৭/১০/২০০১

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِىْ اسْمُهٗ اَحْمَدُ ط ـ الصف : ٦

"এবং আমি একজন বার্তাবাহকের সুসংবাদদানকারী যিনি আমার পরে আসবেন এবং তার নাম হবে আহমদ।"–সূরা আস সফ ঃ ৬

বহুমুখী উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার বহু প্রকার যেমন ঃ (১) ইহুদী আইনে প্রথম জন্মগ্রহণকারীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত (২) সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যার সিংহাসনে আরোহণের দ্বারা অথবা (৩) সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট দিয়ে প্রার্থীকে নির্বাচন করা অথবা (৪) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক কোনো নবী-রাসূল প্রেরণ, যেমন—হযরত ইবরাহীম (আ), মূসা (আ), ঈসা (আ) এবং মুহাম্মাদ (স)-কে নিযুক্ত করা। তাঁরা আল্লাহ্র বাণী প্রচারের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১]

হযরত মুহাম্মাদ (স) বহু কারণে হযরত ঈসা (আ)-এর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী। নিম্নে সেসব কারণ উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মদ (স) হযরত ঈসা (আ)-এর যথার্থ ও স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী।

২. আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি। [হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আরেক নাম 'মোস্তফা' অর্থাৎ 'মনোনীত ব্যক্তি']

৩. তিনি যে 'সর্বশেষ নবী'–এ বিষয়ে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা বিধান, কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ।

৪. আল্লাহ্র পথনির্দেশ বা হেদায়াতের পূর্ণতা বিধান যা ঈসা (আ)-এর ভাষায়ই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে "তিনি তোমাদেরকে সার্বিক সত্যের পথে পরিচালিত করবেন।"

ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণ

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে হযরত মূসা (আ) এসেছিলেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) হযরত ঈসা (আ)-এর ছয়শত বছর পরে নবুয়াতের খালি আসনে সমাসীন হন।

---

১. হিব্রু শব্দ 'মেসিহারের' অর্থও তাই। এ শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য লেখকের 'Christ in Islam' বইটি দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

হস্তীবর্ষের ১২ই রবিউল আউয়াল অথবা ৫৭০ খৃস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট শান্তির দূত (সব ক্ষেত্রে যিনি প্রশংসিত) হযরত মুহাম্মাদ (স) পৌত্তলিক আরবের পবিত্র মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থ 'প্রশংসিত'। তিনি সকল প্রশংসার প্রাপক। কুরাইশ গোত্র তার জন্ম বছরকে হস্তীসন হিসাবে স্মরণ করে। কারণ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মের দুই মাস আগে, ইয়েমেনে আবিসিনিয়ার রাজ প্রতিনিধি আবরাহা আল আশরাম বিরাট হস্তীবাহিনীর আগে আগে বৃহদাকায় এক আফ্রিকান হাতীর পিঠে চড়ে পবিত্র ভূমি মক্কা আক্রমণ করতে এসেছিল। আবরাহা এবং তার বাহিনীর ধ্বংসের সেই ভয়ংকর এবং হৃদয়বিদারক কাহিনী আজও তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। সূরা ফীলে বর্ণিত আছে ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ○ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ○
وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ○ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ○ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَّاْكُوْلٍ○الفيل : ١ ـ ٥

"আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি ? তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।"–সূরা ফীল ঃ ১-৫

আল্লাহর নিজস্ব মাপকাঠি

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিদেরকে মনোনীত করেছেন। আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এর মধ্যে যে প্রজ্ঞা রয়েছে—তা বুঝতে পারি না। পল বৃথাই আফসোস করেছেন–

"কেননা যিহূদীরা চিহ্ন (আত্মপ্রত্যয়ের জন্য অলৌকিকতা) চায় এবং গ্রীকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে ;"–বাইবেল, ১–করিন্থীয় ১ ঃ ১২

কিন্তু পার্থিব বুদ্ধিমান পল এটা বুঝেছিলেন যে, তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইহুদীদের কাছে বিপত্তি হিসেবে এবং গ্রীকদের কাছে চরম বোকামী হিসেবে প্রতীয়মান হবে।

আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হযরত মূসা (আ) ছিলেন কিছুটা তোতলা এবং আইনের হাত থেকে ছিলেন পলাতক। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত আছে, "আমি ত অচ্ছিন্নত্বক–ওষ্ঠ।"–যাত্রাপুস্তক ৬ ঃ ১২

www.amarboi.org

এতসব সমস্যা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ) যখন যুগের সবচেয়ে অত্যাচারী শাসক ফেরাউনকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য সাহসের সাথে অগ্রসর হন, তখন দয়ালু আল্লাহ তাআলার কাছে করুণভাবে প্রার্থনা করেন ঃ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ○ وَيَسِّرْلِيْٓ اَمْرِيْ ○ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ○ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ○ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ○ هٰرُوْنَ اَخِيْ ○ اشْدُدْبِهٖٓ اَزْرِيْ ○ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ○ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ○ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ○ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ○ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ○ - طه : ٢٥ ٣٦

"হে আল্লাহ, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন (আমাকে সাহস ও শক্তি ধারণ করার ক্ষমতা দিন) এবং আমার কাজ সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমাকে একজন সাহায্যকারী দিন আমার ভাই হারুনকে ; তার মাধ্যমে আমার কোমর মযবুত করুন এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন ; যাতে আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং বেশি পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। আল্লাহ বললেন ঃ (হে মূসা,) তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হলো।"

–সূরা ত্বোয়াহা ঃ ২৫-৩৬

কেন ধারণা প্রসূত ? কেন ধরা হতো ?

এরপর আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হলেন হযরত ঈসা (আ)। খৃস্টানদের ধারণানুসারে, তিনি ছিলেন কাঠমিস্ত্রীর সন্তান এবং নিজেও কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। বাইবেলের এ সন্দেহ যুক্ত বংশ তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে–

"আর যীশু নিজে, যখন কার্য্য আরম্ভ করেন, কমবেশ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন ; তিনি, যেমন ধরা হইত, যোষেফের পুত্র।"–(লূক ৩ ঃ ২৩)

বিশ্বের একশ কোটি মুসলমান স্বীকার করে যে, হযরত ঈসা (আ) অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মদাতা কোনো পুরুষ ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেন। ঈসা (আ)-এর কোনো বংশ তালিকা না থাকা সত্ত্বেও খৃস্টানরা তার দুটি পৃথক বংশ তালিকা প্রকাশ করে। গসপেলে মথি এবং লূক আল্লাহর এ শক্তিশালী বার্তাবাহকের ৬৬টি পিতৃপুরুষের তালিকা দিয়েছে। এ দুটো পৃথক তালিকার মধ্যে কাঠমিস্ত্রী যোষেফ নামটিই কেবল এককভাবে

www.amarboi.org

উল্লেখ ছিল। কিন্তু তার নাম সে বংশ তালিকায় একদম বেমানান। কারণ লূকের বংশ তালিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যোষেফ যে ঈসা (আ)-এর পিতা, তা শুধুমাত্র ধারণা প্রসূত।

এমনকি পাদ্রীরাও দ্বিধা দ্বন্দ্বে

১৯৮৪ সালের জুনে ইংল্যাণ্ডের গীর্জার পাদ্রীদের উপর এক জরীপ চালানো হয়। "শক সার্ভে অব অ্যাংগলিকান বিশাপস" নামে পরিচালিত ঐ জরীপের প্রকাশিত ফলাফল ছিল খৃস্টানদের জন্য একটি বিরাট আঘাত। সে ফলাফলে দেখা যায়, ৩৯জন পাদ্রীর মধ্যে ৩১জন পাদ্রী মনে করেন যে, "যীশু অলৌকিকভাবে কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ এবং তার পুনরুত্থানের ঘটনা যেভাবে বাইবেলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেভাবে সংঘটিত হয়নি।"

The Daily News

DURBAN, TUESDAY, MAY 22, 1990

Virgin Birth omitted by Church of Scotland

LONDON: Direct reference to the Virgin Birth has been omitted from the Church of Scotland's new publication, A Statement of Faith, to "avoid potential division among the church's members".

The Rev David Beckett, secretary of the special working party that produced the publication, said the omission would move the Church of Scotland away from traditional Anglo-Catholic theology and towards the more liberal faction of the Church of England championed by the Bishop of Durham, David Jenkins.

The new document was debated by the Church of Scotland's annual General Assembly in Edinburgh. Designed to express the Westminster Confession, written in the 1640s, in a more up-to-date language, the church's Panel on Doctrine also took the opportunity to tailor the text on the Virgin Birth.

Said Mr Beckett: "We wanted to come up with a statement that was inclusive rather than divisive. One that would be welcomed by the whole church, not just those who accept the Virgin Birth as a historical fact, but also by those who regard it as mainly pictorial theology."

Leading churchmen claim the Westminster Confession has not been replaced, merely summarised and updated.

Foreign service

www.amarboi.org

বৃটিশ গীর্জার পাদ্রীদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্কটিশ চার্চরা "A statement of fair" নামক পুস্তকে "কুমারী মায়ের গর্ভে জন্ম" বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যায়। যীশুর মায়ের পিতাবিহীন অলৌকিক গর্ভধারণের বিষয়টি বর্তমানে পাশ্চাত্যের খৃস্টান জগতে বিতর্কের ঝড় সৃষ্টি করেছে।

১৯৯০ সালের ২২শে মে, ডারবানে 'দি ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় স্কটল্যাণ্ডের গীর্জার পাদ্রীরা 'কুমারী গর্ভে সন্তান জন্মদানের ধারণাটি বাদ দিয়েছে। এ শিরোনামে একটি খবর প্রকাশ করে। পূর্বের পৃষ্ঠায় এর ফটো কপি ছাপা হলো।

এবং প্রভু কর্তৃক মনোনীত হযরত ঈসা (আ)

ঈসা (আ) যদিও আধ্যাত্মিকভাবে এবং জ্ঞান ও সত্যের আলোকে সমৃদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি পৃথিবীতে ভিখারীদের ব্যাপারটিকে দেখেছেন হালকাভাবে। বাইবেলে বর্ণিত আছে ঃ

> "..... তখন একটী স্ত্রীলোক শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার নিকটে আসিলো, এবং তিনি ভোজনে বসিলে তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। কিন্তু তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, অপব্যয় কেন ? ইহা ত অনেক টাকায় বিক্রয় করিয়া তাহা দরিদ্রদিগকে দিতে পারা যাইত। কিন্তু যীশু তাহা বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, স্ত্রীলোকটীকে কেন দুঃখ দিতেছ ? এ ত আমার প্রতি সৎকার্য্য করিল। কেননা দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু তোমরা আমাকে সর্ব্বদা পাইবে না।"–মথি ২৬ ঃ ৭-১১

কিন্তু যখন তার মুখে অভাবগ্রস্ততার চিহ্ন ফুটে উঠতো এবং দুঃখ-দুর্দশা যখন তাকে চরমভাবে গ্রাস করতো, তখন তিনি করুণ স্বরে বলতেন–

> "যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালদের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে ; কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।"এটি আবারও লূক ৯ ঃ ৫৮-তে বর্ণিত আছে।–মথি ৮ ঃ ২০

এবং তবুও আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ)-কে নবী হিসেবে মনোনয়ন করেছেন। আল্লাহর কাজ অনন্য ও বুঝা কঠিন।

মোস্তফা আল্লাহর মনোনীত নবী

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ الجمعة : ٢

www.amarboi.org

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"–সূরা আল জুমআহ ঃ ২

বিস্ময়কর জিনিস ! কিন্তু আমি বিস্মিত নই। কারণ তাঁর কাজের ধারাটাই এমন। তিনি একজন নিরক্ষর নবীকে নিরক্ষর জাতির কাছে পাঠিয়েছেন।

"সৃষ্টির শুরুতেই এ মেষপালক যাযাবরেরা মরুভূমিতে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াতো। ঠিক সে সময় একজন বীর নবী প্রেরিত হলেন আল্লাহর বাণী নিয়ে যাতে লোকজন বিশ্বাসস্থাপন করে। আর দেখুন, সেই অজ্ঞাত লোকগুলোই একদিন হয়ে উঠলো জগতদ্বিখ্যাত, নগণ্য থেকে হলো বিশ্ববিখ্যাত। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই এক দিকে স্পেনের গ্রানাডা, অপরদিকে দিল্লীও তাদের আয়ত্তাধীন এসে গেলো। জাঁকজমক, শৌর্য-বীর্যে এবং অসাধারণত্বের গুণে তারা বিশ্বের এক বিরাট অংশ উদ্ভাসিত করলো এবং যুগের পর যুগ ধরে বিশ্বের বিরাট অংশের উপর আরবরা 'বিশ্বাসই মহান এবং জীবনদানকারী' এ আলো বিকিরণ করতে থাকলো। ঈমান—বিশ্বাসের বলে একটি জাতির ইতিহাস হলো ফলদায়ক আত্মার বিকাশ সাধনকারী এবং সুমহান। সে আরবরা, সে মানুষ হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং সে এক শতাব্দী একটি সাধারণ অগ্নি স্ফুলিংগ ছিলো না যা কালো ও উপেক্ষিত বালু ভূমির উপরে পড়েছিলো। কিন্তু না, সেই বালু বিস্ফোরক বারুদের রূপ নিলো এবং দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলো স্বর্গীয় দ্যুতি। আমি বললাম, মহৎ লোকেরা সবসময়ই স্বর্গীয় ঝলক, অবশিষ্ট লোকেরা জ্বালানির মতো তারা সে ঝলকের অপেক্ষায় থাকে এবং পরে তারাও অগ্নিশিখার মতো প্রজ্জ্বলিত হয়।" এটা ছিলো বিগত শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট ও মহান চিন্তাবিদ থমাস কার্লাইলের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। সেদিন ছিলো ১৮৪০ সালের ৮ই মে শুক্রবার। তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিলো "নবীর মতো বীর"। তার শ্রোতারা ছিলো ইংরেজ গীর্জার সদস্যরা।

মনোনীত উম্মত

আল্লাহ যেমন নবী-রাসূলগণকে মনোনীত করেছেন, তেমনি মনোনীত করেছেন উম্মতদেরকেও। আর এ নবী পাঠানোর ধারায় ইহুদীরা ছিলো সৌভাগ্যবান জাতি এবং তাদের সম্পর্কেই মূসা (আ) দুঃখ করে বলেছেন ঃ "তোমাদের সহিত আমার পরিচয় দিন অবধি তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসিতেছ।"–বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ ৯ ঃ ২৪

www.amarboi.org

হযরত মূসা (আ)-এর শেষ ইচ্ছা ও বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, এই ইহুদীদের ক্রমাগত উদ্ধত্য এবং হঠকারিতার কারণে তাদেরকে হেদায়েতের পথে আনার জন্য সংগ্রাম এবং অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিলো। ভদ্র ও নিরীহ নবী মূসা (আ)-কে।

"কেননা তোমার বিরুদ্ধাচারিতা ও তোমার শক্তগ্রীবতা আমি জানি ; দেখ, তোমাদের সহিত আমি জীবিত থাকিতেই অদ্য তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইলে, তবে আমার মরণের পরে কি না করিবে ?

–দ্বিতীয় বিবরণ ৩১ ঃ ২৭

অথচ কি নির্মম সত্য ! আমি আল্লাহর মনোনয়নকে দার্শনিক তত্ত্বে পরিণত করতে চাই না। কিন্তু এর পরবর্তী অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে ইহুদীদের প্রতি প্রজ্জ্বলিত আল্লাহর ক্রোধাগ্নি। তিনি ইহুদীদের প্রতি কি করুণ স্বরে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

"উহারা অনীশ্বর দ্বারা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাইল, স্ব-স্ব অসার বস্তু দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিল ; আমিও নজাতি (not a people) দ্বারা উহাদের অন্তর্জ্বালা জন্মাইব মূঢ় জাত–(foolish nation) দ্বারা উহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব।"–দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ ঃ ২১

ইহুদীদের বিকল্প হিসেবে

ধর্মতত্ত্বে যাদের যৎকিঞ্চিত জ্ঞান আছে তারাই আন্দাজ করতে পারবেন, এ উদ্ধৃত বর্ণবাদী ইহুদীদের চোখে কারা ছিলো not a people বা নজাতি এবং কারাই বা ছিলো foolish people বা মূঢ় জাতি। তারাই কি বনী ইসরাঈলের বংশধর তথা আরব জাতি নয় যাদের সম্পর্কে টমাস কার্লাইল বলেছেন, "সৃষ্টির শুরুতেই মরুভূমিতেই যাযাবরের মতো ইতস্তত ঘুরে বেড়াতো ?

আরব জাতি–বিশ্ববিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার তাদের এড়িয়ে গেছেন, তার মতো আরও অনেক জাতি পারসিকরা, মিশরীয়রা, এমনকি রোমানরাও এড়িয়ে গেছেন। সবাই এদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্বের চিন্তা এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ তাদেরকে এড়াননি। তিনি তাদেরকে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে তুলে নিয়ে বিশাল বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার ও আলোর মশালবাহী বানালেন, "আমি তাহাদিগকে (ইহুদীদের) অন্তর্জ্বালায় পোড়াইব"–এ অন্তর্জ্বালা হলো মনের গভীরে চাষকৃত হিংসা-দ্বেষের স্বাভাবিক পরিণতি। স্মরণ করুন, বিবি সারা এবং বিবি হাজার ছিলেন আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু সহধর্মীণী। হযরত সারার ঈর্ষাই হযরত হাজারের ভবিষ্যত সন্তানদেরকে আলাদা জাতি হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ করে দিলো।

www.amarboi.org

বেশ আগের কথা নয়, আমি ঔষধ আবিষ্কারের উপর এক ইহুদী চিকিৎসকের লেখা একটি বই পড়ছিলাম। দুর্ভাগ্য যে, আমি সে লেখকের নামটি ভুলে গিয়েছি এবং বইটিও খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক, সে ইহুদী লেখকটি যেভাবে তার সেমেটিক (আরব) ভাইদের প্রশংসা করেছেন, তা আমাকে আজও নাড়া দেয়। আমি আমার স্মৃতি থেকেই বলছি, "ছাগল এবং উটের চালকেরা সিজারের সিংহাসনে আরোহণ করেছে।" কথাগুলো কি পরিমাণ হিংসা-দ্বেষ ব্যাঙ্গোক্তিপূর্ণ ! অথচ সে কথাগুলোই ছিল নির্মম সত্য। আল্লাহ যা চান তাই করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন। আর এভাবেই তিনি তার ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য দেখান। আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেনঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَايَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ۝ محمد : ٣٨

"যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, অতপর তারা তোমাদের মতো হবে না।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮

"এটা নিসন্দেহে ইতিহাসের একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল যে, অন্ধকার আরব জগতে নবীর সহচর কিছু লোক এক শতাব্দীর মধ্যেই সৃষ্টি করলো এক বিরাট আকর্ষণীয় সভ্যতা যা পিরীনিজ থেকে চীনের দোরগোড়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করলো।"–আবদুল ওয়াদুদ সালাবী কর্তৃক লিখিত 'Islam, Religion of life' দ্রষ্টব্য।

সর্বশেষ হুঁশিয়ারী

হযরত ঈসা (আ) ছিলেন ধারাবাহিকভাবে ইসরাঈলীদের শেষ নবী। মানব সমাজের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শনের ব্যাপারে ইহুদীদের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের জন্য ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, তা পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি বলেন–

"এজন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য[১] কাড়িয়া লওয়া যাইবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে যে জাতি তাহার ফল দিবে।"–মথি ২১ ঃ ৪৩

১. ঈশ্বরের রাজ্য বলতে বুঝায়, মানব জাতিকে পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহর মনোনীত জাতি হিসাবে ইহুদীদেরকে প্রদত্ত সম্মান ও সুযোগ সুবিধা। বাইবেলে উল্লেখ আছে, 'Ye (Jews shall be unto me (God Almighty) a kingdom of priests and a holy nation' তোমরা (ইহুদীরা) আমার (আল্লাহর) কাছে পুরোহিতের সম্মানের অধিকারী এবং একটি পবিত্র জাতি।' [যাত্রাপুস্তক ১৯ ঃ ৬] কিন্তু ঈসা (আ)-এর পর তাদের এ সম্মানজনক দায়িত্বের ইতি ঘটেছে।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভু যীশুর বাণীর আলোকে

কেবলমাত্র একটি পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗ اَحْمَدُ ط ـ

"স্মরণ করো, যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বললো ঃ হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তার নাম আহ্‌মদ।"–সূরা আস সফ ঃ ৬

একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মুসলমানরা উপরোল্লিখিত আয়াতে সামান্য চোখ বুলালেই সন্তুষ্ট হবে ! কারণ হযরত ঈসা (আ) ইহুদীদের কাছে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। মুসলিম সমাজ খৃষ্টানদের এ একগুয়েমি এবং হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ দেখে হতভম্ব হয়ে যায় যা তাদেরকে এর আভ্যন্তরীণ আলো দেখতে বাধার সৃষ্টি করে এবং তারা নিজেদের বিবেক অনুযায়ী চলে না। তাই তারা এ আয়াতের তাৎপর্য বুঝতে চায় না, স্বীকারও করতে চায় না।

অপরদিকে খৃষ্টানরা ইহুদীদেরকে দেখে খুব বেশি অবাক হয়। কারণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত ইহুদীরা তাদের তাওরাতে হযরত মসীহ (আ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী একশো একবার বর্ণিত হওয়ার পরও এতে বিশ্বাসস্থাপন করেনি। তারা তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তাকে চিনতে এবং বিশ্বাস করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। তার মানে কি এ নয় যে, খৃষ্টান এবং ইহুদীরা উভয়ই অন্ধ ?

না, খৃষ্টান এবং ইহুদীদের কাছে সত্য মোটেই দুর্ভেদ্য নয়। আমাদেরই সমস্যা হলো যে, আমরা ছোটবেলা থেকেই কিছু কুসংস্কারে বিশ্বাস করে থাকি। আর এটাকেই আমেরিকানরা বলে 'প্রোগ্রামড' অর্থাৎ 'পরিচালিত'।

শুধুমাত্র বই পড়া এবং বক্তৃতা শোনার মাধ্যমে সত্য প্রসারিত হতে পারে না। বর্তমানে যুগটা হচ্ছে 'প্রত্যেক মানুষের'[১] । সত্যকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে

১. বর্তমানে 'প্রত্যেক মানুষের' সিরিজের বই প্রকাশিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে যে কোনো নারী-পুরুষ পানির কলের মিস্ত্রী, কামার-কুমার এবং কাঠমিস্ত্রীর কাজ শিখতে পারে।

www.amarboi.org

দিতে হয়। পেশাদারদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন ছোট বড় সবারই উচিত যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সত্যের কাজে লিপ্ত হওয়া। যতটা সম্ভব কুরআনের উক্ত উদ্ধৃতি অর্থসহ বুঝে মুখস্থ করে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। ইসলামে দাওয়াতী কাজের সংক্ষিপ্ত কোনো পথ নেই।

আপনার প্রমাণ হাজির করুন

আপনারা হয়তো খৃষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে মানবতার প্রতি দয়া করুণা হিসেবে আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এ প্রথমবারই পড়ছেন না বা জানছেন না। আপনি হয়তো বাইবেলে আমাদের নবী করীম (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সামান্যই জানেন কিংবা আন্তরিকভাবে জানার বেশী চেষ্টাও করেননি। কিন্তু কেউ এ বিষয়ে প্রমাণ চেয়ে বসলে আপনি মোটেও প্রমাণ হাজির করতে পারবেন না। কেননা, এজন্য আপনার কোনো প্রস্তুতি নেই। মনে রাখবেন, কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই। আমি যা বলি তা বিশ্বাস করি এবং যা প্রচার করি তা আমল করি, ইনশাআল্লাহ।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আরবী ও হিব্রু প্রায় ডজনখানেক ভাষায় বাইবেলের বহু বাছাই করা উদ্ধৃতি মুখস্থ করেছি। এটা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে মোটেও নয়, বরং অন্যান্য ভাষাভাষীদের মধ্যে যেন আমাদের ঈমান-বিশ্বাস এবং আদর্শের প্রচার করতে পারি। কেননা, ভাষাই হলো মানুষের হৃদয়ে পৌঁছার মূল চাবিকাঠি।

ফেরাউনের দেশে

কোনো সমস্যা হবে না মর্মে অগ্রিম নিশ্চয়তা পাওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রবেশ ভিসার অভাবে আমি কায়রো বিমান বন্দরে আটকা পড়েছি। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভদ্রলোক আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভিসা সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। জুমার নামাযের সময় হওয়াতে তিনি আমাকে এবং আমার পুত্র ইউসুফকে এক মিসরীয় মহিলার হাওলা করে চলে যান। মহিলাটি ছিলো পাশ্চাত্য কায়দা-কানুনের কেতাদুরস্ত।

বহু চেষ্টা ও সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মহিলাটি সুখবর নিয়ে আসলো যে, ৪০ ডলার লাগবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিসের জন্য ?" সে উত্তর দিলো "ভিসার জন্য।" ২০ ডলার আমার এবং ২০ ডলার আমার পুত্রের ভিসা ফিস বাবদ দিতে হবে। আমি বললাম, "আমি তো সরকারী মেহমান।" সে বললো, "এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই।" আমি মুচকী হাসি সহকারে ৪০ ডলার বের করে দিলাম।

www.amarboi.org

ভদ্র মহিলার কথাবার্তা ও আচার-আচরণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে একজন উচ্চ শিক্ষিতা ও জ্ঞানী। আমি আমার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা আরবীতে পুনরায় তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। তার নামটি আমার কাছে একটু খটকা লাগলো যা স্মরণ রাখা মুশকিল। আমি আবারও তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি মুসলমান ?" সে উত্তর দিলো, "না, আমি একজন মিসরীয় খৃস্টান।" মূলত আমি যে সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম এটা তারই শুভ সূচনা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, আপনি কি জানেন, ঈসা (আ) দুনিয়া থেকে স্থানান্তরের আগে তাঁর শিষ্যদেরকে কি বলেছিলেন ?" তারপর আমি আরবী বাইবেল থেকে ভাল আরবীতে একটি মুখস্থ উক্তি উল্লেখ করলাম, যা এ জাতীয় সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্যই মূলত মুখস্থ করেছিলাম। উক্তিটি হলো ঃ

لٰكِنِّيْ اَقُوْلُ لَكُمُ الْحَقَّ اِنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ اَنْ اَنْطَلِقَ ـ لِاَنَّهُ اِنْ لَّمْ اَنْطَلِقْ لَا يَاْتِيْكُمُ الْمُعَزِّيْ وَلٰكِنْ اِنْ ذَهَبْتُ اُرْسِلُهُ اِلَيْكُمْ ـ انجيل ـ يو حنا ١٦

মহিলাটির জন্য আরবী উদ্ধৃতির অনুবাদের দরকার নেই। কেননা, আরব মহিলা হিসেবে সে তা ভালো করেই বুঝতে সক্ষম। কিন্তু যারা অনারব, তাদের সুবিধার্থে আমি বাইবেল থেকে এর হুবহু অনুবাদ তুলে দিচ্ছি। এ অনুবাদটুকুও আমি অবসর সময়ে মুখস্থ করেছি। আপনিও অবসর সময়কে এভাবে কাজে লাগাতে পারেন, যদি আপনি আল্লাহর দীনকে ভালোবাসেন এবং অন্যদের কাছে তা পৌছানোর আগ্রহ পোষণ করেন। বাংলা বাইবেলের ঐ তরজমাটুকু হলো নিম্নরূপ ঃ

> "তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না ; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাহাকে পাঠাইয়া দিব।"–যোহন ১৬ ঃ ৭

আল-মোআজ্জী সহায় বা সান্ত্বনাদানকারী

যে ভায়েরা আরবী উদ্ধৃতিটি পড়তে জানেন তাদের প্রতি আমার মিনতি হলো, তাঁরা যেন উপরোল্লিখিত আরবীর ইংরেজী উদ্ধৃতিটাও মুখস্থ করেন এবং তা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করেন। অন্য যে ভাষা আপনি জানেন সে ভাষায় শ্লোকগুলোও আয়ত্ব করুন। এর ফলে অন্য লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার কাজের প্রয়োজনীয় ভাষাগত দক্ষতা ও দ্রুততার সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে।

www.amarboi.org

আমি ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে যে 'আল-মোআজ্জী, ইংরেজীতে Comforter এবং বাংলা বাইবেলে সহায় (আসল অর্থ সান্ত্বনাদানকারী) উল্লেখ আছে, তিনি আসলে কে ? সে উত্তরে বললো, 'আমি জানি না, সে তার জবাবে ছিল সত্যবাদী। তাই কোনো কপটতা ছাড়াই সে না সূচক উত্তর দিলো। আমি তাকে বললাম, পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশুখৃস্ট তাঁর শিষ্যদেরকে একথা বলেছিলেন ঃ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ط ـ الصف : ٦

"এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আগমন করবেন ; তাঁর নাম হবে আহমদ।"–সূরা আস সফ ঃ ৬

আমি আরো বললাম, যে এ 'আহমদ' হচ্ছে 'মুহাম্মদ' (স)-এর আরেকটি নাম।

সে বললো, "খুবই আশ্চর্য তো।" মিসরীয় মুসলমানেরা আমাদের খৃস্টান মহিলাদেরকে নিয়ে সিনেমা ও নাচের অনুষ্ঠানে যায়। কিন্তু তারা কখনও আমাদেরকে এ মোআজ্জী সম্পর্কে কোনো কথা বলে না। সোবহানাল্লাহ ! সে দিন আল্লাহ আমাকে কায়রো বিমান বন্দরে ৪০ ডলারের (১৪ মিসরীয় পাউণ্ড) যে হাতিয়ার আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ আমি তা সঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

Comforter, আল-মোআজ্জী (যোহনের ২৬ ঃ ৭) এবং পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতের ৬নং আয়াতের আহমদ ও মুহাম্মদ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

বাইবেলের সত্যায়ন

স্মরণ করুন, খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যখন হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী পড়ছিলেন ঃ "তাঁর মুখে তুলে দেয়া" তখন কিন্তু আরবীতে বাইবেলের অনুবাদ হয়নি। (হযরত মুহাম্মাদ সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য দ্রষ্টব্য) তিনি কিন্তু তখনও জানতে পারেননি যে, তিনি তাঁর পূর্বসূরী নবী হযরত ঈসা (আ)-এর মুখে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ সত্যায়ন করে চলেছেন।

শুধুমাত্র ইসরাঈলদের জন্য

১. আল্লাহ কুরআন মজীদে ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করেছেন ঃ

www.amarboi.org

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ۔

"আর স্মরণ কর, মরিয়ম পুত্র ঈসা বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" (অর্থাৎ ইহুদীদের কাছে)

ঈসা (আ) কেবলমাত্র ইহুদীদের জন্য

"এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন–

"তোমরা পরজাতিগণের (অ-ইহুদী) পথে যাইও না, এবং শমরীদের কোন নগরে প্রবেশ করিও না ; বরং ইস্রায়েল কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।"–মথি ১০ ঃ ৫-৬

কুকুরদের জন্য নয়

"আর দেখ, ঐ অঞ্চলের একটী কেনানীয় স্ত্রীলোক এসে এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা, এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েলকূলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।"–মথি ১৫ ঃ ২২-২৬

এটা ইহুদী নবীরই (ঈসা) সাফল্য যে, তিনি যা প্রচার করতেন তা তার কাজ-কর্মেও প্রতিফলন ঘটাতেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি একজন অ-ইহুদীকেও নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেননি। হাতে গণা যে বার জন শিষ্যকে তিনি নির্বাচিত করেছেন তারাও ছিল তাঁর স্বগোত্রীয়। এর মাধ্যমে তিনি নিজের অন্য আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন করেছেন। সেটি হলো ঃ

"যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যতজন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টিকালে যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।"–মথি ১৯ ঃ ২৮

www.amarboi.org

কোনো নতুন ধর্ম নয়

২. আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ - الصف : ٦

"[ঈসা (আ) বলেন] আমি বর্তমানে আমার সামনে মওজুদ তাওরাতের সত্যতা ঘোষণাকারী।"–সূরা আস সফ ঃ ৬

হযরত ঈসা (আ) ইহুদীদের মাঝে কেবল সুন্দর ভাষাই ধর্ম প্রচার করেননি, বরং তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী নবী আমস, যিহিষ্কেল, যিশাইয় এবং কিরমিনের মত কঠোর ভাষায় ইহুদীদের আনুষ্ঠানিকতা ও মুনাফিকীর নিন্দা করেছেন। দীন প্রচারে তাঁর অদ্ভুত ও সাহসিকতাপূর্ণ পদ্ধতি যাজকদের মধ্যে বিরাট ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে। ফলে ধর্মগ্রন্থের লেখক এবং ফরিশীরা বিশুদ্ধতা যাঁচাই করার জন্য বারবার তাঁর কাছে আসতো।

তাদের এ সন্দেহ দূর করার জন্য ঈসা (আ)-কে বারবার নিশ্চয়তা দিতে হয়েছে যে, তিনি কোনো নতুন ধর্ম আনেননি বরং তিনি তার পূর্ববর্তী সকল ধর্মীয় শিক্ষার সত্যতাই তুলে ধরছেন। তিনি বলেন ঃ

"মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদীগ্রন্থ লোপ করিয়া আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটী আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে, কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান্ বলা হইবে।"

–মথি ৫ ঃ ১৭-১৯

'কুরআন বর্ণিত "আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণাকারী হিসাবে আমি আসিয়াছি"এর সাথে মথির পূর্বোল্লেখিত তিনটি শ্লোকের কোনো পার্থক্য নেই। এটা কুরআনের নির্মলতা ও যথার্থতারই প্রমাণ বহন করে।

সৈয়দ আমীর আলী বলেন ঃ 'সত্যের উৎস-মহান আল্লাহ নিজ নবীদেরকে মনোনীত করেন এবং তিনি তাদের সাথে বজ্রের চাইতেও তীব্র আওয়াজে কথা বলেন।'–দি স্পিরিট অব ইসলাম

www.amarboi.org

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ○- يونس : ٣٧

"আর কুরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমাকে দেয়া হয়েছে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে।"–সূরা ইউনুস ঃ ৩৭

সুসংবাদ

৩. হযরত ঈসা (আ)-এর জবানীতে আল্লাহ কুরআন মজীদে উল্লেখ করেন ঃ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ط - الصف : ٦

"এবং আমি সুসংবাদ দিচ্ছি সে রাসূলের যিনি আমার পরে আসবেন —যার নাম হবে আহমদ।"–সূরা আস সফ ঃ ৬

আমি আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ থেকে 'আহমদ' শব্দের টীকার উদ্ধৃতি দেয়ার জন্য না ক্ষমা চাচ্ছি, না আমাকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। কিন্তু এর আগে মদীনা মোনাওয়ারায় প্রতিষ্ঠিত বাদশাহ ফাহাদ কুরআন কমপ্লেক্সের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে বলছি, এখান থেকে বিভিন্ন ভাষায় লাখ লাখ কুরআনের কপি ছেপে বিলি করা হয়। তারা ইংরেজী ভাষার জন্য আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর ইংরেজী অনুবাদকে কয়েকটি কারণে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পূর্বে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুরআন শরীফের কিছু অনুবাদ বেরিয়েছিল যাতে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছিল বিদ্যমান। ব্যক্তিগত প্রভাবমুক্ত নির্ভরযোগ্য অনুবাদের লক্ষ্যে খাদেমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আযীয, তদানীন্তন উপপ্রধানমন্ত্রী, ১৬/৮/১৪০০ হিজরী সনে ১৯,৮৮৮নং রাজকীয় ফরমান জারীর মাধ্যমে মরহুম আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনন্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ইংরেজী অনুবাদকে প্রকাশের জন্য মনোনীত করে। এ অনুবাদে রয়েছে অলঙ্কারপূর্ণ পদ্ধতি, বক্তব্যের মূল অর্থ প্রকাশক, কাছাকাছি শব্দচয়ন এবং আরো রয়েছে বিজ্ঞ টীকা-টিপ্পনী ও মন্তব্য।

(ইসলামী গবেষণা, ফতোয়া, দাওয়াহ ও এরশাদ বিষয়ক প্রেসিডেন্স রিয়াদ, সৌদী আরব-এর মন্তব্য)

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনুবাদে রয়েছে ৬ হাজারেরও বেশি টীকা। হযরত ঈসা (আ) হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এ গ্রন্থে সে বিষয়ে তিনটি টীকা আছে। এর মধ্যে নিচে একটি টীকা উল্লেখ করা হলো ঃ

'আহমদ, বা 'মোহাম্মাদ' শব্দের অর্থ হলো প্রশংসিত। গ্রীক শব্দ 'প্যারিক্লিটস' প্রায় একই অর্থবোধক। বাইবেলের যোহন লিখিত সুসমাচারের ইংরেজী অনুবাদের ১৪ ঃ ১৬, ১৫ ঃ ২৬ এবং ১৬ ঃ ৭নং শ্লোকে 'কমপোর্টার' শব্দটি প্যারিক্লিটস শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে, যার সঠিক অর্থ হলো, 'উকিল' 'সাহায্যের জন্য যাকে ডাকা হয় ;' 'একজন সহমর্মী বন্ধু।' বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্তমানে বাইবেলে উল্লেখিত পারাক্লিতস (Paracletos) মূলত প্যারাক্লিতস এর (Periclytos) বিকৃত রূপ। মূল বাইবেলে যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের নবীর নাম 'আহমদ' শব্দই ছিল। তা সত্ত্বেও যদি আমরা বিকৃত শব্দ পারাক্লিতসও পড়ি তাহলেও তা আমাদের মহান নবীকেই বুঝায়, যিনি ছিলেন "রাহমাতালল্লিল আলামীন"। "সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত স্বরূপ"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৭। 'তিনি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য ছিলেন দয়ালু।'–সূরা আত তাওবা ঃ ১২৮ ; আরও দেখুন সূরা আলে ইমরানের ৮১নং আয়াতের ৪১৬নং টীকা।

৪. আল্লাহ বলেন

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ○ الصف : ٦

"অতপর তিনি যখন সে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসলেন, তখন তারা বললো, এতো প্রকাশ্য যাদু।"–সূরা আস সফ ঃ ৬নং আয়াতের শেষাংশ

ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বহুভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং তাঁর আবির্ভাবের পরেও তিনি বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। তাঁর গোটা জীবনটাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল বিশাল মোজেযা বা অলৌকিকতা। তিনি বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হয়েছেন। কোনো মানুষের কাছে জ্ঞান শিক্ষা না করেও তিনি সর্বোত্তম জ্ঞান দান করে গেছেন। পাষাণরা তার কাছে এসে গলে নরম হয়ে গিয়েছিল এবং যারা ছিলো দুর্বল তিনি সেগুলোকে করলেন সবল। জ্ঞানী লোকেরা তাঁর প্রতিটা কথা ও কাজে আল্লাহর হাতের ক্রিয়া দেখতে পেতেন। অথচ, অবিশ্বাসীরা বলে, তার কাজে ছিল ইন্দ্রজাল, ভেলকিবাজী ও যাদু !

www.amarboi.org

"প্রতারক, ভেলকিবাজ ! না, না! এ মহান হৃদয় যা সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত, তা কখনও যাদু হতে পারে না।"–থমাস কার্লাইলের লিখিত 'Heroes and Hero-worship' বইএর ৮৮ পৃষ্ঠা

তারা তাঁর জীবনের পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর এ অলৌকিক পূর্ণতাকে যাদু-মন্ত্র বলে। অথচ এটাই হচ্ছে মানব ইতিহাসের বাস্তব সত্য যার অপর নাম হলো ইসলাম।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

মুহাম্মাদ (স) হচ্ছেন পারাক্লিত

সত্যিকার যে কোনো অনুসন্ধানকারীর নিকট মুহাম্মাদ (স) যে প্রতিশ্রুত পারাক্লিত বা কমফোর্টার হবেন, সেটা স্বাভাবিক। আর সেন্ট যোহনের সুসমাচারে হযরত ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এর বিকল্প শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'সহায়ক', 'উকিল', উপদেষ্টা', ইত্যাদি।

কায়রো বিমান বন্দরে পূর্বোল্লিখিত সে ভদ্র মহিলার মত লক্ষ লক্ষ খৃস্টান নর-নারী পারাক্লিতের সে সহজ-সরল বাণীর জন্য ক্ষুধার্ত অবস্থায় অপেক্ষা করছে। কিন্তু হায়, আজ আমাদেরকেও হযরত ঈসা (আ)-এর মতো ব্যর্থতার গ্লানির জন্য অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বলতে হয় ঃ

"শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকরী লোক অল্প।"–মথি ৯ ঃ ৩৭

হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষা

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ)-এর মুখ দিয়ে মুহাম্মাদ (স)-এর আরেকটি নাম 'আহমদ' শব্দটি উচ্চারণ করিয়েছেন। কিন্তু খৃস্টান বিতর্ককারী, বাইবেল বিকৃতকারী এবং মাথা গরম সুসমাচার লেখকগণ এ বিষয়টিকে মানতেই চায় না।

খৃস্টান মিশনারীরা একথা অস্বীকার করেন না যে, ঈসা (আ) তার পরে একজন আগমনকারী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তবে তাঁর নাম আহমদ কিনা এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত নয়।

খৃস্টানদের কাছে সাধারণভাবে সে আগন্তুকের নাম কমফোর্টার হিসেবে সমাদৃত। অবশ্য তাতেও কিছু যায় আসে না। কমফোর্টার বা এর সমার্থক যে কোনো শব্দ হলেই হয়। আমরা খৃস্টানজগতে সর্বাধিক জনপ্রিয় কিংবা জেমস ভার্সন বাইবেলের ইংরেজী কমফোর্টার শব্দটিকেই এখানে গ্রহণ করেছি।

আপনি আপনার সে বিরুদ্ধাচারীকে জিজ্ঞেস করুন যে, হযরত ঈসা (আ) কি ইংরেজী ভাষায় কথা বলতেন ? যে কোনো খৃস্টানের কাছ থেকে জবাব আসবে, 'অবশ্যই নয়।' আপনি আরবী ভাষী খৃস্টানকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের প্রভু যীশু কি 'মোআজ্জী' শব্দ ব্যবহার করেছেন ? উত্তরে তারা বলবে, অবশ্যই নয়। কেননা, আরবী তাঁর ভাষা ছিলো না। তাহলে ঈসা (আ) কি জুলু ভাষায় 'উমথোকোজিসি' অথবা আফ্রিকান বাইবেলের 'ট্রষ্টার' শব্দ দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ? আবারও একই জবাব আসবে 'না'।

www.amarboi.org

খৃষ্টানরা গর্ব সহকারে বলতে পারে যে, সম্পূর্ণ বাইবেল শত শত ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং নতুন নিয়ম (যেখানে এ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে) তা দু' হাজারের অধিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। তার মানে দাঁড়ায়, খৃষ্টান পণ্ডিতেরা ভবিষ্যতে আগত সে কমফোর্টারের জন্য ২ হাজার ভাষায় ২ হাজার নাম আবিষ্কার করেছে।

নিউমা ঃ ঘোষ্ট না স্পিরিট ?

খৃষ্টান পাদ্রীদের একটা রোগ এই ছিলো যে, তারা মানুষের নামের বিকৃতি সাধন করেছে যা করার অধিকার তাদের নেই। যেমন, যেসাসকে ঈসাউ, খ্রিস্টকে মসিহ এবং পিটারকে সিফাসসহ আরও অনেক কিছু। খৃষ্টানদের ধর্ম গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় যে, ঈসা (আ)-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠরাও ঠিক করে বলতে পারে না যে, ঈসা (আ) গ্রীক শব্দ 'পারাক্লিত' ব্যবহার করেছিলেন কিনা। কিন্তু এটারও অবকাশ নেই। কারণ, ঈসা (আ) গ্রীক ভাষাই জানতেন না। তবে আমরা এ বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করবো না। ধরেই নেই যে, শব্দটা ছিলো গ্রীক ভাষায় 'পারাক্লিত' আর এ ইংরেজী সমার্থক শব্দ হচ্ছে 'কমফোর্টার'।

আপনি যে কোনো শিক্ষিত খৃষ্টানকে জিজ্ঞেস করুন, 'কমফোর্টার' কে ? আপনি কি তার নির্ভুল উত্তর শুনতে পাবেন যে, "কমফোর্টার হচ্ছে হোলি ঘোষ্ট"। কথাটি যোহনের সুসমাচারের ১৪নং অনুচ্ছেদের ২৬নং বাণীর অংশ বিশেষ। আমরা পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমরা 'হোলি ঘোষ্ট' সম্পর্কে খৃষ্টানদের মন-মানসিকতাকে আলোকিত করার চেষ্টা করবো।

গ্রীক ভাষায় 'নিউমা' শব্দের ইংরেজী সমার্থক শব্দ হলো 'স্পিরিট'। গ্রীক ভাষায় বাইবেলের নতুন নিয়মের পাণ্ডুলিপিতে 'ঘোষ্ট' শব্দের জন্য অন্য কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। বর্তমানে খৃষ্টানরা বাইবেলের ২৪,০০০ বিভিন্ন অনুবাদ নিয়ে গর্ব করে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোনো দুটো বাইবেলই এক রকম নয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাইবেলের K Jv (The King games version) সংস্করণ, যাকে AV (the Authorised Version)-ও বলে এবং রোমান ক্যাথলিকদের বাইবেল–'ডাউয়ি' এর সম্পাদকেরা 'নিউমা' শব্দের অর্থ 'স্পিরিট' এর পরিবর্তে 'ঘোষ্ট'কে প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যদিকে বাইবেলের সর্বাধুনিক সংস্করণ RSV (Revised Standard Version)-এর সম্পাদকদের দাবি হলো, তাদের এ সংস্করণ সর্বাধিক প্রাচীন বাইবেলের পাণ্ডুলিপির ইংরেজী

www.amarboi.org

অনুবাদ। তারা আরো দাবি করেছেন যে, এর সংশোধন ও সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন ৩২জন সম্মানিত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এবং তাদেরকে সাহায্য করেছেন খৃস্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ৫০জন বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সাহসিকতার সাথে দুর্বোধ্য 'ঘোষ্ট' শব্দটির পরিবর্তে 'স্পিরিট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই এখন থেকে আধুনিক এ অনুবাদে পড়তে হবে ঃ 'The Comforter which is the Holy spirit'। কিন্তু খৃস্টান ধর্মযোদ্ধা এবং টেলিভিশনের আলোচকরা 'ঘোষ্ট' শব্দটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন। তারা এ নতুন সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করছেন না। তাদের মতে, K Jv (কিং জেমস ভার্সন) এবং RCV (রোমান ক্যাথলিক ভারসন) উত্তম।

নতুন করে স্পিরিট শব্দের বদলের কারণে যোহনের সুসমাচারে বাক্যটি নিম্নরূপ ধারণ করছে ঃ

"But The comforter Which Is The Holy Spirit, whom the father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your rememberance, what so ever I have said unto you."

"কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।"–যোহন ১৪ ঃ ২৬

এখানে 'পবিত্র আত্মা' (হোলি স্পিরিট) শব্দটি যে মেকী রচনা তা বুঝার জন্য কারো বাইবেলের পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এটি ব্রাকেটের মধ্যে রাখা উচিত ছিলো। যেমনটি উদ্ধৃতি হিসেবে আমি রেখেছি। রিভাইজড ষ্টাণ্ডার্ড সংকলনের সম্পাদকবৃন্দ যদিও তাদের গর্বিত সংলকন থেকে ডজনে ডজনে মেকী জিনিস বাদ দিয়েছেন, তথাপি এ শ্রুতিকটু শব্দগুচ্ছকে রেখে দিয়েছেন। তাই কমফোর্টারের ব্যাপারে যীশুর অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বৈপরীত্য দেখা দিচ্ছে।

*** হলি স্পিরিট (পবিত্র আত্মা) মূলত হোলি প্রফেট (পবিত্র নবী)**

ক. উল্লেখ্য যে, কোনো বাইবেল পণ্ডিতই এ পর্যন্ত যোহনের সুসমাচারে উল্লেখিত গ্রীক ভাষার পারাক্লিতস শব্দের সাথে হোলি ঘোষ্ট বা হোলি স্পিরিটের কোনো মিল দেখাতে পারেনি। তাহলে, আমরা চট করে বলতে পারি যে, কমফোর্টার যদি হোলি স্পিরিট হয়, তাহলে হোলি স্পিরিট হচ্ছে হোলি প্রফেট। (তাছাড়া ঐ শব্দগুলোর আর কোনো তাৎপর্য নেই)

www.amarboi.org

মুসলমান হিসেবে আমরা স্বীকার করি যে, আল্লাহর প্রত্যেক নবীই হলেন পবিত্র ও নিষ্পাপ। মুসলমান মাত্রই হোলি প্রফেট বলতে এক বাক্যে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কেই বুঝে থাকেন। অতএব আমরা যদি সুসমাচারে বর্ণিত The Comforter which is the "Holy Spirit"-এর মতো একটা বেমানান উক্তিকে সত্য বলে গ্রহণ করি, তাহলেও দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই সেই পবিত্র আত্মা (Holy Spirit) এবং এ সত্যটিই হাত মোজার মতো খাপে খাপে মিলে যায়। (মূলত কমফোর্টার অর্থ নবী হওয়াই উচিত)

বাইবেলের নতুন নিয়মে যোহনের একটি সুসমাচার শামিল রয়েছে। তার আরো তিনটি সুসমাচার বাইবেলের নতুন নিয়মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ যোহনই 'হোলি স্পিরিট' পরিভাষাটিকে 'হোলি প্রফেট' হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

> "Beloved believe not every Spirit, but try the Spirits whether they are of God, because many false Prophets are gone out in to the world."

বাংলা বাইবেলের অনুবাদ ঃ

> "প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না ; কারণ অনেক ভন্ড ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে।"
>
> –বাইবেল, নতুন নিয়ম, ১ যোহন ৪ ঃ ১

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে, এখানে 'আত্মা' শব্দটিকে (ভাববাদী) তথা Prophet বা নবীর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সত্য আত্মা সত্য নবী আর মিথ্যা আত্মা ভণ্ড নবী। কিন্তু তথাকথিত Born again খৃষ্টানরা সবকিছু আবেগ দ্বারা বিবেচনা করে। তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, তারা যেন বাইবেলের সি আই স্কোফিল্ডস-এর সম্পাদিত Authorised king games সংস্করণটি একটু ঘেঁটে দেখেন। তিনি ১ম শতাব্দীতে বাইবেলের সম্পাদনার সময় একটি সম্পাদনা কমিটির সহায়তায় ঐ অনুবাদে কিছু টীকা ও মন্তব্য সংযোজন করেছেন। তারা উপরোল্লিখিত শ্লোকের ১ম শব্দ 'আত্মা' শব্দের টীকায় মথি লিখিত সুসমাচারের ৭ ঃ ১৫ এর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, মিথ্যা নবীর মিথ্যা আত্মা। সুতরাং যোহনের সুসমাচার অনুযায়ী হোলি স্পিরিট হলো হোলি প্রফেট। আর সে হোলি প্রফেট হলেন, আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)।

www.amarboi.org

*** একটি যথার্থ প্রমাণ**

সেন্ট যোহন সত্য থেকে মিথ্যাকে পার্থক্য করার ব্যাপারে আমাদেরকে হাওয়ায় ছেড়ে দেননি। তিনি সত্য নবীকে চেনার জন্য আমাদেরকে একটি রাসায়নিক পরীক্ষা বাতলিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

"ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার ; যে কোন আত্মা যীশু খ্রীস্টকে মাংসে আগত বলিয়া স্বীকার করে, সে ঈশ্বর হইতে।"

–১ যোহন ৪ ঃ ২

এ শ্লোকে যোহনের নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুসারে নবীর অর্থে আত্মা শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং 'স্পিরিট অব গড' 'ঈশ্বরের আত্মা' বলতে 'আল্লাহর প্রেরিত নবী' এবং 'এভরি স্পিরিট' (যে কোনো আত্মা) বলতে প্রত্যেক নবীকে বুঝায়। হযরত মুহাম্মাদ (স) হযরত ঈসা (আ) সর্ম্পকে কি বলেছেন তা জানার অধিকার আপনাদের আছে। কুরআন মজীদে নাম ধরে হযরত ঈসা (আ)-এর উল্লেখ ২৫বার এসেছে। তাঁকে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে ঃ

ইসা বিন মরিয়াম ঃ মরিয়ম পুত্র ঈসা
আন-নবী ঃ নবী
আস-সালেহীন ঃ সৎকর্মী
কালিমাতুল্লাহ ঃ আল্লাহর বাণী
রুহুল্লা ঃ আল্লাহর রূহ
মাসিহুল্লাহ ঃ আল্লাহর মাসীহ বা খৃষ্ট

আল্লাহ বলেন ঃ

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ○ ال عمرن :٤٥

"স্মরণ করো, যখন ফেরেশতারা বললো, হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে তার এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মাসীহ–মরিয়ম তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫

*** আরেকজন হলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)**

খ. যোহনের ১৪ ঃ ২৬-এ উল্লেখিত 'কমফোর্টার' কখনও 'হোলি ঘোষ্ট' হতে পারে না। কেননা ঈসা (আ) নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

www.amarboi.org

"And I will Pray the father, and he shall give You another Comforter, that he may abide with You for ever."

বাংলা বাইবেলের অনুবাদ ঃ

"আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।"

–যোহন ১৪ ঃ ১৬

এখানে 'Another' 'আর এক' শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ 'আর একজন' মানে অতিরিক্ত একজন, যিনি একই ধরনের হওয়া সত্ত্বেও প্রথমজন থেকে আলাদা। তাহলে প্রথম 'কমফোর্টার' কে ? খৃষ্টান জগত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, তিনি হচ্ছেন বক্তা নিজেই অর্থাৎ ঈসা (আ)। কিন্তু পরে যে আরেকজন কমফোর্টার একই ধরনের আসবেন তিনিও তাঁর মতো ক্ষুৎ-পিপাসা, ক্লান্তি-দুঃখ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হবেন।

কিন্তু এ প্রতিশ্রুত কমফোর্টার 'চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন' এটা কিভাবে হবে ? পৃথিবীতে কেউ অমর নয়। স্বয়ং ঈসা (আ)-ও মরণশীল। তাই আগমনকারী কমফোর্টারও অমর হবেন না। কোনো মানব সন্তানই অমর নয়।

আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط ـ ال عمران : ١٨٥

"প্রত্যেক প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫

শিক্ষার মধ্যে বেঁচে আছেন

মূলত আত্মা মৃত্যুবরণ করে না। কিন্তু মৃত্যুর সময় সে যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন মৃত্যুর স্বাদ পায়। কিন্তু আলোচ্য কমফোর্টার সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি অমর ও চিরঞ্জীব। সকল কমফোর্টারই আমাদের সাথে চিরজীবন আছেন। হযরত মূসা (আ) তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের সাথে চিরদিন আছেন। হযরত ঈসা (আ)-ও তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের সাথে চিরদিন আছেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও অমর শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের কাছে চির জীবিত। কোনো উদ্ভট জিনিসকে যথার্থ বা যুক্তিযুক্ত করার লক্ষ্যে আমার এ প্রয়াস নয়। আমি তা বলছি দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে এবং ঈসা (আ)-এর বক্তব্যের নির্যাস থেকে।

www.amarboi.org

বাইবেলে লূক লিখিত সুসমাচারের ১৬নং অনুচ্ছেদে ঈসা (আ) আমাদের কাছে Rich Man, Poor Man' (বাংলা বাইবেলে–ধনাদি সম্পর্কে যীশুর উপদেশ) গল্পটি বলেছেন। গল্পটি হলো, মৃত্যুর পর তারা উভয়েই নিজেদেরকে বিপরীত অবস্থায় দেখতে পেল। একজন বেহেশতে, আরেকজন দোযখে। ধনী ব্যক্তি (ডাইভস) দোযখ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে ফরিয়াদ করলো তিনি যেন গরীব ভিক্ষুক (ল্যাজারাসকে) পিপাসা নিবারণের জন্য তার কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু যখন তার সকল আর্তনাদ ও ফরিয়াদ ব্যর্থ হলো, তখন সে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বললো, তিনি যেন ভিক্ষুকটিকে দুনিয়ায় তার জীবিত ভাইদের কাছে ফেরত পাঠান। ফলে তারা প্রভুর আসন্ন শাস্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে।

> "কিন্তু তিনি (আব্রাহাম) কহিলেন, তাহারা যদি মোশির ও ভাববাদীগণের কথা না শোনে তবে মৃতগণের মধ্য হইতে কেউ উঠিলেও তাহারা মানিবে না।"–লূক ১৬ ঃ ৩১

ঈসা (আ) এ গল্প বলেন, যিরমীয়, হোশেয়, যাকারিয়া প্রমুখ ইসরাঈলী নবীগণের কয়েক শতাব্দী এবং মূসা (আ)-এর ৩ শত বছর পরে। ঈসা (আ)-এর যুগের ফরিশীরা এবং এখনও আমরা হযরত মূসা ও অন্যান্য নবীদের বাণী শুনতে পাই। এভাবেই তাঁরা আমাদের মাঝে তাদের শিক্ষা দ্বারা চিরজীবিত হয়ে আছেন।

সে কালের তোমরা

যদি একথা বলা হয় যে, বাইবেলে প্রতিশ্রুত কমফোর্টার হলো ঈসা (আ)-এর পরবর্তী শীষ্যরা তাঁর পরবর্তী ছয়শত বছরের লোকেরা নয়। যোহনের সুসমাচারে উল্লেখ আছে ঃ

> "এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।"–যোহন ১৪ ঃ ১৬

আশ্চর্যের বিষয় হলো, খৃস্টানরা 'বিশ্বের সূচনা থেকে[১] প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তা মেনে নেয় কিংবা এক হাজার বছরেরও পরে ইহুদীদের উদ্দেশ্যে পিতরের ২য় ভাষণটি গ্রহণ করতেও তাদের কোনো আপত্তি নেই। পিতর বলেছেন ঃ

---

১. নতুন নিয়ম (Act) প্রেরিত ৩ ঃ ২১।

www.amarboi.org

"For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord Your God raise up unto You of Your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things what soever he shall say unto You.

"মোশি তো 'আমাদের পিতৃ পুরুষদের' বলিয়াছিলেন ঃ প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে আমার সাদৃশ্য ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন।"[৭]–নতুন নিয়ম (Act) প্রেরিত ৩ ঃ ১২

(বাংলা বাইবেলের অনুবাদে 'আমাদের পিতৃ পুরুষদের' অংশটুকু বাদ দেয়া হয়েছে।)

উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত ye, you এবং yours শব্দগুলো ওল্ড টেস্টামেন্টের ২য় বিবরণের ১৮নং অনুচ্ছেদ থেকে নেয়া হয়েছে। এগুলো 'হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য' বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ) তাঁর যুগের ইহুদীদেরকে একথাগুলো বলেছেন, ১৩শ বছর পর পিতরের যুগের ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেননি। সুসমাচারের লেখকগণ হুবহু একই বাণী তাদের প্রভু যীশুর মুখেও তুলে দিয়েছেন এবং গত ২ হাজার বছর ধরে তারা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করছেন। এটা বুঝার জন্য একটা উদহারণই যথেষ্ট ঃ

"আর তাহারা যখন তোমাদিগকে এক নগরে তাড়না করিবে, তখন অন্য নগরে পলায়ন করিও ; কেননা, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের কার্য্য শেষ হইবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র না আইসেন।"–মথি ১০ ঃ ২৩

এখানে মনুষ্যপুত্র বলতে ঈসা (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। নিম্নের আলোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

সূক্ষ্মভাবে মেঘমালা পর্যবেক্ষণ

ঈসা (আ)-এর শিষ্যরা অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়িয়েছেন। তারা ইসরাঈলের এক শহর থেকে আরেক শহরে পালাতেন। তারা প্রত্যেক কালো মেঘের আড়ালে ঈসা (আ)-এর ২য় আগমনের আলোকচ্ছটা খুঁজে বেড়াতেন। খৃস্টান মিশনারীরা এ ভবিষ্যদ্বাণীর অপূর্ণতায় দীর্ঘ এক হাজার বছর যে কেটে গেল তাতে কোনো অসঙ্গতি দেখতে পেল না। মহান প্রভু তাদের আকাঙ্ক্ষিত পারাক্লিত বা কমফোর্টার পাঠানোর ব্যাপারে এক-চতুর্থাংশ সময়ও বিলম্ব না করে 'আহমদ'কে পাঠিয়েছেন যার অপর নাম হলো মুহাম্মাদ বা

www.amarboi.org

প্রশংসিত। এখন খৃস্টানদের কর্তব্য হলো, আল্লাহর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে মেনে নিয়ে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

*** কমফোর্টারের আগমনের শর্ত**

গ. কমফোর্টার অবশ্যই সে হোলি ঘোষ্ট নয়। কেননা, কমফোর্টারের আগমন শর্ত সাপেক্ষ কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা হোলি ঘোষ্টের আগমনের কোনো শর্ত দেখতে পাই না।

যোহনের সুসমাচারে আছে ঃ

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না ; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"–যোহন ১৬ ঃ ৭

এখানে শর্তগুলো হলো, "আমি যদি না যাই, তাহলে তিনি আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তাহলে তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব।"

ঈসা (আ)-এর জন্ম ও তাঁর অন্তর্ধানের আগে-পরে বাইবেলে হোলি ঘোষ্টের আগমন ও প্রত্যাগমনের বহু ঘটনা উল্লেখ আছে। কিন্তু তাতে কোনো শর্ত নেই। আপনি নিজেই বাইবেল থেকে এ সকল উদ্ধৃতির সত্যতা যাঁচাই করতে পারেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

*** হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের আগে**

১. "কারণ সে (বাপ্তাইজক যোহন) প্রভুর সম্মুখে মহান্ হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি শুরা কিছুই পান করিবে না ; আর সে মাতার গবের্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে।"–লূক ১ ঃ ১৫

২. "আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন।"–লূক ১ ঃ ৪১

৩. "তখন তাহার পিতা সখরিয় (যাকারিয়া) পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন।"–লূক ১ ঃ ৬৭

*** যীশুর জন্মের পর**

৪. "আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার (শিমিয়নের) কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল।"–লূক ২ ঃ ২৬

৫. "এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের ন্যায়, তাঁহার (যিশুর) উপরে নামিয়া আসিলেন।"–লূক ৩ ঃ ২২

www.amarboi.org

ঈসা (আ)-এর জন্মের আগে ও পরে হোলি ঘোষ্ট-এর আগমন ও প্রত্যাগমন সম্পর্কে লূকের উপরোক্ত উদ্ধৃতির প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাকে হোলি ঘোষ্ট সম্পর্কিত একজন বিশেষজ্ঞ বলা যায়। আমরা খৃস্টানদেরকে প্রশ্ন করে দেখতে পারি যে, 'কপোতের' ন্যায় হোলি ঘোষ্টের অবতরণের পর তাঁর সাহায্য ছাড়া ঈসা (আ) কার সাহায্যে এতো মোজেযা বা অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করলেন ? স্বয়ং হযরত ঈসা (আ) আমাদেরকে বলে গেছেন, যখন তাঁর স্বগোত্রীয় ইহুদীরা তাঁকে অপবাদ দিলো যে, তিনি শয়তানের সরদার বিলজিবারের সহায়তায় মোজেযা প্রদর্শন করেছেন তখন হযরত ঈসা (আ) বাগ্মীতাসুলভ প্রশ্ন করলেন 'শয়তান কিভাবে শয়তানকে তাড়াবে ?' ইহুদীদের আরো অভিযোগ ছিলো যে, ঈসা (আ)-কে যে পবিত্র আত্মা সাহায্য করে সেটা ছিলো শয়তানী। ইহুদীদের এ উক্তি ছিলো মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তিনি তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন ঃ

"পবিত্র আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে না।"–মথি ১২ ঃ ৩১

মথি ঈসা (আ)-এর ৩টি বাণীর বরাত দিয়ে হোলি ঘোষ্ট সম্পর্কে যা বলেছেন তাতেই হোলি ঘোষ্ট সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

"কিন্তু আমি (যীশু) যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।"–মথি ১২ ঃ ২৮

মথির এ বক্তব্য অন্য একজন সুসমাচার লেখকের বক্তব্যের সাথে তুলনীয়ঃ

"কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলী দ্বারা ভূত ছাড়াই তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।"–লূক ১১ ঃ ২০

(ক) 'ঈশ্বরের অঙ্গুলী' (খ) 'ঈশ্বরের আত্মা' এবং (গ) 'হোলি ঘোষ্ট' এ তিনটি জিনিস যে একই অর্থবোধক তা বুঝার জন্য বাইবেল বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। হযরত ঈসা (আ)-এর কাজে হোলি ঘোষ্টই তাঁকে সাহায্য করেছিল। হোলি ঘোষ্ট তাঁর শিষ্যদের ধর্ম প্রচার এবং রোগ-ব্যধি আরোগেও সহায়তা করেছিল। এতো কিছুর পরেও যদি কারো মনে হোলি ঘোষ্ট সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে তিনি যেন নিম্নের উদ্ধৃতিটি পড়েন ঃ

ফাঁকা প্রতিশ্রুতি নয়

"পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে পাঠাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর।"–যোহন ২০ ঃ ২১-২২

www.amarboi.org

হযরত ঈসা (আ)-এর এ প্রতিশ্রুতি ফাঁকা নয়। তাঁর শিষ্যরা অবশ্যই হোলি ঘোষ্টের সহায়তা পেয়েছেন। হোলি ঘোষ্ট বা পবিত্র আত্মা যদি (১) বাপ্তাইজক যোহন (২) ইলিশাবেৎ (৩) সখারিয় (৪) শিমিয়ন (৫) যীশু এবং (৬) যীশুর শিষ্যদের সাথে থেকে থাকেন, তাহলে হোলি ঘোষ্ট কমফোর্টার হতেই পারেন না। বরং ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি তখন একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে ; "আমি যদি না যাই তবে সেই কমফোর্টার তোমাদের কাছে আসিবে না।" সুতরাং বুঝা গেল যে, কমফোর্টার বা পারাক্লিত হোলি ঘোষ্ট নয়, বরং দুটো পৃথক সত্ত্বা।

ফেরাউনের দেশ মিসরের কায়রো বিমান বন্দরে সে কপটিক খৃস্টান মহিলাকে যোহনের ১৬ ঃ ৭ শ্লোকটি আরবী ভাষায় শুনিয়ে দিয়ে আমি খুব আনন্দ ও শিহরণ অনুভব করেছিলাম। যখন কোনো স্থানীয় লোকজনের সাথে তাদের ভাষায় বাইবেলের যুক্তি-তর্কের অবতারণা করি তখন আমি খুবই আনন্দ অনুভব করি। আমি ইতিমধ্যেই ডজনখানেক ভাষা রপ্ত করেছি। আমরা কি ইসলামের সেবার জন্য একাধিক ভাষা শিখে উপরোক্ত বাণী প্রচার করবো না?

আফ্রিকান ঃ এক অনুপম ভাষা

আমি যে সকল ভাষা শিখেছি তার মধ্যে আফ্রিকান ভাষার বাইবেলটি শিখে আমি খুব আনন্দ ও ফায়দা পেয়েছি। এটা দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতাসীন বর্ণের ভাষা এবং বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ভাষা। এটি এক অনুপম ভাষা, যদিও সকল ভাষাই অনন্য ও অনুপম। আফ্রিকান ভাষা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। আর এটা দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের মাতৃভাষা যারা খৃস্টানদের দ্বারা যুদ্ধবন্দী বা দাস হিসেবে এখানে এসেছিল এবং তারা ছিল পরিস্থিতির শিকার।

আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এটি এমন এক অসাধারণ ভাষা যে, তাঁরা 'হাঁ' শব্দ বুঝতে চারবার 'না' শব্দ ব্যবহার করে। এ ভাষায় কমফোর্টারের অনুবাদ 'ট্রিষ্টার' বর্তমানে 'ভুরস্প্রাকি' শব্দ দ্বারা অনুবাদ করা হয়। যাক এ ভুরস্প্রাকির আগমনের জন্য হযরত ঈসা (আ)-এর অন্তর্ধান একান্তই জরুরী ছিল। এ ভাষার বাইবেলের শ্লোকগুলো আমার ধর্মীয় দিক ছাড়া আরো বহু দরজা যেমন খুলে দিয়েছে, তেমনি 'কমফোর্টার' যে 'হোলি ঘোষ্ট' এ ধারণাও চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে।

শিষ্যরা যথোপযুক্ত ছিলেন না

আমরা এখন 'যীশুর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী কে ?' এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য যোহনের ১৬শ অধ্যায় (বাইবেলের নতুন নিয়ম) থেকে চারটি ব্যাপক ও সিদ্ধান্তকর বাণী তুলে ধরবো। যীশু সত্যিই বলেছিলেন ঃ

www.amarboi.org

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না।"–যোহন ঃ ১৬ ঃ ১২

উপরোল্লিখিত 'আরও অনেক কথার সাথে আমরা পরে উদ্ধৃত 'তিনি তোমাদেরকে সকল সত্যে নিয়ে যাবেন' বাণীটি মিলিয়ে আলোচনা করবো। আসুন, আমরা এ মুহূর্তে 'কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না' এ বাণীটি নিয়ে আলোচনা করি।

একঘেঁয়েমী হলেও 'তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না' এ বাণীটি বাইবেলের নতুন নিয়মে বহুবার বর্ণিত হয়েছে।

"তিনি (যীশু) তাহাদিগকে কহিলেন, হে অল্প বিশ্বাসীরা কেন ভীরু হও?"–মথি ১৪ ঃ ৩১

"আর (যীশু) তাঁহাকে (পিতরকে) কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করিলে?"–মথি ১৪ ঃ ৩১

"তাহা বুঝিয়া যীশু কহিলেন, হে অল্প বিশ্বাসীরা তোমাদের রুটী নাই বলিয়া কেন পরস্পর তর্ক করিতেছ?"–মথি ১৬ ঃ ৮

"তিনি (যীশু) তাহাদিগকে (শিষ্যদেরকে) কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?"–লূক ৮ ঃ ২৫

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যীশুর এ ভর্ৎসনা ইহুদীদের দোদুল্যমান মনোভাবের কারণে অভিযোগ আকারে উচ্চারিত হয়নি, বরং তিনি নিজের নির্বাচিত শিষ্যদেরকেই এসব কথা বলেছেন। তিনি শিষ্যদেরকে বুঝানোর জন্য ছোট হয়ে যেতেন। কিন্তু পরে তাদের অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে আর্তনাদ করতেন ঃ

"তিনি (যীশু) কহিলেন, তোমরা কি এখন পর্য্যন্ত অবোধ রহিয়াছ।"
–মথি ১৫ ঃ ১৬

কখনও কখনও যীশু ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে শিষ্যদেরকে তিরস্কার করতেন ঃ

"হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, কত কাল আমি তোমাদের নিকট থাকিব ও তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব?"–লূক ৯ ঃ ৪১

নিজ পরিবারের লোকেরা যীশুকে পাগল মনে করতো

ঈসা (আ) যদি ইহুদীর পরিবর্তে জাপানী হতেন, তাহলে আনন্দের সাথে সম্মানজনক 'হারাকিরি' (আত্মহত্যা) করতে দ্বিধা করতেন না। দুঃখজনক বিষয়

www.amarboi.org

হলো, আল্লাহর নবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে হতভাগ্য। তাঁর পরিবার তাঁকে এতোই অবিশ্বাস করতো যে, 'তাহার ভ্রাতারাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না।' (যোহন ৭ ঃ ৫) এমন কি তারা তাকে পাগল মনে করে আটক করার জন্য খুঁজতে শুরু করলো। এ মর্মে নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"ইহা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া লইতে বাহির হইল, কেননা তাহারা বলিল, সে হতজ্ঞান হইয়াছে।"–মার্ক ৩ ঃ ২১

এসব বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়রা কারা যারা হযরত ঈসা (আ)-এর সুস্থতার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েছিল ? প্রায়ত রেবারেণ্ড জে. আর. ডাম্মেলো এম. এ তার এক খণ্ডে সমাপ্ত বাইবেলে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ৭২৬ পৃষ্ঠায় ৩১নং বাণীতে লিখেছেন (যা উপরোল্লিখিত বাণীর ১০ বাণী পরে বর্ণিত হয়েছে) ঃ

"এরা তাঁর মা এবং ভ্রাতা ছিল। তার পরিজনেরাই বলেছিল, তিনি পাগল হয়েছেন, ইহুদী পণ্ডিতেরা বলে, তিনি (যীশু) স্বয়ং ভূত-আক্রান্ত হয়েছেন। তাই বলে তাঁর পরিবারের লোকেরা যে ইহুদী পণ্ডিতদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিলেন, তা নয়। তারা ভাবতে শুরু করলেন যে, তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে ধরে আটক রাখা উচিত।"

ঈসা (আ) আপন জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

এটাই যদি ঈসা (আ)-এর প্রতি তাঁর নিকটাত্মীয়দের রায় হয়ে থাকে তাহলে তাঁর এতো সুন্দর প্রচার ও জোরদার মোজেযার পরও স্বজাতি ইহুদীদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে ? এ প্রসঙ্গে তাঁর শিষ্যরা বলেছেন ঃ

যোহন বলেন ঃ "তিনি নিজ অধিকারে আসিলেন, [ইংরেজী বাইবেলে, তিনি নিজেদের (ইহুদীদের) মধ্যে আসিলেন] আর যাহারা তাহার (ইহুদীরা) তাহাকে গ্রহণ করিল না।"–যোহন ১ ঃ ১১

সত্যিকার অর্থে, তাঁর নিজ জাতি ইহুদীরাই তাঁকে উপহাস ও বিদ্রূপ করতো এবং তাকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। শেষ পর্যন্ত স্বজাতি তথা ইহুদীরাই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার উদ্যোগ নিলো।[১]

দীর্ঘ দু হাজার বছর ব্যাপী খৃস্টানদের উপর ইহুদীদের অত্যাচার-নিপীড়ন এবং বর্তমান যুগে ইহুদীদের প্রতি খৃস্টানদের বিমুগ্ধ ভালোবাসা ও তাদের বিবেক ও মন জয় করার অব্যাহত চেষ্টা সত্ত্বেও ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে

১. এ ব্যাপারে গ্রন্থকারের লেখা Crucifixion or Cruci fiction বইটি দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

তাদের ত্রাণকর্তা ও উদ্ধারকারী হিসেবে মেনে নেয়নি, প্রভু হিসেবে মেনে নেয়া তো সুদূর পরাহত। তাদের সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনাই এর একমাত্র কারণ। তারা বলে ঃ

"এক ইহুদী আরেক ইহুদীকে God (প্রভু) হিসেবে মানতে পারে না।"

এ বিষয়ে একমাত্র ইসলামের মধ্যেই রয়েছে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানের সহাবস্থানের সুযোগ। এ তিন সম্প্রদায়ের লোকই তাঁকে আল্লাহর একজন শক্তিশালী নবী হিসেবে বিশ্বাস করে, প্রভু কিংবা প্রভুর সন্তান হিসেবে নয়। ইসলামে এটাই হলো সামঞ্জস্যের ভিত্তি।

শিষ্যরাও তাঁকে ত্যাগ করলো

হযরত ঈসা (আ) যে বারজন শিষ্যকে নির্বাচন করেছিলেন এবং মার্কের ভাষায় তিনি তাদেরকে 'মাতা ও ভ্রাতা' (মার্ক ৩ ঃ ৩৪) হিসেবেও অখ্যায়িত করেছিলেন, তাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল ? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক মোমেরি। তিনি বলেন ঃ

"তাঁর শিষ্যরা তাঁকে এবং তাঁর কাজকে ভুল বুঝেছে। তারা চাইতো তিনি যেন স্বর্গ থেকে আগুন বর্ষাণ, তিনি যেন নিজেকে ইহুদীদের রাজা ঘোষণা করেন এবং তারা তাঁর রাজত্বে ডান হাত ও বাম হাত হিসেবে কাজ করবেন। তারা আরো চাইতো যে, তিনি যেন ঈশ্বরকে দেখান এবং চর্মচক্ষেই তারা যেন তাকে দেখতে পায়। তারা তাঁকে দিয়ে এমন সকল কাজ করাতে চাইতো যা তাঁর মহান পরিকল্পনার সাথে ছিল সঙ্গতিবিহীন। এভাবেই শিষ্যরা অন্তর্ধানের আগ পর্যন্ত তাঁর সাথে এরূপ আচরণ করেছে। যখন ঈসা (আ)-এর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তারা তাঁকে পরিত্যাগ করলো এবং পালিয়ে গেল।"–দি স্পিরিট অব ইসলাম–সৈয়দ আমীর আলী

এটা খুবই দুর্ভাগ্য যে, শিষ্য নির্বাচনের সময় যীশু পসন্দসই লোক পাননি। তারা তাঁকে এতো অবমাননা করেছে যা ইতিপূর্বেকার আর কোনো নবীর ভক্ত সাথীরা করেনি। এটা অবশ্য ঈসা (আ)-এর ত্রুটি নয়। তিনি নিজের এ করুণ অবস্থার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন ঃ (তাদের) 'আত্মা ইচ্ছুক বটে ঃ মাংস দুর্বল।'–মথি ২৬ ঃ ৪১

সত্যিকার বলতে কি, তাঁর এর দুর্বল শিষ্যদের দ্বারা নতুন করে মানুষ গড়ার কাজ সম্ভব ছিলো না। তাই তিনি সে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেছেন তাঁর যথার্থ উত্তরাধিকারীর হাতে যাকে তিনি 'সত্যের আত্মা' হিসেবে আখ্যায়িত করে গেছেন। আর সেটাই হলো, সত্য ও ন্যায়পরায়ণ নবী।

www.amarboi.org

'আত্মা' ও 'নবী' একই অর্থবোধক

বাইবেলে বর্ণিত আছে ঃ

"তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ;–যোহন ১৬ ঃ ১৩

ইতিপূর্বে এ বইতে, ১–যোহন ৪ ঃ ১ বাণীর উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, বাইবেল 'আত্মা' এবং 'নবী' সমার্থক বা প্রতিশব্দ।

সুতরাং এখানে 'সত্যের আত্মা' বলতে 'সত্যের নবীকেই' বুঝায়, যিনি হবেন কেবল সত্য এবং একমাত্র সত্য দ্বারাই বিভূষিত। তিনি এমন সম্মান ও মর্যাদা এবং কঠোর শ্রম দ্বারা জীবন অতিবাহিত করবেন যাকে স্বজাতির মূর্তির পূজারীরা ও আস-সাদেক, (সত্যবাদী) এবং আল-আমীন, (বিশ্বাসী), সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করবে। মূলত তিনি এমন সত্যবাদী যে, যিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি। তাঁর জীবন, ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা তিনি যে সত্যি সত্যিই নবী, সত্যের মূর্তপ্রতীক এবং সত্যের আত্মা তা নিখুঁতভাবে প্রমাণ করেছে।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ণ পথ নির্দেশ

অনেক এবং সব

পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা এখন যোহন ১৬ অনুচ্ছেদের ১২ ও ১৩নং বাণী দুটোকে যুক্ত করে আলোচনা করবো। ১২নং বাণীতে বলা হয়েছে, "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরো অনেক কথা আছে।"

১৩নং শ্লোকটি হলো ঃ

"তিনি পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।"

এরপরও যদি কোনো খৃস্টান জেদ ধরে বলে, 'সত্যের আত্মা' সম্পর্কিত এ ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা 'হোলি ঘোষ্টকে'ই বুঝানো হয়েছে। তখন তাকে এ প্রশ্নটি করবেন, Many বা অনেক শব্দের অর্থ একের অধিক কিনা ; এবং উপরে উদ্ধৃত All বা সমস্ত বলতে 'সব' বুঝায় কিনা ? যদি আপনি তার কাছ থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বগ্রস্ত 'হাঁ' সূচক জবাব পান, তাহলে তার সাথে কথা বন্ধ করে দিন। এমন বোকার সাথে কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু দ্বিধামুক্ত 'হাঁ' সূচক জবাব পেলে তার সাথে আলাপ চালিয়ে যেতে পারেন।

উপরোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে দেখা যায় যে, ঈসা (আ) বহু সমস্যার সমাধানের বিষয়ে কথা বলেননি। এমনকি সমস্ত সত্যে পৌছানোর জন্য মানুষের করণীয় সম্পর্কেও কিছু বলে যাননি। মানব জাতি আজ বহু সমস্যার সম্মুখীন, যার সমাধান কাম্য। খৃস্টানদেরকে জিজ্ঞেস করুন, গত দু হাজার বছরে 'হোলি ঘোষ্ট' কি কাউকে একটি নতুন সমাধান দিয়েছে যা হযরত ঈসা (আ) তাঁর বক্তব্যে বলেননি ? আমি অনেক সমাধান চাই না, চাই হোলি ঘোষ্টের একটি মাত্র সমাধান।

হোলি ঘোষ্ট-এর নেই কোনো সমাধান

বিশ্বাস করুন, গত ৪০ বছরে কোনো খৃস্টানের কাছে হোলি ঘোষ্টের দেয়া একটি সমাধানও খুঁজে পাইনি। অথচ যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীতে রয়েছে, সেই কমফোর্টার 'পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।' যদি ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'সত্যের আত্মা' দ্বারা 'হোলি ঘোষ্ট'কে বুঝায় তাহলে, প্রত্যেকে গীর্জা, খৃস্টান সম্প্রদায় এবং Born again (পুনর্জন্মগ্রহণকারী) নামে পরিচিত প্রত্যেক খৃস্টানের 'হোলি ঘোষ্ট'-এর সে উপহার তথা সমাধান পাওয়ার কথা। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দাবি

www.amarboi.org

হলো, হোলি ঘোষ্টের তথাকথিত বাস যেহেতু তাদের মধ্যে, তাই তাদের কাছেই সমস্ত সত্য রয়েছে। বৃটিশ গীর্জারও একই দাবি। তাছাড়াও আরো যারা সমস্ত সত্যের দাবি করেন তারা হলেন মেথোডিষ্ট খৃস্টান, যোহেভাজ উইটনেস, দি সেভেনথ ডে এডভেনটিষ্ট, ব্যাপ্টিষ্ট ও ক্রিষ্টাডেলফিয়ানস নামক প্রভৃতি সম্প্রদায়। 'Born again' খৃস্টান সম্প্রদায়ের দাবি হলো, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই তাদের সদস্য সংখ্যা ৭০ মিলিয়নের উপর।

হোলি ঘোষ্টের এ সকল বংশাবদদের কাছে আমাদের জানার অধিকার আছে। তারা যেন হোলি ঘোষ্টের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান বাতলে দেন ঃ

১. মদ ২. জুয়া ৩. ভাগ্য গণনা ৪. মূর্তি পূজা ৫. বর্ণবাদ ৬. নারীর সংখ্যাধিক্য সমস্যা ইত্যাদি।

মদ সমস্যা

মদ এক মারাত্মক সমস্যা। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে ৩০ মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে ৪ মিলিয়ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হলো শ্বেতাঙ্গ। আবার তাদের মধ্যে মদখোরের সংখ্যা তিন লাখেরও বেশি। প্রতিবেশি জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কাউণ্ডা তাদেরকে (ড্রাং কার্ড) মদ্যপ আখ্যায়িত করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মিশ্রণে সৃষ্ট 'কালার্ড' সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপের সংখ্যা অন্য যে কোনো বর্ণের লোকদের তুলনায় ৫ গুণ বেশি। ভারতীয় ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের মধ্যে মদ্যপের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুখোর আলোচক ও বিশিষ্ট পাদ্রী জিম্মি সোয়াগার্ট তার 'এলকোহল' নামক বইতে লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে মদাসক্তের সংখ্যা প্রায় ১১ মিলিয়ন। মার্কিনীরা এদেরকে 'প্রোবলেম ড্রিংকার্স' তথা হালকা মদ্যপ বলে। আর ভারী ও মারাত্মক মদ্যপের সংখ্যা হলো ৪৪ মিলিয়ন। জিম্মি সোয়াগার্ট একজন ভাল মুসলমানের মতোই তার বইতে মন্তব্য করেছেন, এ দু শ্রেণীর মদখোরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তার মতে, উভয় দলই মদখোর বা মাদকাসক্ত। মাদকতার ক্ষতি সার্বজনীন। তা সত্ত্বেও হোলি ঘোষ্ট এ পর্যন্ত মদের সর্বনাশা ক্ষতির বিরুদ্ধে খৃস্টান গীর্জা ও সম্প্রদায়ের কাছে কোনো ঘোষণা জারী করেনি। বাইবেলের তিনটি দুর্বল ওজরের অজুহাতে খৃস্টান সমাজ মাদকাসক্তির ব্যাপারে 'ধরি মাছ না ছুই পানি'র ভান করে। এর মধ্যে একটি অজুহাত হলো ঃ

www.amarboi.org

(ক) "মৃতকল্প ব্যক্তিকে সুরা দেও,
তিক্তপ্রাণ লোককে দ্রাক্ষারস (মদ) দেও ;
সে পান করিয়া দৈন্যদশা ভুলিয়া যাউক,
আপন দুর্দ্দশা আর মনে না করুক।"
(বাইবেল পুরাতন নিয়ম-হিতোপদেশ–৩১ ঃ ৬-৭)
অর্থাৎ এখানে মদ পানের পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়)

সবাই একমত হবেন যে, এটা অধীনস্থ লোকদেরকে দাসত্বের নিগড়ে বাঁধার এক চমৎকার দর্শন। (অর্থাৎ খোঁড়া যুক্তি)

ঈসা (আ)-এর সর্বপ্রথম মোজেযা

(খ) আরেকটি অজুহাত হলো ঃ

মদ্যপরা বলে থাকে, ঈসা (আ) আনন্দ-বিধ্বংসী লোক ছিলেন না। বাইবেলে বর্ণিত তাঁর প্রথম মোজেযায় উল্লেখ আছে যে, তিনি পানিকে মদে পরিণত করেন। যেমন ঃ

"যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, ঐ সকল জালায় জল পূর। তাহারা সেগুলি কাণায় কাণায় পূর্ণ করিল। পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এখন উহা হইতে কিছু তুলিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও। তাহারা লইয়া গেল। ভোজাধ্যক্ষ যখন সেই জল, যাহা দ্রাক্ষারস (মদ) হইয়া গিয়াছিল, আস্বাদন করিলেন, আর তাহা কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিতেন না–.... কহিলেন, ... তুমি (কেন) উত্তম দ্রাক্ষারস এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছ?"–নতুন নিয়ম, যোহন ২ ঃ ৭-১০

বর্ণিত এ মোজেযার পর খৃস্টান সমাজে মদের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে।

মার্জিত উপদেশ

(গ) অন্য আরেকটি অজুহাত হলো, সেন্টপল, যিনি যীশু খৃস্টের স্বঘোষিত ১৩শ শিষ্য এবং যিনি মূলত খৃস্টান ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, তীমথীয় নামে তাঁর এক আশ্রিত ব্যক্তি ছিল, তার বাপ ছিল গ্রীক এবং মা ছিল ইহুদী। সেন্টপল তাকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার সময় মার্জিত উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

"এখন অবধি কেবল জল পান করিও না, কিন্তু তোমার উদরের জন্য ও তোমার বার বার অসুখ হয় বলিয়া কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস (মদ) ব্যবহার করিও।"–নতুন নিয়ম–১ তীমথিয় ৫ ঃ ২৩

www.amarboi.org

ঈশ্বরের নির্ভুল নির্দেশ মনে করে খৃস্টানরা উত্তেজক ও উদ্দীপক পানীয় শুরা পান করার ব্যাপারে বাইবেলের বাণীকে মেনে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, হোলি ঘোষ্ট বাইবেলের গ্রন্থকারকে এ সকল বিপজ্জনক উপদেশ রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছে। রেভারেণ্ড ডাম্মিলো এ বক্তব্যের বিশ্লেষণে কিছুটা দুর্বলতা প্রকাশ করে বলেছেন ঃ "এটা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, শরীরের জন্য মদ জাতীয় উত্তেজক পানীয়ের প্রয়োজন বিধায় মার্জিত ও পরিমিত মদ পানের অধিকার রয়েছে।"

বর্জনই একমাত্র উত্তর

হাজার হাজার খৃস্টান পাদ্রী গীর্জার ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোলি কমিউন উপলক্ষে কম উত্তেজক শুরায় মার্জিত পরিমাণে চুমুক দিতে দিতে পরবর্তীতে পুরো মদখোরে পরিণত হয়ে গেছে। গোটা বিশ্বে ইসলমাই একমাত্র দীন যা মাদক ও নেশা জাতীয় সকল পানীয়কে সম্পূর্ণরূপে হারাম করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, "মাদকতা ও নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যের বেশি পরিমাণ যেমন হারাম, তেমনি কম পরিমাণও হারাম।" ইসলামে সামান্যতম কোনো গোঁজামিল নেই। পবিত্র কুরআনের অপর পরিচয় হচ্ছে সত্য কিতাব। সে সত্যগ্রন্থ কঠোর ভাষায় শুধু মাদক দ্রব্য নয় বরং জুয়া, ভাগ্য গণনা এবং মূর্তিপূজাকেও নিষিদ্ধ করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ আদেশ দেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ ـ المائدة : ٩٠

"হে মু'মিনগণ নিসন্দেহে মদ, জুয়া, মূর্তি ও তীরের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা হলো শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো সম্পূর্ণ বর্জন করো। যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৯০

এ আয়াত নাযিলের সাথে সাথে মদীনার রাস্তায় রাস্তায় মদের পিপাগুলোকে ঢেলে খালি করা হয় যা আর কোনোদিন ভরা হয়নি। শুধুমাত্র একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আদেশ মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বে মদ বর্জিত বৃহত্তম সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে।

মদ নিষিদ্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, সত্যের সে আত্মা হযরত মুহাম্মাদ (স) একটি মাত্র আয়াত দিয়ে মদকে নিষিদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু আজকের সর্বাধিক শক্তিশালী দেশ আমেরিকা যা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীদের দেশ হিসেবে বিবেচিত

www.amarboi.org

ও সরকারী অর্থানুকূল্য এবং শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের সহযোগিতা সত্ত্বেও মদকে কেন নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে ?

মদ নিষিদ্ধ করার লক্ষে আইন তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্রকে কে বাধা দিচ্ছে ? কোনো আরব দেশ কি এ শক্তিধর দেশটিকে এ বলে হুমকি দিয়েছে যে, তোমরা যদি মদ বেআইনী না করো তাহলে আমরা তোমাদেরকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেব ? অথচ বিংশ শতাব্দীতে আরবদের এ তেল সম্পদই এমন এক অস্ত্র যা আনায়াসে মদ নিষিদ্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতো।

আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সচেতনতা এবং গবেষণা ও জরিপের পরিসংখ্যানের ফলাফলের দাবি হচ্ছে, সকল মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তাদের ব্যর্থতার কারণ এ নয় যে, যারা আইন প্রণয়নকারী কংগ্রেস সদস্যদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে তারা হলো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খৃস্টান। সে কারণে তারা বাইবেলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে মদকে বেআইনী করে না। এটা ঠিক যে, মস্তিষ্ক প্রসূত ধ্যান-ধারণা কেবল চিন্তা ও চেতনাকেই নাড়া দিতে পারে। কিন্তু যে চিন্তাধারা অন্তর ও মন থেকে আসে তা হৃদয়-মনকে নাড়া দিতে সক্ষম। উপরে উদ্ধৃত মদ নিষিদ্ধকারী আয়াতটির রয়েছে মনের মধ্যে পরিবর্তনের বিরাট ক্ষমতা। কুরআনের সেই শক্তির উৎস সম্পর্কে এখন আমরা মনীষী টমাস কার্লাইলের মন্তব্য উল্লেখ করবো। তিনি বলেছেন ঃ "যদি কোনো বই হৃদয় মন থেকে আসে, তাহলে তা অন্যের অন্তরেও পৌছতে পারে। হোকনা তাতে সকল শিল্প নৈপুণ্য ও গ্রন্থকারসুলভ কৌশলের স্বল্পতা যে কেউ বলতে পারে যে, কুরআনের প্রথম গুণ হচ্ছে যথার্থতা এবং তাহলো একটি সত্য-সঠিক গ্রন্থ।"

উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎস

সকল সুন্দর চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, শব্দ ও প্রকাশভঙ্গী যতোই নিপুণ হোকনা কেন, তা যদি উচ্চমানের আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব দ্বারা না হয়, তাহলে তা ঘন্টা ধ্বনি আওয়াজ কিংবা করতলের ঝনঝনানীর মতোই টুংটাং বাজতে থাকবে, পূর্ণ বাস্তবায়িত হবে না। যীশুর মতে সে ধরনের উচ্চমানের আধ্যাত্মিকতা আসে "রোযা ও নামাযের মাধ্যমে।"–মথি ১৭ ঃ ২১

হযরত মুহাম্মাদ (স) যা প্রচার করতেন তা নিজে আমল করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি তাঁর প্রিয় পত্নী হযরত আয়েশার কাছে তাঁর স্বামীর

www.amarboi.org

জীবন যাত্রার ধরন সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি উত্তরে বলেন, 'তিনি ছিলেন বাস্তব কুরআন।' অর্থাৎ তিনি ছিলেন, চলন্ত কুরআন, জীবন্ত কুরআন।

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আমীর আলী বলেন, "যদি এ নর-নারী, আদর্শ ও বুদ্ধিমান লোকেরা গ্যালিলির জেলেদের চাইতে কম শিক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে তারা দেখে থাকবে যে, এ মহান শিক্ষকের জীবনে সামান্যতম পার্থিবতা, বঞ্চনা এবং বিশ্বাসের অভাব ছিলো না। নৈতিকতার পুনর্জীবন এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আন্দোলন মুহূর্তের মধ্যেই সেগুলোকে ধূলিসাত করে দিতে পেরেছে।"–স্পিরিট অব ইসলাম

সমালোচকের চোখেই বীর

যদি বলা হয় যে, উপরোক্ত মন্তব্য হলো কোনো প্রিয়জনের জন্য তার ভক্তের অনুরাগ, তাহলে আসুন, আমরা 'বীর নবী' সম্পর্কে একজন সহানুভূতিশীল খৃস্টান সমালোচকের ধারণা শুনি। তিনি বলেন ঃ

"একজন গরীব, কঠোর পরিশ্রমী, স্বল্প আয় সম্পন্ন লোক যিনি সাধারণ মানুষ কি করছে না করছে সে ব্যাপারে উদাসীন, তিনি মন্দ লোক নন, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমাকে ভালো বলতেই হবে। ক্ষুধা-দারিদ্রের মধ্যে থেকেও তিনি ভালোই ছিলেন। যদি তাই না হতো, তাহলে এ বন্য আরবেরা দীর্ঘ ২৩ বছর তাঁর সাথে না যুদ্ধ করতো, আর না তাকে শ্রদ্ধা করতো।

আপনি বলবেন যে, ঐ লোকগুলো কেন তাঁকে নবী বলে থাকে ? এর উত্তরে বলা যায় যে, তিনি তাদের সাথেই উঠা-বসা করেছেন এবং খালি হাতেই তা করেছেন। তাঁর পবিত্র মসজিদে তথা উপাসনাস্থলে কোনো রহস্য ছিলো না। তিনি ছিন্নবস্ত্র পরিধান করতেন, নিজ হাতে নিজের জুতা সেলাই করতেন, তাদের মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করেছেন, উপদেশ দিতেন, আদেশ করতেন, তিনি কি ধরনের লোক ছিলেন তারা তা ভালোভাবেই দেখেছিল। আপনি তার সম্পর্কে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন। কিন্তু যিনি তালি দেয়া কাপড় পরতেন এবং দীর্ঘ তেইশ বছর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। অথচ বিশ্বের কোনো রাজা-বাদশাহও এ লোকটির মতো এতো আনুগত্য অর্জন করতে পারেনি। আর এ সকল কারণেই আমি তাঁর মধ্যে যথার্থ বীরের গুণাবলী খুঁজে পেয়েছি।"–টমাস কার্লাইল–হিরো এণ্ড হিরো ওয়ার্শিপ, পৃষ্ঠা–৯৩

বর্ণবাদ সমস্যা

হযরত ঈসা (আ) বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

"তখন তিনি (সত্যের আত্মা) পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।"–যোহন ১৬ ঃ ৩

নিয়ম-নীতি ছাড়া নয়

যে কোনো ধর্মের অনুসারীই প্রভুর পিতৃত্ব এবং মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বড় বড় কথা বলতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ সুন্দর ধারণাটি কি করে বাস্তবায়ন করা যায়? মানবজাতিকে একটি একক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে কিভাবে আনা যায়? আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য একজন মুসলমানকে দৈনিক ৫বার মসজিদে নামাযের জন্য হাজির হতে হয়। প্রতিদিন নামাযে সাদা-কালো, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল জাতির লোকেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। সম্ভব হলে, আপনি আপনার অমুসলিম বন্ধুকে মসজিদে নিয়ে এ পরিবেশ দেখাতে পারেন। যদি তাতে আপনার লজ্জা লাগে তাহলে নামাযের উপর তৈরি ভিডিও ফিল্ম তাদেরকে দেখান। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে জুমার নামাযে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত লোকেরা জামে মসজিদে বৃহত্তর পরিবেশে এক কাতারে নামায পড়ে। তাছাড়াও প্রতি বছর খোলা আকাশের নীচে বড় মাঠে আরো বৃহত্তর সমাবেশে দুই ঈদের নামায পড়ে এবং সবশেষে জীবনে একবার হলেও কা'বাকে কেন্দ্র করে যে আন্তর্জাতিক হজ্জ সম্মেলন হয় তাতে বৃহত্তম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব নজীর স্থাপিত করে। সেখানে ঈষৎ লাল চুল বিশিষ্ট তুর্কী নাগরিকের পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গ ইথিওপিয়ান, ফর্সা চীনা, শ্যামল ভারতীয়, সাদা আমেরিকান এবং নিগ্রো আফ্রিকানদের সবাই সেলাই বিহীন দু টুকরো সাদা কাপড় পরে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে। অন্য কোনো ধর্মে কি এমন সমতা ও সাম্যের নজীর আছে?

আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে অন্য মানুষের সাথে তার আচরণ ও ব্যবহার। বর্ণ কিংবা অর্থ-সম্পদ নয়। এটাই একমাত্র সত্য-সঠিক ও ভিত্তির উপরই আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (এ বিষয়ে লেখকের 'ফিউচার ওয়ান্ড কনষ্টিটিউশন বইটি দ্রষ্টব্য) তাই বলে একথার অর্থ এ নয় যে, মুসলমানরা সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং বর্ণবাদী ত্রুটিমুক্ত। তবে একথা সত্য যে, বর্তমান বিশ্বের একমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই বর্ণ বৈষম্য সবচেয়ে কম।

নারীর সংখ্যাধিক্যের সমস্যা

প্রকৃতি যেন মানবজাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। মনে হয় প্রকৃতি মানুষের চালাকীর প্রতিশোধ নিচ্ছে। মানবজাতি সমস্যার সমাধানে মহান ও দয়ালু আল্লাহর প্রদত্ত সুন্দর-সুস্থ বাস্তবধর্মী সমাধান পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে আগ্রহী

www.amarboi.org

নয়। এ বিষয়ে বলতে গেলে শুনতে হয়, 'যাও, নিজের চরকায় নিজে তেল দাও।'

এটা একটা গ্রহণযোগ্য সত্য যে, পৃথিবীর সর্বত্র ছেলে ও মেয়ের জন্মহার সমান। কিন্তু শিশু মৃত্যুর হারের বেলায় দেখা যায় ছেলে সন্তানের মৃত্যুর হার মেয়ে সন্তানের তুলনায় বেশি। আশ্চর্যের বিষয়, তারা নাকি দুর্বল-অবলা ? যে কোনো সময়ের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিপত্নীকের সংখ্যা বিধবার চেয়ে বেশি। এমন কি তথাকথিত সভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও নারীর সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন বৃটেনে ৪ মিলিয়ন, জার্মানীতে ৫ মিলিয়ন ও সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নে ৭ মিলিয়ন নারী বেশি। কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে যদি এর কোনো সমাধান করা হতো, তাহলে অন্যান্য দেশগুলোও তাকে অনুসরণ করতো। কিন্তু তা তারা এ পর্যন্ত পারেনি। ভূমণ্ডলের এ সর্বশ্রেষ্ঠ দেশটির নারী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেখে যে কেউ এর সত্যতা যাঁচাই করতে পারে।

আমেরিকা, হে আমেরিকা!

আমরা জানি যে, যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ৭.৮ মিলিয়ন অর্থাৎ ৭ কোটি ৮০ লাখ বেশি। তার মানে এ দাঁড়ায় যে, আমেরিকায় যদি প্রত্যেক পুরুষ বিয়ে করে তারপরও ৭ কোটি ৮০ লাখ মহিলা বাড়তি থেকে যায়। অর্থাৎ এ বিরাট সংখ্যক নারী কোনো স্বামী পাবে না। আমরা এও জানি যে, বিভিন্ন কারণে কোনো কোনো পুরুষ বিয়ে করে না। কেউ কেউ বিভিন্ন অজুহাত দেখায়। কঠোর হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো মহিলা বিয়েতে অমত নয়। আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য হলেও মহিলারা বিয়ে করে থাকে।

কিন্তু আমেরিকায় বাড়তি নারী সমস্যা বেড়েই চলেছে। কারাবন্দীদের ৯৮% হলো পুরুষ। আমেরিকার জনসংখ্যার মধ্যে আড়াই কোটি হলো পুরুষ সমকামী। তারা এটাকে 'গে' বলে। এক সময় এ 'গে' শব্দটির অর্থ ছিল 'সুখী ও আনন্দদায়ক।' ছি. ছি। বর্তমানে তা বিকৃত ও ঘৃণিত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমেরিকায় সবকিছুই খুব বিরাট উপায়ে ঘটে। তারা যা উৎপাদন করে সবই বিরাট ও বিশাল। ঈশ্বর সম্পর্কিত আয়োজন উদ্যোগ যেমন বড়ো তেমনি শয়তানী তৎপরতাও বিরাট ও বিশাল। এখন আমরা এক কালের তুখোড় টেলিভিশন বিশ্লেষক (বর্তমানে পতনোন্মুখ) জিমি সোয়াগার্টের সুগবেষণাপ্রসূত 'সমকামিতা' বই এর প্রতি একটু নজর দেই। তিনি সে বইতে প্রার্থনা করেছেন ঃ

www.amarboi.org

'আমেরিকা ঈশ্বর অবশ্যই তোমার বিচার করবেন। (অর্থাৎ তোমাকে ধ্বংস করবেন) যদি তিনি তোমাদের বিচার না করেন, তাহলে তাকে সাদুম (লূত জাতি) ও ঘোমররাহ-এর সমকামীদের ধ্বংসের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কেননা তারাও আমেরিকানদের মতোই অপ্রাকৃতিক উপায়ে যৌন লালসা পূরণ এবং সমকামিতার দোষেই দুষ্ট হয়ে ধ্বংস হয়েছিল।

নারী সংখ্যাধিক্যের জ্বলন্ত উদাহরণ—নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক শহরে মহিলার সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা ১ মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ লাখ বেশি। এর অর্থ হলো, এ শহরের সকল পুরুষেরা যদি বিয়ে করার সৎসাহস দেখায় তাহলেও ১০ লাখ মহিলার ভাগ্যে কোনো স্বামী মিলবে না। কিন্তু মরার উপর খাঁড়ার ঘা। এ শহরের এক-তৃতীয়াংশ লোক হলো সমকামী বা 'গে'। ইহুদীরা সর্বদাই যে কোনো বিতর্কে উচ্চকণ্ঠ, তারা আজ ইঁদুরের গর্তে শান্তভাবে লুকিয়ে রয়েছে। তাদের ভয় হলো, কিছু বললে যদি গায়ে প্রাচ্যদেশীয়দের মতো সেকেলে বলে সীল লাগে। এ দিকে পুনঃজন্মে (born again) বিশ্বাসী ও নির্বাচনের ভোটার এবং যারা দাবি করে যে হোলি ঘোষ্ট তাদের আস্তানায় অবতীর্ণ হয়েছে সে গীর্জার সদস্যরাও এ বিষয়ে নির্বাক–টু শব্দটি পর্যন্ত করে না।

অন্যদিকে মরমন গীর্জার প্রতিষ্ঠাতা জোশেফ স্মীথ এবং ব্রিগাম ইয়ং ১৮৩০ সনে নতুন প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির দাবি করেন এবং বাড়তি নারীর সংকট সমাধানের লক্ষ্যে বহু বিবাহ প্রথার ব্যাপারে প্রচারণা শুরু করেন। বর্তমানে মরমন সম্প্রদায়ের প্রেরিত পুরুষগণ বহু বিবাহ নামক কুসংস্কার (?) দূর করার মার্কিন সংস্কারের কাছে নতি স্বীকার করে তাদের গীর্জার প্রতিষ্ঠাতাদের বহু বিবাহ সম্পর্কিত নীতি বিসর্জন দিয়েছে। (মরমন গীর্জার লোকদের বিশ্বাস তাদের মধ্যে পয়গম্বরের আগমনের ধারা অব্যাহত আছে) এখন আমেরিকা, ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের বাড়তি মহিলা জনসংখ্যার কি করণীয় ? তাদের এখন ঘরে ঘরে কুকুর পোষা ছাড়া আর কি বা করার আছে (?) (এ বিষয়ে ডঃ আলফ্রেড কিনসের লেখা THE LIFE OF AMERICAN FEMALE এবং JOHNSON-এর সর্বশেষ গবেষণা কর্ম দ্রষ্টব্য)

একমাত্র সমাধান হলো নিয়ন্ত্রিত ও বিধিসম্মত বহু বিবাহ

আল্লাহর কাছ থেকে এ হতভাগা মহিলাদের সমস্যার একমাত্র সমাধান নিয়ে এসেছেন আল-আমীন, সত্যের নবী ও সত্যের আত্মা হযরত মুহাম্মাদ (স)। আল্লাহ বলেন ঃ

www.amarboi.org

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط

"..... সে সব নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভালো লাগে তাদেরকে বিয়ে করো। দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি আশংকা করো যে তাদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে একজন নারীকেই বিয়ে করো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩)

পাশ্চাত্য জগত আজ লক্ষ লক্ষ সমকামী পুরুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। মজার বিষয় হলো, পাশ্চাত্যের পুরুষেরা ডজনে ডজনে রক্ষিতা রাখে, প্রতি বছর জন্ম নেয় বহু জারজ সন্তান।

বাইবেলের তিন জায়গায় 'জারজ সন্তানে'র বিষয়টির উল্লেখ আছে। (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩ ঃ ২ ; সখরীয় ৯ ঃ ৬ এবং ইব্রিয় ১২ ঃ ৮) এ সমস্ত কামাসক্ত ব্যক্তিরা গর্ব করে নিজেদেরকে 'স্টুড' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। গাভী প্রজননের জন্য ব্যবহৃত ষাঁড়কে 'স্টুড' বলা হয়। পাশ্চাত্যে প্রবাদ আছে, "তাকে যৌবন সূলভ কার্যে রত থাকতে দাও, কিন্তু তাকে দায়ী করা যাবে না।" এর অর্থ দাঁড়ায়, সে যা ইচ্ছে যৌন চাহিদা পূরণ করুক, তাতে তার কোনো দোষ নেই।

ইসলাম বলে, মানুষকে তার আনন্দের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। এমন পুরুষের অভাব নেই যে বাড়তি আনন্দ লাভের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে এমন মহিলাও আছে যে তার সতীনদের সাথে স্বামীকে ভাগাভাগি করে নিতে প্রস্তুত। তাদের পথে কেন বাধা সৃষ্টি করা হয় ? আপনি বহু বিবাহের প্রতি ব্যঙ্গ করতে পারেন। কিন্তু বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর নবীদের অনেকেই বহু বিবাহ করেছেন। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, বিজ্ঞ নবী হযরত সোলায়মান (আ)-এর কথা। তাঁর স্ত্রী ও দাসীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, ১ রাজাবলী ১১ ঃ ৩) বহু বিবাহই বর্তমান বাড়তি নারী সমস্যার সুস্থ সমাধান। অথচ মানুষ কামনা-বাসনার এ উগ্র লালসা পূরণের জন্য সমকামিতার মতো অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক পথে পা বাড়ায়। এটা কতোই না মারাত্মক বিকৃতি ! হযরত ঈসা (আ)-এর আমলেও ইহুদীরা তাঁকে এমনভাবে ব্যস্ত সমস্ত রেখেছিল যে, তিনি এটার দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পাননি। তিনি সবার কাছে এ আবেদন রেখে গেছেন ঃ "তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ;–যোহন ১৬ ঃ ১৩

www.amarboi.org

কমফোর্টার অবশ্যই মানুষ হবেন

আমি যদি কমফোর্টার সম্পর্কিত যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীর সবগুলো সর্বনাম তুলে ধরি, তাহলে সবাই এক বাক্যে এবং বিনা দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে, কমফোর্টার অবশ্যই মানুষ, ঘোষ্ট (প্রেত) নয়।

যীশু বলেছেন ঃ

"Hombeit When He the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth :

for He shall not speak of Himself ; but whatsoever He shall hear, that shall He speak : and He will show you things to come.

"পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ, তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা শোনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামীর ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"–(যোহন ১৬ ঃ ১৩)

উপরের ১টি মাত্র বাণীতে ইংরেজী বাইবেলে ৭বার এবং বাংলা বাইবেলে তিনবার 'তিনি' ('He') সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজী বাইবেলে উল্লেখিত সর্বনাম 'He' পুংলিঙ্গ। প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃস্টানদের ৬৬টি পুস্তক সম্মলিত বাইবেল এবং ক্যাথলিকদের ৭৩টি পুস্তক সম্বলিত বাইবেলের আর কোনো বাণীতে ৭টি পুরুষ বাচক সর্বনাম, ৭টি স্ত্রী বাচক সর্বনাম কিংবা ৭টি ক্লিববাচক সর্বনাম সম্বলিত আর কোনো বাণী পাওয়া যাবে না। তাই স্বীকার করতেই হবে যে, সাতটি পুরুষ বাচক সর্বনাম সম্বলিত এ কমফোর্টার অবশ্যই 'ঘোষ্ট' নয়, সেটা 'হোলি' (পবিত্র) হোক বা না হোক। তিনি হবেন পুরুষ বাচক সত্ত্বা অর্থাৎ মানুষ।

অব্যাহত জালিয়াতি

উল্লেখিত ঐ বাণীতে ৭টি সর্বনাম সম্পর্কে খৃস্টান মিশনারীদের সাথে বিতর্কে ভারতীয় মুসলমানরা যখন প্রমাণ করলো যে, এতোগুলো পুরুষ বাচক শব্দ দ্বারা অবশ্যই মানুষ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, 'হোলি ঘোষ্ট' এর নয়, তখন খৃস্টান মিশনারীরা রাতারাতি বাইবেলের উর্দু অনুবাদে উল্লেখিত বাণীর ৭টি পুংলিঙ্গকে 'She' স্ত্রী লিঙ্গে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এর লক্ষ্য হলো, মুসলমানরা আর যেন যীশু খৃস্টের ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে পুরুষ তথা হযরত মুহাম্মদ এর কথা বুঝাতে না পারে। আমি নিজেই উর্দু

www.amarboi.org

বাইবেলে এ জালিয়াতি দেখেছি। স্থানীয় ভাষার বাইবেলগুলোতে খৃস্টানদের এ চালাকী পরিলক্ষিত হয়। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো আফ্রিকান ভাষার বাইবেল।

উপরোল্লিখিত বাণীতে কমফোর্টার শব্দের অনুবাদ করা হয়েছিল ট্রুষ্টার। পরে এটাকে পরিবর্তন করে অনুবাদ করা হয়েছে 'ভূরসপ্রাক' (মধ্যস্থতাকারী)। অর্থের কত বিরাট বিকৃতি। তারা আফ্রিকান ভাষায় 'হোলি ঘোষ্ট' এর অনুবাদ 'ডাই হেলিজ গীজ' পরিভাষাটিকেও বিকৃত করেছে। কোনো বাইবেল পণ্ডিত এ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণে 'হোলি ঘোষ্ট' পরিভাষাটির বিকৃতি ঘটাননি। এমন কি 'যিহোভাস উইটনেস গীর্জা' ঈশ্বরের কাছ থেকে ধর্মীয় বই তথা বাইবেল পাওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও তারা এর বিকৃতি সাধন করেনি। এর মাধ্যমে খৃস্টান মিশনারীরা আল্লাহর বাণীকে কিভাবে বিকৃত করতে পারে তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

নয়টি পুরুষবাচক সর্বনাম

একজন মাত্র লেখক হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মতো শক্তিশালী নবীর ব্যাপারে লিখতে গিয়ে ৯টি পুরুষ বাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন ঃ

> "তাঁর নম্র স্বভাব, তাঁর দৃঢ় আচরণ, তাঁর পবিত্র নিষ্কলুষ জীবন, তাঁর পরিমার্জিত ধর্মভীরুতা, গরীব ও দুর্বলদের প্রতি তাঁর সদা প্রতিজ্ঞ সাহায্য প্রবণতা, সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নে তাঁর মহান সচেতনতা, তাঁর অবিচল সততা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি তাঁর সতর্কতা তাঁকে নিজ জাতির কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদা আল-আমীন বা বিশ্বস্ত পদবীতে ভূষিত করেছিল।"–স্পিরিট অব ইসলাম, সৈয়দ আমীর আলী, পৃষ্ঠা–১৪

আল-আমীন হলো বিশ্বস্ত আস্থাভাজন 'এমন কি সত্যের আত্মা'। (আস-সাদেক) (যোহন, ১৪ ঃ ১৭) সত্য কথা বলা তাঁর চরিত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ, যার ফলে লোকেরা তাঁকে সত্যের বাস্তব প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করতো। ঠিক তেমনি যীশু নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন।" (যোহন ১৪ ঃ ৩) মানে, এসব গুণাবলী আমার মধ্যে বিদ্যমান। আমাকে অনুসরণ করো। "কিন্তু তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।" (যোহন ১৬ ঃ ১৩) তখন তোমরা অবশ্যই তাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু কুসংস্কার এমন যা হৃদয়কে মেরে পাষাণ করে ফেলে। ফলে মানুষ সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না। সুতরাং আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বিশ্বাস করুন, যে সত্যের রশ্মি আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন, তার মাধ্যমে

www.amarboi.org

খৃষ্টানরা তাদের মিশনারী কার্যক্রমে যে বিশাল শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করছে, তার মাত্র এক ভগ্নাংশ দ্বারাই আমরা এ জগতের পরিবর্তন করতে পারি।

ওহীর উৎস

"পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"–যোহন ১৬ ঃ ১৩

আমি এখানে ইংরেজী বাইবেলের জেমস সংকলনের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি (এখানে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির বাইবেলের বাংলা সংকলনের উদ্ধৃতি দ্বারা এর অনুবাদ পেশ করা হয়েছে।) উপরোক্ত বিষয়টিকে আরো পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য আমি পাঠকদেরকে অনুরোধ করবো, আপনারা আরো কয়েকটি বাইবেলের সংকলন পড়ে নিন। যেমন, দি নিউ ইংলিশ বাইবেল, নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন, দি লিভিং বাইবেল ইত্যাদি।

'সত্যের আত্মা', 'সত্যের নবী', আল-আমীন কখনও নিজের পক্ষ থেকে আধ্যাত্মিক সত্যের কোনো বাণীই উচ্চারণ করবেন না। তিনি ঠিক সেভাবেই কথা বলবেন যেভাবে তাঁর পূর্ববর্তী সহায় (কমফোর্টার) নিজের সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"কারণ আমি আপনা হইতে বলি নাই, কিন্তু কি কহিব ও কি বলিব, তাহা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। আর আমি জানি যে, তাঁহার আজ্ঞা অনন্ত জীবন। অতএব আমি যাহা যাহা বলি, তাহা পিতা আমাকে যেমন কহিয়াছেন, তেমনি বলি।"–যোহন ঃ ১২ ঃ ৪৯-৫০

ঠিক একইভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ○ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ○

"এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না ; এটাতো ওহী যা প্রত্যাদেশ করা হয় তার প্রতি ; তাঁকে শিক্ষা দেন যিনি শক্তিশালী-প্রজ্ঞাময়।"

–সূরা আন নাজম ঃ ৩-৫

(উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনের সকল তাফসীর শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন শিক্ষাদাতা বলতে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। পাঠকেরা ইচ্ছা করলে তাঁকেই 'হোলি ঘোষ্ট' বা পবিত্র আত্মা হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন।)

www.amarboi.org

এভাবেই আল্লাহ তাঁর মনোনীত নবী যেমন, হযরত ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা (আ)-এর কাছে ওহী নাযিল করেছেন। অতএব 'স্পিরিট অব ট্রুথ' বা 'সত্যের আত্মা' হোলি ঘোষ্ট হতে পারে না। বরং খৃস্টানদের ঐ ধারণা অযৌক্তিক ও উদ্ভট। কেননা, আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, "তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা শোনেন তাহাই বলিবেন।"–(যোহন ১৬ ঃ ১৩) 'স্পিরিট অব ট্রুথ' নিজেই যদি 'হোলি ঘোষ্ট' হন তাহলে তিনি কি নিজের কথা নিজেই শুনছেন এবং সে একই বাণীকে ওহী হিসেবেও নাযিল করছেন ? এটা অবশ্যই উদ্ভট ব্যাপার।

আল্লাহ সম্পর্কে ত্রিত্ববাদ

খৃস্টানদের কাছে ত্রিত্ববাদ সার্বজনীন ধ্রুব সত্য। সকল গোঁড়া খৃস্টানরা এটাকে পবিত্র ত্রিত্ববাদ বলে থাকে। তাদের কাছে ত্রিত্ববাদের অর্থ হলো, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে এক আল্লাহ। তারা তিন আল্লাহ নন, বরং তিনে মিলে এক আল্লাহ ?

যোহনের ১৪ ঃ ২৩ শ্লোকে বর্ণিত, 'আমরা অবশ্যই আসিব', একথাটির ব্যাখ্যায় তিনজন আল্লাহ কিভাবে অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য সে বিষয়ে খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ রেভারেণ্ড ডাম্মেলোর উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি বলেন ঃ

> "যেখানে পুত্র আছে সেখানে পিতার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক এবং প্রয়োজন 'হোলি ঘোষ্ট' বা পবিত্র আত্মারও। কেননা, তিনে মিলেই 'এক'–তাঁরা একই বস্তুর বিভিন্ন রূপমাত্র, একই ঐশ্বরিক অস্তিত্বের ভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং এতে সুস্পষ্ট যে, পবিত্র ত্রিত্ববাদে উক্ত তিন ব্যক্তিত্ব অভিন্ন এবং একে অপরকে ধারণ করে আছে।"

আপনাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা এ সকল শব্দের ব্যাপারে খৃস্টানদের এতো মারপ্যাঁচ বুঝবেন না। খৃস্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। মাফ করবেন, তারা কিন্তু মুখে বলে আল্লাহ এক। অথচ তাদের তিন আল্লাহ নাকি সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বজ্ঞ !

খৃস্টান এ সকল গোলক ধাঁধা আমাদেরকে একদিকে যেমন মজার উপসংহার, অন্যদিকে আবার হাস্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। খৃস্টানদের ধর্ম বিশ্বাস হলো, ঈসা (আ)-কে ক্যালভারী নামক স্থানে ক্রুশ বিদ্ধ করার সময় তিনি কষ্ট ও যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছিলেন। পিতা, পুত্র ও হোলি ঘোষ্ট যেহেতু অবিচ্ছেদ্য, যে কারণে পিতা ও হোলি ঘোষ্টও নিশ্চয়ই তথাকথিত যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে থাকবেন এবং পুত্রের মৃত্যুর সাথে সাথে অবিচ্ছেদ্য পিতা ও

www.amarboi.org

হোলি ঘোষ্ট উভয়েরই মৃত্যু ঘটেছে। আশ্চর্যের কিছু নেই, সে কারণেই হয়তো আমরা পাশ্চাত্যে আর্তনাদ শুনতে পাই যে, আল্লাহ মারা গেছেন। হাসবেন না, আমাদের উপর এখন বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আর সেটা হলো, ত্রিত্ববাদের কাদামাটিতে আটকে পড়া আমাদের খৃস্টান বন্ধুদেরকে উদ্ধার করে সঠিক জ্ঞান দান করা।

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

পরিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী

"এবং আগামীর ঘটনাও তিনি তোমাদিগকে জানাইবেন।"–যোহন ১৬ ঃ ১৩

১. মোহাজের ক্ষণিকের জন্য

খৃস্টানরা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের বহু ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সাধন করেছেন। তাদের মতে, ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করাই নাকি সত্য নবুওয়াত ও পয়গম্বরীর কাজ। হযরত মুহাম্মাদ (স) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরছি।

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰی مَعَادٍ ط ـ القصص : ٨٥

"যিনি আপনার প্রতি কুরআনের হুকুম নাযিল করেছেন তিনি অবশ্যই আপনাকে প্রত্যাবর্তন স্থলে ফিরিয়ে আনবেন।"–সূরা কাসাস ঃ ৮৫

এখানে আরবীতে 'মাআদ' শব্দটি মক্কার আরেক নাম। হিজরতের সময় মহানবী (স) মক্কা থেকে মদীনায় গোপনে চলে যেতে বাধ্য হন। অবস্থা চরম হতাশাব্যঞ্জক ছিলো, তাঁর অধিকাংশ সাহাবীই মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। এবার হলো তাঁর নিজের পালা। আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে নিয়ে তিনি যখন হিজরতের লক্ষে মদীনার দিকে রওনা করেন, তখন জোহফা (বর্তমান রাবেগ) নামক স্থানে পৌঁছলে আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করে তাঁকে এ নিশ্চয়তা দেন যে, তিনি পুনরায় তাঁর জন্মভূমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবেন। পরে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল।

তিনি শরণার্থী হিসেবে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করান। ফলে একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করলো। (এ ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য ইসলাম গ্রহণকারী উরামিয়ার সাবেক পাদ্রী আবদুল আহাদ দাউদ রচিত Mohammad in the Bible বইটি দেখুন।)

এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার ব্যাপার বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণের ৩৩ ঃ ২ শ্লোকে এসেছে ঃ

www.amarboi.org

"তিনি (মূসা) কহিলেন, সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন ; পারণ পর্ব্বত (আরবের হেরা পর্বত) হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, (তিনি) অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন ; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল।"

মক্কা বিজয়ের সময় মহানবীর সাথে ছিলেন ১০ হাজার সাহাবী যা বাইবেলের উক্ত শ্লোকের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়।

২. পরাশক্তির সংঘাতের মধ্যে

পবিত্র কুরআন মজীদে আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ○ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ○ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ط لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ط وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

"রোম সাম্রাজ্য নিকটবর্তী এলাকায় পরাজিত হয়েছে। তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে। আগের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহর। আর সেদিন আনন্দিত হবে মু'মিনরা।"

–সূরা আর রূম ঃ ২-৪

উল্লেখিত এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর ৬১৫ অথবা ৬১৬ খৃঃ নাযিল হয়। রোমের খৃস্টান সম্রাট পারস্যের অগ্নি পূজকদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় জেরুসালেম তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে খৃস্টান আধিপত্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তদানীন্তন দুই পরাশক্তির মধ্যে যুদ্ধে পারস্যের অগ্নি পূজারীদের হাতে খৃস্টান রোমানদের পরাজয়ে মক্কার কুরাইশরা চরম উল্লাসে ফেটে পড়ে।

মূর্তি পূজারী আরবের মুশরিকরা পারস্যের মুশরিকদের সমর্থন করে। তাদের ধারণা, রোমের খৃস্টান শক্তির পরাজয় ঈসা (আ)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্যও একটা আঘাত। যখন পুরা বিশ্বে পারস্যের হাতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের খবর ছড়িয়ে পড়লো তখনই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর এ ভবিষ্যদ্বাণীর আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতের মর্ম হলো, পারস্যের এ বিজয় ক্ষণস্থায়ী এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে রোমানদের সাথে পারস্যের যুদ্ধ হবে, তারা পুনরায় জেরুসালেম দখল করবে এবং পারস্যের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানবে।–আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর টীকা

www.amarboi.org

মাত্র ১০ বছরের মধ্যে আল্লাহর এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সাধিত হলো।

৩. কুরআনের চ্যালেঞ্জ

মহানবী (স)-এর দাবি হলো, পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আকারে নাযিল হয়েছে। কুরআন যে সত্যিকারভাবেই আসমানী বাণী তার প্রমাণ পাওয়া যায় এর সৌন্দর্য, প্রকৃতি এবং যে অবস্থার প্রেক্ষিতে এসব বাণী নাযিল হতো তা থেকে কুরআন আল্লাহর বাণী সংক্রান্ত তাঁর যে দাবী তা কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে অবিশ্বাসীরা কি এর সমতুল্য আরেকটা কুরআন তৈরি করে দিতে পারবে ? তাদের প্রতি এ চ্যালেঞ্জ চিরন্তন। মানবজাতি এর সমতুল্য কোনো কিতাব অথবা সূরা কিংবা এর চেয়ে উত্তম কিছু রচনা করতে যে পারবে না সে ভবিষ্যদ্বাণী স্থায়ী ও চিরন্তন চ্যালেঞ্জ হয়েই আছে।

আপনি যদি বলেন যে, আমি তো আরবী জানি না, এ ক্ষেত্রে এ বক্তব্য অর্থহীন। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ আরব খৃস্টান জীবিত আছে। খৃস্টানরা বলে যে, একমাত্র মিসরেই ১০-১৫ মিলিয়ন কপটিক খৃস্টান বাস করে। তারা যে সবাই কৃষক বা শ্রমিক তাও নয়। আমরা এখন কুরআনে আল্লাহর কিছু চ্যালেঞ্জ তুলে ধরছি।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ

১. "আর এ কুরআন এমন কোনো কিতাব নয় যা আল্লাহর ওহী ও শিক্ষা ছাড়াই রচনা সম্ভব।"–সূরা ইউনুস ঃ ৩৭

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ○ بنى اسرائيل : ٨٨

২. "বলে দিন, মানুষ ও জ্বিন সকলে মিলে যদি চেষ্টা করে তাহলেও কুরআনের মতো কিছু আনতে সক্ষম হবে না। যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ يونس : ٣٨

www.amarboi.org

৩. "অথবা তারা কি বলে যে, নবী এটা নিজেই রচনা করেছেন ? বলুন, তোমাদের অভিযোগ সত্য হলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে আনো, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে চাও ডাকতে পার, ডেকে লও।"–সূরা ইউনুস ঃ ৩৮

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

৪. "আমার এ বান্দার উপর যে কিতাব নাযিল করেছি তা আমার প্রেরিত কিনা, সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোনো সন্দেহ জাগে, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে আনো। এ কাজে তোমাদের যারা সমর্থক ও মতের লোক, তাদেরকে একত্র করো ; এক আল্লাহ ছাড়া আর যার সাহায্য পেতে চাও তাও গ্রহণ করো। তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে অবশ্যই এ কাজ করে দেখাবে। কিন্তু তোমরা যদি তা না করো, নিশ্চয়ই তা কখনই করতে পারবে না। তবে সে আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর ; যারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী তাদের জন্যই এটা প্রস্তুত।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩-২৪

এ চ্যালেঞ্জের পর ১৪শ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ এর সমতুল্য বা এর চেয়ে উন্নত কোনো কিতাব বা সূরা তৈরি করতে পারেনি। আর এটাই প্রমাণ করে যে, কুরআন ঐশী বাণী বা আসমানী কিতাব।

আরব খৃষ্টানদের এক জঘন্য প্রয়াস

মধ্যপ্রাচ্যের আরব খৃষ্টানরা প্রতারণার লক্ষ্যে ষোল বছর মেয়াদী এক প্রকল্প গ্রহণ করে। তারা বাইবেলের নতুন নিয়মের কিছু নির্বাচিত অংশের এমন আরবী অনুবাদ করেছে, যার বেশির ভাগ শব্দ, বাক্যাংশ ও প্রকাশ ভঙ্গী পবিত্র কুরআন থেকে চয়ন করা হয়েছে। এটা তাদের হীন ও ঘৃণ্য অপপ্রয়াস। এ লজ্জাকর চুরি বিদ্যার আওতায় তারা বাইবেলের নতুন নিয়মের আরবী অনুবাদে প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচনা করেছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দিয়ে। বিসমিল্লাহ যে কুরআনের আয়াত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কুরআন ও হাদীসে আরো অনেক চ্যালেঞ্জ আছে যা গবেষণার যোগ্য। অথচ এটি একটি অবহেলিত ক্ষেত্র। এ নিয়ে অনেক বই রচনা সম্ভব। আমার

www.amarboi.org

বিশ্বাস মুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা সময়ের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এগিয়ে আসবেন। সবশেষে আমি আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণীর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই।

ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝ الصف : ٩

"তিনিই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।"–সূরা আস সফ ঃ ৯

এ আয়াত নাযিলের পর কয়েক দশকের মধ্যেই উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্যে পরিণত হয়। সে যুগের দু বৃহৎ শক্তি পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ী মুসলমানদের হাতে চূণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ইসলাম আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিজয়ের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখে।

কিন্তু আফসোস, বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অবসাদগ্রস্ততা। তবে এতে ভয়ের কারণ নেই। মুসলিম বিশ্বে এখন নতুন করে জোয়ার দেখা দিয়েছে এবং আশার আলো ফুটে উঠেছে। এমন কি পশ্চিমা অমুসলিম চিন্তাবিদরা পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, সর্বত্র ইসলামের উর্ধমুখী জোয়ার আসবে।

এ মর্মে এইচ. জি. ওয়েলস তার "দি শেপ অব থিংস টু কাম" বইতে লিখেছেন ঃ

"আফ্রিকা সকল ধর্মের জন্য উত্তম ভূমি। কিন্তু আফ্রিকানরা সে ধর্মই গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে যে ধর্ম তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে। আর যাদেরই বক্তব্য পেশ করার ক্ষমতা আছে তারা নির্দ্বিধায় বলবে যে, সে ধর্মটি হচ্ছে ইসলাম।"

প্রখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্ণাড শ বলেছেন, "কোনো ধর্ম যদি আগামী শত বছরে ইংল্যাণ্ডসহ গোটা ইউরোপে বিজয়ী হতে চায় তাহলে সেটি হবে ইসলাম ধর্ম।"

যদিও এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো আয়োজন-উদ্যোগ নেই, তথাপি পশ্চিমারা বলছে যে, বর্তমান বিশ্বে ইসলামই হচ্ছে সর্বাধিক দ্রুত

www.amarboi.org

বিস্তার লাভকারী ধর্ম। আমি আশা করি পশ্চিমা চিন্তাবিদদের এ সুখময় বক্তব্য যেন আমাদেরকে আত্মতৃপ্ত করে না রাখে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং এটা আমাদেরও লক্ষ্য। আর এজন্য আমাদেরকে সামান্য হলেও কিছু চেষ্টা-তদবীর করতে হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোনো জাতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি আমাদেরকে আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাঁর দীনের সেবার সুযোগও দিয়েছেন। এ যুদ্ধের সফল সৈনিক হওয়ার লক্ষ্যে আপনাদের প্রত্যেককে সাধ্যমত হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। বাইবেলে যোহনের ১৬ ঃ ৭ বাণীটির ব্যাপারে প্রস্তুতি নিন এবং একাধিক ভাষা শিখুন। দেখবেন আল্লাহ কিভাবে আপনার জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে দেন। অন্যান্য সকল মতবাদ ও ইজমাকে অতিক্রম করে সেগুলোকে গুড়িয়ে দিয়ে ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে এবং এজন্য ইসলামের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের সমালোচনা ও ষড়যন্ত্রের তোয়াক্কা করা যাবে না।

ঈসা (আ)-কে মহিমান্বিত করা

"তিনি (সত্যের আত্মা) আমাকে (যীশু) মহিমান্বিত করিবেন ; কেননা যাহা আমার তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।"–বাইবেল, নতুন নিয়ম, যোহন ১৬ ঃ ১৪

"যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।"

–যোহন ১৫ ঃ ২১

সে প্রতিশ্রুত কমফোর্টার বা সত্যের আত্মা—যার মধ্যে সত্য অক্ষরে অক্ষরে দেদীপ্যমান—তিনি যখন আগমন করবেন তখন হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য দেবেন এবং শত্রুদের অপবাদকে খণ্ডন করবেন।

সত্যের নবী–আল-আমীন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সফলতার সাথে এ কাজগুলো করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে সফল হওয়ায় আজ বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর একজন শক্তিশালী নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন। তারা তাকে মাসীহ হিসেবে বিশ্বাস করে। তাঁর অলৌকিক জন্মেও মুসলমানরা বিশ্বাস করে যা আধুনিক যুগের বহু খৃস্টানও বিশ্বাস করে না। এমন কি অনেক খৃস্টান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দও তাঁর অলৌকিক জন্মের বিশ্বাসী নয়। মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ)-এর বহু মোজেযায় বিশ্বাস করে। যেমন, আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতকে জীবিত করা এবং অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে

www.amarboi.org

আরোগ্য দান করা। তাঁর এ সাক্ষ্য কতোইনা মহান ! ভালো করে শুনলে কুরআনে সেই মহান সাক্ষ্যের সূর ধ্বনিত হয়। যেমন, আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ م اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ○ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ق فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ ق لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ○ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ○

"(আর হে নবী!) এ কিতাবে মরিয়মের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিলো। অতপর নিজেকে তাদের কাছ থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টেনে দিলো। তারপর তার কাছে পাঠালাম আমাদের আত্মাকে (জিবরীলকে)। সে তার নিকট নিজেকে পূর্ণ মানবাকৃতিতে প্রকাশ করলো। মরিয়ম বললো, আমি তোমার নিকট হতে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাই, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। সে বললো, আমি তো তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত, যেন তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করি। মরিয়ম বললো, কিভাবে আমার পুত্র হবে যখন কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি কখনও ব্যভিচারিণীও ছিলাম না। রূহ (ফেরেশতা জিবরিল) বললো, এরূপেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন, এটা আমার জন্য সহজ এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা নির্ধারিত। অতপর তিনি গর্ভে সন্তান দান করলেন এবং তাকে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।"–সূরা মরিয়ম ঃ ১৬-২২

বর্তমানে বিশ্বের শত কোটি মুসলমান মুহাম্মাদ (স)-কে নবী হিসেবে তাঁর আনুগত্যের কারণে ঈসা (আ)-এর অস্বাভাবিক জন্মের বিষয়টিকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু খৃষ্টান জগত আল-আমীন বা সত্যের আত্মা সে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ধন্যবাদ জানাতেও কুণ্ঠাবোধ করে।

ঈসা (আ)-এর প্রতি ইহুদীদের প্রতিক্রিয়া

মথি ২৩ ঃ ৩৭ বাণীতে উল্লেখ করেছেন ঃ

"হে যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক ! কুক্কুরটী যেমন করিয়া আপন শাবকদিগকে পক্ষের নিচে একত্র করে,

www.amarboi.org

তদ্রূপ আমিও (যীশু) কত বার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না।"

মুরগী যেমন তার বাচ্চাকে একত্রিত করতে চায়, তেমনি আল্লাহর শক্তিশালী নবী হযরত ঈসা (আ)-ও ইহুদীদেরকে একত্র করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে শকুনের মতো টুকরো টুকরো করার প্রয়াস চালালো। ঈসা (আ)-এর উপর অক্লান্তভাবে নির্দয় যুলুম-নির্যাতন চালালো এবং এমনকি তাঁর জীবনের উপর তারা আঘাত হানার চেষ্টা করলো। (এ বিষয়ে লেখকের Crucifixion or Cruci-fiction দ্রষ্টব্য। তাতে আল্লাহ তাদের অপচেষ্টাকে কিভাবে ব্যর্থ করে দিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে) শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর মায়ের উপরও অভিযোগ আনলো যে, তিনি পাপের মাধ্যমে তাকে অবৈধ জন্ম দিয়েছেন। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বলেন ঃ

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ○ النساء : ١٥٦

"তারা কুফরী করলো এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদ উত্থাপন করলো।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৫৬

এখানে বর্ণিত গুরুতর অপরাধটি কি ছিল ? অপবাদের ভাষা এতোই জঘন্য যে তা মুখে উচ্চারণ করতেও বিবেকে বাধে। যোহনের ১৬ ঃ ১৩নং বাণী অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ)-কে প্রকৃত অর্থে যিনি মহিমান্বিতকারী নবী সে মহামানব হযরত মুহাম্মদের মাধ্যমে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত শালীন ও মার্জিত ভাষায় ইহুদীদের সে অপবাদ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ○ مريم : ٢٨

"হে হারুনের বোন, তোমার বাপ তো খারাপ ছিলো না আর তোমার মাও ব্যভিচারিণী ছিলেন না।"–সূরা মরিয়াম ঃ ২৮

তালমুদ পন্থীরা কি বলে ?

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম তথা তাওরাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তালমুদ ঈসা (আ)-এর অবৈধ জন্ম এবং তাঁর মা মরিয়মের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে তাঁর সতীত্বের উপর আঘাত হেনেছে। কুরআন অত্যন্ত শালীন ও মার্জিত ভাষায় ইহুদীদের অভিযোগগুলোর জবাব দিয়ে মরিয়মের সতীত্বের হেফাজত করেছে। এখন আমরা কুরআনের শালীন বর্ণনার সাথে তুলনামূলক আলোচনার জন্য প্রখ্যাত খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ রেভারেণ্ড ডাম্মিলোর রচিত বাইবেলের ভাষ্য থেকে সে অভিযোগগুলো তুলে ধরবো। ঐ ভাষ্য রচনায় আরো ১৬জন খৃস্টান

www.amarboi.org

পণ্ডিতের একটি দল রেভারেণ্ড ডাম্মিলোকে সাহায্য করেছে। তারা সবাই ছিল প্রতিথযশা ধর্মতাত্ত্বিক বা ডক্টর অব ডিভিনিটি ডিগ্রীধারী। ঈসা (আ)-এর দুশমনরা তাঁর ও তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে অপবাদের যে সকল শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করতো তালমুদ থেকে আমরা সে শব্দগুলো উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"ইহুদী তালমুদীরা বলে, যীশু হলো একজন ব্যভিচারিণীর (তথা কুমারী মরিয়মের) সন্তান। তিনি (যীশু) মিসর থেকে যাদুবিদ্যা শিখে এসেছিলেন। এ গোপন যাদুবিদ্যায় তিনি নিজের গোশত কেটে তার নিচে লুকিয়ে রাখতেন। তিনি এর মাধ্যমে মানুষের সাথে ভেল্কীবাজী ও প্রতারণা করতেন এবং ইসরাঈলীদেরকে প্রতিমা পূজার দিকে টেনে নিতেন। এটা খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় যে, মুহাম্মদ ইহুদীদের এ অপবাদ প্রত্যাখ্যান করে গেছেন।"–ডাম্মিলোর রচিত বাইবেলের ভাষ্য, পৃষ্ঠা–৬৬৮

সুসমাচার লেখকদের সমর্থনমূলক বক্তব্য

জস ম্যাক ডোয়েল হুইটন কলেজ এবং ট্যালবট থিওলজিক্যাল সেমিনারির ম্যাগনা-কাম-লিউডের গ্রাজুয়েট। তিনি ৫৩টি দেশের ৫৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সামনে বক্তৃতা দিয়েছেন। কথিত আছে বাইবেল বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার প্রভু ঈসা (আ)-এর জন্মবৃত্তান্তের ব্যাপারে তালমুদের ভাষ্যের উপর সর্বাধিক গবেষণা করেছেন। তার সে গবেষণা পুস্তকের নাম হলো, 'Evidence that Demands verdict' (এমন প্রমাণ যা রায় পাওয়ার যোগ্য গ্রন্থ) তিনি তার এ বইতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ঈসা (আ) কোনো কিংবদন্তীর নায়ক নন, বরং একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তিনি তার এ পুস্তকে তালমুদ থেকে দেদার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমরা নীচে এ বইয়ের ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছিঃ

"Tot'doth yeshu' ঃ এ বাক্যটিতে ঈসা (আ)-কে 'বেন প্যানডেরা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো প্যানডেরার সন্তান। ইহুদীদের মতে, প্যানডেরা নামক একজন রোমান সৈন্য মরিয়মকে ধর্ষণ করে এবং এর ফলে যীশু অবৈধ সন্তান হিসেবে জন্ম লাভ করে। এ জাতীয় ধর্মদ্রোহী উদ্ধৃতি দানের জন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।"–ইয়েব ঃ ৪-৩ ; ৪৯ক

আর. শিমেওন বেন আজ্জাই বলেন ঃ

"আমি জেরুসালেমের এক স্থানে ঈসা (আ)-এর বংশ তালিকা দেখেছিলাম। ঐ তালিকাটিতে সবাই হচ্ছে ব্যভিচারিণী মায়েদের জারজ সন্তান।"

www.amarboi.org

"যোশেফ ক্লাউসনার উপরের বক্তব্যের সাথে আরো একটু যোগ করে বলেছেন, 'মিসনাহ' নামক গ্রন্থের চলতি সংস্করণে আর. ইয়েহুসুয়ার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। মিসনাতে সে ব্যক্তব্যটিরও উল্লেখ আছে। ঐ বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে, জারজ সন্তান কি ? এর উত্তরে বলা হয়েছে, যাদের মা-বাপ বের্থ-ডিন কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য। তা নিসন্দেহে যীশুকেই বুঝানো হয়েছে।"–(৫/৩৫)

মিশনারীরা নির্বাক

জস. ম্যাক ডোয়েল একজন বিখ্যাত সুসমাচার লেখক, বরণ এগেইন খৃস্টান সম্প্রদায়ের নেতা, যীশুর উপাসনাকারী এবং হোলি ঘোষ্ট বা পবিত্র আত্মা থেকে তথাকথিত প্রেরণা লাভকারী। অথচ তার মতো খৃস্টান তত্ত্ববিদও ইহুদীদের এ সকল নোংরা অপবাদের বিরুদ্ধে নিজ জিহ্বাকে বন্ধ করে রাখেন, কিছুই বলেন না। শুধু তাই নয়, গোটা খৃস্টান বিশ্বও যেন ঐ সকল অপবাদকে মেনে নিয়েছে। জস ম্যাক ডোয়েলের বই খৃস্টান জগতে সর্বাধিক বিক্রি হয়। খৃস্টানরা চান ইহুদীদের এসব নোংরা ও অপমানজনক কথার স্বাদ উপভোগ করছে। আমি এখন সেসব বইয়ের জঘন্য ও অশ্লীল উদ্ধৃতি দিতেও ঘৃণাবোধ করছি। এরাই যদি ঈসা (আ)-এর উৎসর্গীকৃত (?) বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে তাঁর ক্ষতি সাধনের জন্য আর শত্রুরই বা প্রয়োজন কি ?

বাইবেলে যোহনের ১৪, ১৫ এবং ১৬নং অনুচ্ছেদের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই হযরত ঈসা (আ)-এর সত্যিকার বন্ধু, কমফোর্টার (সহায়) সাহায্যকারী, এডভোকেট, মহিমান্বিতকারী ও সাক্ষ্যদানকারী আমি অনুমতি চেয়ে বলছি, হযরত মুহাম্মাদ (স) যীশু খৃস্ট, তাঁর মা মরিয়ম এবং গোটা মানবতার যে উপকার সাধন করেছেন, সে বিষয়ে রেভারেণ্ড ডাম্মিলোর স্বীকৃতি এখানে পুনরায় উল্লেখ করছি ঃ

"এটা খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় যে, মুহাম্মদ ইহুদীদের এ অপবাদ প্রত্যাখ্যান করে গেছেন।"–রেভারেণ্ড ডাম্মিলো ও তার সহচরবৃন্দ

দুঃখের বিষয় যে, রেভারেণ্ড ডাম্মিলোর মতো খৃস্টান পণ্ডিতরা 'মুহাম্মদ' শব্দটি শুদ্ধভাবে না লিখে 'মোহামেট' লিখে।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

চরমপন্থা নিন্দিত

আমরা এখন সত্যের আত্মার সহায়তায় ইহুদীদের ঘাড় থেকে ভূত তাড়ানো, খৃস্টানদের চরমপন্থা বর্জন এবং মাসীহ সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের বিতর্কের অবসান ঘটাবো। ইহুদীদের মতে, যীশু মরিয়মের অবৈধ সন্তান। কেননা, তিনি তার পিতা কে তা বলতে পারেন না। একই কারণে খৃস্টানরা তাকে আল্লাহর সন্তান বলে আখ্যায়িত করে এবং বলে যে, আল্লাহ নিজেই যীশুর জন্মদাতা।

কুরআনের একটি মাত্র আয়াতই উভয় সম্প্রদায়ের মিথ্যা বক্তব্যকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لاَتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ ط اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ قف وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ط اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ج لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً ○ النساء : ١٧١

"হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে যা সত্য—তাছাড়া অন্য কিছু বলো না। নিশ্চয়ই মরিয়ম পুত্র ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছেন এবং রূহ তাঁর কাছ থেকেই আগত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও রসূলের উপর ঈমান আনো এবং একথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক ; একথা পরিহার করো, তোমাদের মঙ্গল হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র মাবুদ। সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আসমান ও যমীনের সবকিছু তাঁর। আর সকল কাজ সম্পাদনে আল্লাহই যথেষ্ট।"

—সূরা আন নিসা ঃ ১৭১

এ আয়াতের ৬৭৫/৬নং টীকায় আল্লামা ইউসুফ আলী লিখেছেন ঃ

'চাকর তার মনিবের প্রতি অন্ধভক্তির কারণে যেমন অনেক ভুল করতে পারে, তেমনি ধর্মীয় ব্যাপারে অন্ধভক্তিও মানুষকে ধর্ম বিরোধী কাজে প্ররোচিত করতে পারে।'

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআন মজীদের বহু জায়গায় ইহুদীদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় বাড়াবাড়ি, বর্ণবাদ সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এবং যীশুকে নবী হিসেবে অস্বীকার করার বিষয়গুলো নিন্দা করা হয়েছে। অনুরূপ খৃস্টানদের সে দৃষ্টিভঙ্গীরও নিন্দা করা হয়েছে, যার কারণে তারা যীশুকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়েছে, তাঁর মা মরিয়মকে পূজনীয় নারী বানিয়ে এবং ঈসা (আ)-কে আল্লাহর দৈহিক সন্তান বানিয়ে এমন ত্রিত্ববাদ সৃষ্টি করেছে যা সকল যুক্তি-বুদ্ধির পরিপন্থী। এ মতবাদ এথানাসিয়ান ধর্ম বিশ্বাসের অনুরূপ। কেউ তাতে বিশ্বাসস্থাপন না করলে তার জন্য দোযখ চিরস্থায়ী আবাস হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাহলো ঃ

১. যীশু এক মহিলা তথা মরিয়মের সন্তান। সুতরাং তিনি একজন মানুষ ছাড়া কিছু নন।

২. তিনি আল্লাহর একজন নবী, তাই তিনি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

৩. হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর মহান বাণী 'কুন' অর্থাৎ 'হও' দ্বারা মরিয়মের গর্ভে সৃষ্ট হয়েছিলেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯)

৪. তিনি আল্লাহর কাছ থেকে আগমনকারী আত্মা ছিলেন, নিজে আল্লাহ ছিলেন না। তাঁর নবী জীবনের মিশন অন্যান্য নবীদের তুলনায় ছিল অপেক্ষাকৃত সীমিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদেরকে তাঁকে অন্যান্য নবীদের সমমর্যাদা দিতে হবে।

ত্রিত্ববাদ, আল্লাহর সমকক্ষতা এবং আল্লাহর পুত্রত্ব হলো ধর্মদ্রোহিতা—যা বর্জনীয়। আল্লাহ সকল প্রয়োজন মুক্ত। তাই সৃষ্টিজগত পরিচালনার জন্য তাঁর সন্তানের কোনো প্রয়োজন নেই।"–আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর টীকা শেষ

নিজের পক্ষ থেকে কিছুই না

আপনারা 'সত্যের আত্মা' তথা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে অত্যধিক কৃতিত্ব তখনই দান করবেন যখন বলবেন, তিনি পূর্ববর্তী আয়াতগুলোসহ পবিত্র কুরআনের আরো ৬ হাজার আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে বরাবর জোর দিয়ে বলছেন যে, এ কুরআন আমার হাতের কারসাজি নয়। বরং এটা হচ্ছে অহী। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ـ النجم : ٤

"কুরআন অহী যা প্রত্যাদেশ হয়।"–সূরা আন নাজম ঃ ৪

www.amarboi.org

হযরত ঈসা (আ) ঠিক এ রকম ভবিষ্যদ্বাণীই করে গেছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে। তিনি বলে গেছেন ঃ

"কারণ, তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"

–যোহন ১৬ ঃ ১৩

খৃস্টানদের ত্রিমুখী সংকট

বাইবেলে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে 'আরেক সহায়' বা 'another comforter' বলা হয়েছে। তিনি যীশুর বিষয়ে যে সকল সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন—তা খৃস্টান সমাজের মনোরঞ্জন করতে পারেনি। কারণ, হযরত মুহাম্মাদ (স) তাদের পক্ষপাত এবং কুসংস্কারকে প্রশ্রয় না দেয়ায় তারা পরিতৃপ্ত হয়নি।

তাদের মতে, মহিমান্বিত করার অর্থ হলো, ঈসা (আ)-এর 'আল্লাহতত্ত্ব'-কে স্বীকার করা। তিনি তা না করায় মূলত ঈসা (আ)-কে অস্বীকার করেছেন।

খৃস্টান সমাজ যীশুর তথাকথিত ক্রুশবিদ্ধতার ব্যাপারে যে উভয় সংকটে ভুগছে তার কোনো সমাধান করতে পারছে না। তাদের সংকট হলো, তিনি কি 'মানুষ' হিসেবে, না 'আল্লাহ' হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন ? কথিত এ সমস্যার সমাধান না করতেই তারা অধুনা আরেকটি সমস্যা 'ট্রাইলেমা'য় আটকা পড়েছে। অর্থাৎ উভয় সংকট থেকে ত্রি-সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বের কোনো অভিধানে 'ট্রাইলেমা' শব্দটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'ক্যাম্পাস ক্রুসেড ফর ক্রাইষ্ট ইন্টারন্যাশনালে'র ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি আগে উল্লেখিত মিঃ জোস ম্যাক ডোয়েল তাঁর 'Evidence that Demands a verdict' বইতে (সম্ভবত হোলি ঘোষ্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ?) এ নতুন 'ট্রাইলেমা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটাও এমন একটা ধাঁধা। তিনি তার বইয়ের ৭ম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন ঃ

"ট্রাইলেমা ঃ লর্ড, লায়ার অর লুনেটিক ? অর্থাৎ ত্রি-সংকটটি হলো ঃ আল্লাহ, মিথ্যাবাদী নাকি উন্মাদ।" চিন্তা করে দেখুন, এখানে তিনটি 'L' আছে। তিনি পাঠকদের কাছে জানতে চান যে, যীশু খৃস্ট কি (১) আল্লাহ। (২) মিথ্যাবাদী, না (৩) উন্মাদ ছিলেন ? কোনো মুসলমানই হযরত ঈসা (আ)-কে মিথ্যুক অথবা পাগল বলে স্বীকার করবে না।

তাহলে বিষয়টি কি দাঁড়াচ্ছে ? এটা কি উভয় সংকট অপেক্ষা আরো বড়ো সংকট নয় ? বরং এটা সর্বচ্চো পর্যায়ের ধর্মদ্রোহিতা তাঁর মনের পুঞ্জীভূত

www.amarboi.org

ধারণা তাকে এমন অন্ধ ও কূপমণ্ডুক বানিয়ে দিয়েছে যে, তিনি এরূপ মারাত্মক কথা পর্যন্ত বলতে পারলেন ! কথিত আছে যে, সময়ের আগে জন্মগ্রহণকারী রোজারবেকন নামক দার্শনিক মিঃ জোস ম্যাক ডোয়েলের এ জাতীয় বক্তব্যের বিষয়ে যথার্থ মন্তব্য করেছেন যে ঃ

"মানুষ সহজে নিজের বাড়ী-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে, কিন্তু পারে না কুসংস্কার থেকে মুক্তি লাভ করতে।"

শিশুসুলভ বুদ্ধিমত্তা

কোনো মানুষকে আল্লাহ বলা অথবা দৈহিকভাবে আল্লাহ দ্বারা জন্মলাভকারী সন্তান বলা মোটেও সম্মানের বিষয় নয়, বরং অপমানের বিষয়। একজন ফরাসী কৃষক যত সহজে জিনিসটা বুঝতে পেরেছিলেন, আজকের পৃথিবীতে বিচরণকারী লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান পণ্ডিতেরা তো বুঝতে পারছে না।

সবাই জানে যে, ফ্রান্সের রাজা ১৫শ লুই ছিল খুবই চরিত্রহীন লম্পট। কোনো মহিলা তার লম্পট আচরণ ও লালসাবৃত্তি থেকে রক্ষা পেতো না। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে যখন সিংহাসনে আসীন হলো তখন প্যারিসে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, তরুণ রাজার অবিকল চেহারা বিশিষ্ট এক যুবক রাজধানীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখার জন্য রাজার মনে আগ্রহ জাগে। রাজার লোকেরা অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামীণ সে কৃষককে ধরে রাজার সামনে হাজির করলো। রাজা নিজের সাথে কৃষকটির চেহারার মিল দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো। রাজা তাকে উপহাস করে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আমার বাপের রাজত্বকালে তোমার মা কি কখনও প্যারিসে এসেছিলো ? কৃষকটি জবাবে বললো, 'না মহারাজ, আমার মা প্যারিসে বেড়াতে আসেননি। তবে আপনার পিতার রাজত্বকালে আমার পিতা প্যারিসে বেড়াতে আসতেন।"

উত্তরটি ছিলো রাজার জন্য এক নিক্ষিপ্ত মৃত্যুবাণ। আর সেটাই ছিলো রাজার উপযুক্ত পাওনা।

চরমপন্থা গ্রহণ করবেন না

ঈসা (আ)-এর প্রতি চরম ঘৃণার কারণে ইহুদীরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে জঘন্য ভাষায় গালি-গালাজ করা, যেমনি খারাপ কাজ, তেমনি মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে তাকে আল্লাহর পর্যায়ে উন্নীত করার খৃষ্টান মানসিকতাও খারাপ কাজ। হযরত মুহাম্মাদ (স) এ উভয় চরমপন্থারই নিন্দা করেছেন এবং ঈসা মাসীহের সঠিক মর্যাদা দিয়েছেন একজন মহান নবী ও সংস্কারক হিসেবে। তিনি বলেছেন, "তাঁকে ভালোবাস, সম্মান করো, ভক্তি করো, অনুসরণ

www.amarboi.org

করো, কিন্তু তাঁর উপাসনা করো না।" কেননা, উপাসনা বা ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য। (সেমিটিক ভাষায় আল্লাহ্ হলেন প্রভুর বিশেষ নাম। এ বিষয়ে লেখকের 'What is His Name' বইটি দ্রষ্টব্য)

আর এটাই হলো হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক যীশুর সত্যিকার মহিমার প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে হযরত ঈসা (আ) বলেছেন ঃ "তিনি (সে কমফোর্টার আমাকে মহিমান্বিত করিবেন।"–যোহন ১৬ ঃ ১৪

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, নৈতিক মানদণ্ড এবং নবীগণের ধারাবাহিকতার বিচারে হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই হলেন সর্বশেষ নবী এবং 'সত্যের আত্মা' যিনি 'পথ দেখাইয়া মানব জাতিকে সকল সত্যে পৌছাইয়া দিবেন।'

তিনিই স্বাভাবিক ও স্বার্থকভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত ও যথার্থ উত্তরাধিকারী।

আপনার কোনো প্রশ্ন, মন্তব্য এবং সমালোচনা আমাদের কাছে সাদরে আমন্ত্রিত। বসে থাকবেন না, আল্লাহর দোহাই, এক্ষুণিই কাজ শুরু করুন।

আহমদ দীদাত
(ইসলামের একজন সেবক)

www.amarboi.org

শেষ কথা

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা

কোনো খৃষ্টান মিশনারী ও প্রচারক বাইবেলে বর্ণিত 'পেন্টেকোস্টাল' নামক একটি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আলোচনা করে আপনাকে ফাঁদে ফেলতে পারে। তাই সাবধান হোন।

ইহুদীরা শস্য মাড়াইয়ের ৫০ দিবস পূর্তি উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানটি পালন করতো। দূর দূরান্ত থেকে ইহুদীরা এ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জেরুসালেমে এসে জড়ো হতো। বাইবেলে বর্ণিত আছে, একবার এরূপ এক অনুষ্ঠানে যীশুর ১১জন প্রেরিত ছাড়াও অন্যান্যদের সাথে ঈসা (আ)-এর অন্যতম প্রেরিত পিতরও উপস্থিত ছিলেন। (বাইবেল, নতুন নিয়ম–প্রেরিত অধ্যায় ২ ঃ ১৪) এ অনুষ্ঠানে পিতরসহ মোট ১১জন প্রেরিতের উপস্থিত থাকার কথা, ১২জন নয়। বাইবেলের কোনো ব্যাখ্যা তাই ঐ এগারজন কে কে ছিলেন তাদের তালিকা দেয়ার সাহস করেননি। কারণ, বিশ্বাসঘাতক জুদাস তো অনেক আগেই মারা গেছে। তাছাড়া হোলি ঘোষ্ট বা পবিত্র আত্মা লূকের কাছে খবরই পৌছাতে পারেনি।

তাদের সংখ্যা ১১ই হোক বা ১২ই হোক সে মজলিশে তারা হঠাৎ আকাশে একটি শক্তিশালী ঝড়ো হাওয়ার গর্জন শুনতে পান। ফলে তারা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং "অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।"–(প্রেরিত ২, অনুচ্ছেদের শিরোনাম হলো ঃ পঞ্চাশওমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ) কেউ কেউ আশ্চর্য হলো আর কেউ কেউ উপহাস করলো "উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষারসে (মদে) মত্ত হইয়াছে।" তাদের অনেকের মনে হলো ব্যাবিলনের ভাষাভেদের কথা।–(আদি পুস্তক ১১ ঃ ৯)

খৃষ্টান মিশনারীদের তৃপ্তির কারণ হলো, তাদের মতে, এটা যোহনের ১৪, ১৫ এবং ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত যীশুর ভবিষ্যদ্বাণীর ফল। পঞ্চাশওমীর দিনে এভাবেই সেই পবিত্র আত্মার আগমন ঘটে। এদিকে এ নাটকীয় ঘটনার সময় যীশু পিতরকে এ বলে নিযুক্ত করেছিলেন ঃ

"আমার মেষশাবকগণকে চরাও। .....আমার মেষগণকে পালন কর।" (যোহন ২১ ঃ ১৫-১৬) তিনি তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং শিষ্যদের সমর্থনে বলতে লাগলেন ঃ "ইহারা মত্ত, তাহা নয়, কারণ তখন বেলা তিন ঘটিকা-মাত্র। (অর্থাৎ এটা মদ্য পানের সময় নয়) কিন্তু এটী সেই ঘটনা যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে,"–(প্রেরিত ২ ঃ ১৫-১৬)

www.amarboi.org

পেন্টোকোষ্ট বা পঞ্চাশওমীর নামে ঐ অনুষ্ঠানে যোয়েল নবীর ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণতা সাধিত হয়েছে, তা কিন্তু ঈসা (আ)-এর বাণীর পূর্ণতা নয়।

দি বাইবেল সোসাইটিজ ১৯৮৪ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সহযোগিতায় যে, 'দি নিউ ইংলিশ বাইবেল'-এর ১৫শ সংস্করণ প্রকাশ করেছে, সে বাইবেলে ঐ যোয়েল ভাববাদীর গ্রন্থটি পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে। বাদ দেয়ার কোনো কারণ উল্লেখ করেনি কিংবা ক্ষমাও চায়নি। ঐ 'নিউ ইংলিশ বাইবেলে'র সম্পাদকেরা হয়তো মনে করে থাকবেন, হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত বাইবেলের মাত্র দুটো পৃষ্ঠা যে যোয়েল লিখেছেন, নবী হিসেবে তাঁর এমন কি গুরুত্ব আছে ? এখানেই প্রশ্ন, খৃষ্টান সমাজ যদি বাইবেল থেকে নবীদের নাম ও পুস্তক নিজেদের ইচ্ছামত এভাবে বাদ দিতে পারে, তাহলে সে বাইবেল থেকে তারা যে এর আগে ইসমাঈল কিংবা আহমদের নাম বাদ দেয়নি তার কি নিশ্চয়তা আছে ?

খৃষ্টান সমাজ বিশ্বাস করে যে, পিতর নবী যোয়েলের মতো 'হোলি ঘোষ্ট' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এরূপ বলেছিলেন। কিন্তু পেন্টোকোষ্টের ঐ অনুষ্ঠানে ঈসা (আ)-এর প্রেরিতরা বিভিন্ন ভাষায় এবং দুর্বোধ্য কি কি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে কোথাও কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। অথচ হোলি ঘোষ্ট সেদিন তাদের উপর ভর করেছিলেন। অথচ হোলি ঘোষ্ট কমফোর্টার হিসেবে মানবজাতিকে সকল সত্যে নিয়ে যাওয়ার কথা। খৃষ্টানদের ধারণা অনুযায়ী 'হোলি ঘোষ্ট' যদি হযরত ঈসা (আ)-এর কথিত সেই কমফোর্টার হয়ে থাকেন এবং সেই কমফোর্টারের বক্তব্য যদি বোধগম্য না হয়, তাহলে সেই কমফোর্টার দ্বারা মানবজাতি 'সকল সত্যে' কিভাবে পৌঁছবে ? সুতরাং একথা প্রমাণিত সত্য যে, বাইবেলে বর্ণিত কমফোর্টার আদৌ 'হোলি ঘোষ্ট' ছিলেন না।

---

www.amarboi.org

বাইবেল কি আল্লাহর বাণী ?

মূল ঃ আহমদ দীদাত

অনুবাদ ঃ নাদিয়া মাহাসিনিল ইসলাম

www.amarboi.org

অনুবাদিকার কথা

তাওরাত ও ইঞ্জিল তথা ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউটেস্টামেন্টের সমন্বয়ে যে বাইবেল তা ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মীয় অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু সে বাইবেলই বিকৃত। বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণগুলোর একটার সাথে আরেকটার কোনো মিল নেই। বিশেষ করে ইংরেজী বাইবেলের সাথে বাংলা সহ অন্যান্য ভাষায় অনূদিত বাইবেলগুলোর অমিল অত্যধিক। আল্লাহ কুরআন মজীদে এ বিকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের হাতে বাইবেলের কি পরিমাণ পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে আহমদ দীদাত 'Is the bible gods word' 'বাইবেল কি আল্লাহর বাণী' নামক এ বইতে শক্তিশালী ও মজবুত যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। এরপর খৃস্টান ও ইহুদীদের ধর্মীয় অস্তিত্ব বলতে কিছু থাকার কথা নয়।

তারপরও খৃস্টান মিশনারীরা দেশে দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ সহ মুসলিম দেশগুলোতে বাইবেলের বিকৃত শিক্ষার বিরাট অভিযান চালিয়ে মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ইহুদী খৃস্টানদের দেশে তারা নিজেরাই বাইবেলের শিক্ষা অনুসরণ করে না। অথচ তারা অন্যদের মুখে এ অখাদ্য গেলানোর চেষ্টায় গলদঘর্ম। বাংলাদেশে কয়েক শত এনজিও সাহায্যের ছত্রছায়ায় এ মিশনারী লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আহমদ দীদাত বিকৃত বাইবেলের অসত্যের বিরুদ্ধে ইহুদী, খৃস্টান ও সারা বিশ্বের মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণ যে খৃস্টান মিশনারীদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পেতে পারে সে জন্য এ বইটির অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। বিনীত–

নাদিয়া মাহাসিনিল ইসলাম
প্রযত্নে ঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
রেডিও জেদ্দা, সৌদী আরব
২৯/৬/৯৮

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

তারা যা বলে

খৃষ্টানরা অস্বীকার করে

বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন ধর্ম প্রচার কেন্দ্র 'মুডি বাইবেল ইনস্টিটিউট' -এর ডঃ গ্রাহাম স্ক্রোগি 'বাইবেল কি আল্লাহর বাণী' এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তার Is The Bible The word of God নামক বইয়ের It is Human, yet Divne নামক অধ্যায়ে। তিনি ১৭নং পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

"হ্যাঁ, বাইবেল মানবীয় যদিও কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আবেগের সাথে তা অস্বীকার করেছে। কেননা এ বইগুলো[১] মানুষের মনের দুয়ার অতিক্রম করেছে। মানবীয় ভাষায় লিখিত হয়েছে এবং মানুষের হাত তা লিখেছে যার বর্ণনাভঙ্গীতে মানবীয় বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান রয়েছে।"

জেরুসালেমের বৃটিশ বিশপ কেনেথ ক্রেগ নামে অন্য একজন খৃষ্টান পণ্ডিত তার The Call of The Minaret নামক বইয়ের ২৭৭নং পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

"ইঞ্জিলও সে রকম নয়[২].... সেখানে সংকোচন ও সংশোধন আছে, পসন্দ, পনুরুৎপাদন ও সাক্ষ্য আছে। গসপেলগুলো লেখকদের ছদ্মাবরণে গীর্জার পাদ্রীদের মনেরই বহিঃপ্রকাশ। এগুলো অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস বর্ণনা করে।"

যদি 'শব্দের' কোনো অর্থ থাকে, তাহলে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য আর কোনো শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে মন্তব্যের প্রয়োজন আছে কি ? না! থলের বিড়াল বেরিয়ে যাওয়ার পরও পেশাদার প্রচার বিশারদরা তাদের পাঠকদের বিশ্বাস করানোর ধৃষ্টতা দেখায় যে, সন্দেহাতীতভাবে বাইবেল আল্লাহর অকাট্য বাণী। তাদের বাক চাতুরী ও শব্দ নিয়ে খেলা সত্যই আশ্চর্যজনক !

উভয় ধর্ম বিষয়ক পণ্ডিতই অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে, বাইবেল মানুষের সৃষ্টি আবার সবসময় ভান করছিলেন যে, তাঁরা এর বিপরীতটাই প্রমাণ করছেন। একটি প্রাচীন আরবী প্রবাদ আছে, "যাজকরাই যদি এমন হয়, তবে আল্লাহ তাদের উপাসকবৃন্দের উপর রহমত করুন।"

---

১. বাইবেল শুধুমাত্র একটি বই নয়। বরং এটি অনেকগুলো বইয়ের সংকলন।

২. অবশ্য কুরআন সম্পূর্ণ এর পরিপন্থী। তাতে কোনো সংকোচন ও সম্প্রসারণ নেই।

www.amarboi.org

এ রকম অর্থহীন বাক্য নিয়ে গসপেলের উত্তপ্ত আলোচনাকারী এবং বাইবেল নিয়ে টেবিল চাপড়ানোকারী ব্যক্তিরা ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্র যে তখনও ইউনিভার্সটি অব উইটওয়াটারস্র্যাণ্ড থেকে ঈসা (আ)-এর বাণী প্রচারক হিসেবে পাশ করেনি, সে জোহান্সবার্গের নিউটাউন মসজিদে নামাযের জামায়াতের মুসল্লীদের ধর্মান্তরিত করার মহান (?) পরিকল্পনা নিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করতো। যখন আমি তার সাথে পরিচিত হলাম ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারলাম, তখন আমি তাকে মসজিদের অদূরে আমার ভাইয়ের বাসায় দুপুরে খাওয়ার দাওয়াত দিলাম। খাওয়ার টেবিলে যখন বাইবেলের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এবং তার একগুঁয়েমী ও গোঁড়ামী বুঝতে পারলাম, তখন আমি তার মত নিশ্চিতভাবে জানার জন্য বললাম, "তোমাদের প্রফেসর গেইজার (ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান) বাইবেলকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করেন না।" কোনো রকম বিস্ময় ছাড়াই সে বললো, 'আমি জানি'। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাইবেল সম্পর্কে প্রফেসরের দৃঢ় বিশ্বাস সম্পর্কে জানি না। ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্বকে ঘিরে যে বাদানুবাদের ঝড় উঠেছিলো তা থেকে আমি এ অনুমানটি করেছিলাম। কয়েক বছর আগে তিনি গোঁড়া বিশ্বাসীদের সাথে এ ইস্যু নিয়ে বিতর্ক করেছেন। আমি বলতে লাগলাম, তার বক্তৃতা দ্বারা বাইবেলকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস হয় না। এ তরুণ খৃস্টান ধর্ম প্রচারক আবার বললো, "আমি জানি।" সে এবারও বললো, "কিন্তু আমি এটাকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করি।" এ রকম মানুষের জন্য কোনো প্রতিষেধক নেই এমনকি ঈসা (আ)-এর এ রকম অসুস্থ মানসিকতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না এবং বুঝেও না।"–মথি ১৩ ঃ ১৩

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনেও একগুঁয়ে মানসিকতার নিন্দা করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَايَرْجِعُوْنَ ○ البقرة : ١٨

"তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮

এ পাতাগুলো সেসব আন্তরিক ও বিনয়ী আত্মার জন্য নিবেদিত যারা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর আলোর সন্ধান পেতে এবং এর দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করতে আগ্রহী। আর যাদের রয়েছে বিকৃত মানসিকতা এগুলো কেবল তাদের মনের রোগ এবং অন্তর্জ্বালা বাড়াবে।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম দৃষ্টিকোণ

দাম্ভিক খৃষ্টান

হাজার হাজার ক্যাথলিক প্রটেস্টেন্ট, কাল্টিস্ট কিংবা কোনো খৃষ্টান উপদল বা সমষ্টির মধ্যে আপনি এমন একজন মিশনারীকেও পাবেন না, যে তার সম্ভাব্য ধর্মান্তরিত শিষ্যের কাছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবেও পবিত্র বাইবেলকে চূড়ান্ত প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে পেশ করে। ভাবী ধর্মান্তরিত ব্যক্তির এ ক্ষেত্রে একটিই করণীয়। আর তাহলো, বাইবেল থেকে মিশনারীদের বিরোধী অথবা তাদের ব্যাখ্যার সাথে সংঘর্ষ মুখর বাণী উদ্ধৃত করা।

একগুঁয়ে প্রশ্নটি

যখন মুসলমানরা খৃষ্টানদের স্বীয় পবিত্র গ্রন্থ থেকে নিজেদের যুক্তির পক্ষে প্রমাণ পেশ করে এবং যখন পেশাদার পাদ্রী ঐ যুক্তি খণ্ডন করতে পারে না তখন খৃষ্টানরা অপরিহার্য চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বলে ঃ "তুমি কি বাইবেলকে আল্লাহর বাণী হিসেবে বিশ্বাস কর ?" বাহ্যিকভাবে প্রশ্নটা সোজা মনে হয়, কিন্তু সাধারণ 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে এর উত্তর দেয়া যায় না। দেখুন, কাউকে প্রথমে তার অবস্থা ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু খৃষ্টানরা তাকে এ সুযোগ দেবে না। তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে। বলতে থাকে, 'হ্যাঁ' বা 'না' এরূপ উত্তর দাও। দুই হাজার বছর আগে ইহুদীরাও ঈসা (আ)-এর প্রতি এরূপ আচরণ করেছিল। ব্যতিক্রম ছিল, আজকের যুগের ফ্যাশনের মত তিনি আশ্চর্যজনকভাবে অপরাধীর হাতাবিহীন আঁটসাট জামা পরিহিত ছিলেন না।

পাঠক তাৎক্ষণিকভাবে সম্মত হবেন যে, কোনো ব্যাপারই সবসময় শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' হতে পারে না। এ দুই বিপরীত প্রান্তসীমার মাঝখানে রয়েছে বিভিন্ন রকমের ধূসর বর্ণ। আপনি যদি তার প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেন, তাহলে আপনি বাইবেলের আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি গিলতে প্রস্তুত বলে বুঝা যায়। আর আপনি যদি উত্তরে 'না' বলেন, তাহলে আপনি যেসব যুক্তি পেশ করেছেন তা থেকে সে তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়ে তার সহধর্মবিদদের সমর্থন নিয়ে বলবে, দেখ, এ ব্যক্তি বাইবেল বিশ্বাস করে না ! তাহলে আমাদের ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে তার যুক্তি পেশ করার কোনো অধিকার আছে কি ? এ ধরনের ডিগবাজী দিয়ে সে সন্তুষ্ট চিত্তে বিশ্রাম নেয় এ কারণে যে, সে এ বিষয়টিকে নিরাপদে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এমতাবস্থায় ইসলামের প্রচারককে কি করতে হবে ? তাকে তখন অবশ্যই

www.amarboi.org

বাইবেলের মুখোমুখি তার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এটাই তার করণীয়।

সাক্ষ্যের তিনটি স্তর

মুসলমানদের একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, বাইবেলে তিন রকম সাক্ষ্য আছে যা কোনোরূপ বিশেষ ট্রেনিং ছাড়াই জানা যায়। এগুলো হলো ঃ

১. আপনি বাইবেলে "আল্লাহর বাণী" বলতে কি বুঝায় তা বুঝাতে সক্ষম হবেন।

২. আবার আপনি বাইবেলে "আল্লাহর নবীর বাণী" বলতে কি বুঝায় তাও বুঝাতে সক্ষম হবেন।

৩. আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বাইবেলের বিরাট অংশ প্রত্যক্ষদর্শী শ্রোতার বর্ণনা কিম্বা এমন সব লোকের লেখা, যারা অন্যের কাছ থেকে শুনে লিখেছেন, তাই সেগুলো "ঐতিহাসিকদের বর্ণনা"।

আপনাকে বাইবেলে এ তিন প্রকার বাণীর প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হবে না। নিম্নোক্ত উক্তিগুলোই ব্যাপারটিকে আয়নার মতো স্বচ্ছ করে দেবে ঃ

প্রথম প্রকার ঃ

ক. আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব ; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন।"–দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ১৮

খ. আমি, আমিই সদাপ্রভু ; আমি ভিন্ন আর ত্রাণকর্তা নাই।"–যিশাইয় ৪৩ ঃ ১১

গ. হে পৃথিবীর প্রান্ত সকল ! আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, কেননা আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়।"–যিশাইয় ৪৫ ঃ ২২

বন্ধনীর মধ্যে উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে উত্তম পুরুষ লক্ষ্য করুন। কোনো রকম অসুবিধা ছাড়াই আপনার কাছে উপরোক্ত স্তবকগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে সহজেই মনে হবে।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

ক. যীশু উচ্চরবে চিৎকার করে ডেকে বললেন, 'এলী এলী শবক্তানী অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?"
মথি ২৭ ঃ ৪৬

খ. যীশু উত্তর করিলেন, "হে ইস্রায়েল, শুন ; প্রথমটী এই, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু।"–মার্ক ১২ ঃ ২৯

গ. যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর।"–মার্ক ১০ ঃ ১৮

এমনকি একজন শিশুও একথা বুঝতে সক্ষম যে, যীশু 'ডেকে বললেন', যীশু 'উত্তর দিলেন' এবং যীশু 'কহিলেন–এ শব্দগুলো হলো তার যার সাথে এগুলোকে বিশেষিত করা হয়েছে অর্থাৎ এগুলো হলো আল্লাহর নবীর নাম।

তৃতীয় প্রকার ঃ

"দূর হইতে সপত্র এক ডুমুর গাছ দেখিয়া হয়তো তাহা হইতে কিছু ফল পাইবেন বলিয়া তিনি (যীশু) কাছে গেলেন ; কিন্তু নিকটে গেলে (তিনি)* (যীশু) পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।"–মার্ক ১১ ঃ ১৩

বাইবেলের বেশির ভাগ অংশ হচ্ছে এ তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত। এগুলো তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বাণী। চিহ্নিত শব্দগুলো লক্ষ্য করুন। এগুলো আল্লাহ্ বা তাঁর নবীর বাণী নয় বরং একজন ঐতিহাসিকের বাণী।

মুসলমানদের পক্ষে এ তিন প্রকার প্রমাণের পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই সহজ। কারণ, তার ঈমানের মধ্যেও এ তিন প্রকার বাণী রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে ভাগ্যবান। কারণ তাদের এ সকল বিভিন্ন প্রকার বাণী পৃথক বইতে সন্নিবেশিত আছে।

এক ঃ প্রথম প্রকার–আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়।

দুই ঃ দ্বিতীয় প্রকার–রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

তিন ঃ তৃতীয় প্রকারের বাণী ইসলামের ইতিহাসের বইগুলোতে সংরক্ষিত আছে যেগুলো উচ্চ পর্যায়ের পরিশ্রমী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের লিখা আর কিছু

* বাংলা বাইবেলে "তিনি" নেই। কিন্তু ইংরেজী বাইবেলে "he" রয়েছে। পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে এখানে "তিনি" সংযোগ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

কিছু বাম নির্ভরযোগ্য লেখকদের দ্বারা লিখিত। তবে মুসলমানরা উপদেশ মতো তাদের বইগুলো আলাদা আলাদা সংরক্ষণ করেছেন।

মুসলমানরা এ তিন প্রকারের বাণীগুলোকে তাদের প্রামাণিক মতের ধাপ অনুযায়ী সতর্কভাবে আলাদা রেখেছেন। তারা কখনো এগুলোকে মিশ্রিত করে না। অপরদিকে বাইবেলে একই কাতারে বিচিত্র রকমের সাহিত্য রয়েছে যা বিব্রতকর, নোংরা ও অশ্লীলতা নিয়ে গঠিত। একজন খৃস্টানকে সকল বাণীর প্রতি সমান আধ্যাত্মিক আনুগত্য প্রকাশ করতে হয় এবং তাই এ ক্ষেত্রে সে দুর্ভাগ্যবান।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ

এখন একজন খৃস্টানের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তার দাবীর বিশ্লেষণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

তুষ থেকে গম আলাদা করা

বাইবেলের বিভিন্নতা যাঁচাইয়ের আগে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসের একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রয়োজন। যখন আমরা বলি যে, আমরা তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআনে বিশ্বাস করি, তখন মূলত আমরা কি বুঝাতে চাই। আমরা জানি যে, কুরআন আল্লাহর অকাট্য বাণী যা প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে এক এক শব্দ করে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে এবং গত চৌদ্দশত বছর ধরে মানুষের বিকৃতির হাত হতে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত রয়েছে।[১] এমনকি ইসলামের কঠোর সমালোচনাকারীরাও কুরআনের পবিত্রতা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'সম্ভবত পৃথিবীতে আর কোনো বই নেই যা বার শতাব্দী (বর্তমানে ১৪ শতাব্দী) ধরে একেবারেই অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।"–স্যার উইলিয়াম মুর

আমরা মুসলমানরা যে তাওরাতে বিশ্বাস করি, তা খৃস্টান বা ইহুদীদের 'তোরাহ' নয়, যদিও শব্দদ্বয়ের একটি আরবী অপরটি হিব্রু। অর্থ একই। আমরা বিশ্বাস করি যে, যাই কিছু হযরত মূসা (আ) প্রচার করে থাকেন না কেন, তা ছিল আল্লাহর আদেশ নিষেধ। কিন্তু মূসা (আ) সে সমস্ত বইয়ের লেখক নন, যা খৃস্টান ও ইহুদীরা দাবী করে থাকে।[২]

অনুরূপভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, যবুর হযরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ। কিন্তু বর্তমানের যে ধর্ম সংগীতের সাথে তাঁর নাম যুক্ত, তা তাঁর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব নয়। খৃস্টানরাও এটা জোর করে দাবী করে না যে দাউদ (আ) তাঁর ধর্ম সংগীতের একমাত্র লেখক।

ইনজিল কি ? ইনজিল হলো গসপেল বা সুসমাচার যা ঈসা (আ) তার সংক্ষিপ্ত নবী জীবনে প্রচার করেছেন। এ গসপেল লেখকরা প্রায়ই উল্লেখ করেছেন যে, ঈসা (আ) প্রবৃত্ত হলেন এবং গসপেল (ইনজিল) প্রচার করলেন ঃ

১. আপনি মুসলিম বা অমুসলিম যাই হন না কেন, আপনাকে এ দাবী শুধু বিশ্বাসের কারণে মেনে নিতে হবে না। বরং আপনি এ বিষয় যাঁচাই করে দেখতে পাবেন যে, কুরআন স্বর্গীয় গাণিতিক নিয়মে সংরক্ষিত হয়েছে। এটা আপনি সহজেই বুঝতে ও অনুভব করতে পারবেন।

২. মূসা (আ) বাইবেলীয় তাওরাত প্রণেতা নন, এ শিরোনামে পরবর্তীতে আরো প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

১. "আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যধি আরোগ্য করিলেন।"-মথি ৯ ঃ ৩৫

২. "কিন্তু যে কেহ আমার এবং সুসমাচারের নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।"–মার্ক ৮ ঃ ৩৫

৩. "একদিন তিনি ধর্ম্মধামে লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন ও সুসমাচার প্রচার করিতেছেন।"–লূক ২০ ঃ ১

গসপেল বা সুসমাচার একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। কিন্তু কি সুসমাচার ঈসা (আ) প্রচার করেছেন ? নিউটেস্টামেন্টের সাতাশটি বইয়ের মধ্যে শুধুমাত্র অল্প কিছু অংশ ঈসা (আ)-এর বাণী হিসেবে মেনে নেয়া যায়। সেন্ট মথি, সেন্ট মার্ক, সেন্ট লূক ও সেন্ট জনের সুসমাচার নিয়ে খৃস্টানরা গর্ব করে। কিন্তু সেখানে তো ঈসা (আ)-এর সুসমাচার নামে কোনো সুসমাচারই নেই। আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, ঈসা (আ) যাকিছু প্রচার করেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে করেছেন। এটাই ইনজিল, ইসরাঈলের সন্তানদের জন্য সুসমাচার ও আল্লাহর নির্দেশিকা। নিজ জীবদ্দশায় ঈসা (আ) কখনো একটা অক্ষরও লেখেননি এবং অন্য কাউকেও লিখতে নির্দেশ দেননি। তাই বর্তমানকালে সুসমাচার বলে যা চালিয়ে দেয়া হয়, সেগুলো অজ্ঞাত লেখকদেরই সৃষ্টি।

আমাদের সামনে যে প্রশ্ন তাহলো, "তুমি কি বাইবেলকে আল্লাহর বাণী বলে গ্রহণ কর ?" এ প্রশ্নটা আসলেই এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। প্রশ্নকারী এ প্রশ্নের মাধ্যমে শুধুমাত্র আলোকবর্তিকাই পেতে চায় না। প্রশ্নটিতে রয়েছে বিতর্কের সুর। আমাদেরও এ রকম একটি প্রশ্ন করার সমান অধিকার রয়েছে। আমরা প্রশ্ন করতে পারি, তুমি কোন্ বাইবেলের কথা বলছো ?" সে উত্তরে বলে ঃ "কেন, বাইবেল তো একটাই।"

ক্যাথলিক বাইবেল

ডুয়েতে প্রকাশিত বাইবেলের রোমান ক্যাথলিক সংস্করণ হাতে নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, "তুমি কি এ বাইবেলকে আল্লাহর বাণী বলে গ্রহণ কর ?" ক্যাথলিক ট্রুথ সোসাইটি তাদের কাছে জ্ঞাত করণের প্রেক্ষিতে বাইবেলের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছে। তারা বর্তমানে বাজারের বিভিন্ন সংস্করণের মোকাবিলায় বাইবেলের এ বেমানান সংস্করণ প্রকাশ করে। খৃস্টান প্রশ্নকর্তা এতে দমে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, "এটা কোন্ বাইবেলে ?" কেন, আমার মনে হয়, তুমি বলেছ যে, "বাইবেল তো একটাই !" আমি তাকে স্মরণ

www.amarboi.org

করিয়ে দিলাম। সে দ্বিধান্বিত হয়ে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, কিন্তু এটা কোন্ সংস্করণ ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে ?" অবশ্যই করে এবং পেশাদার ধর্ম প্রচারকরাও জানে যে এটা তা করে। সে শুধুমাত্র একটি বাইবেলের দাবী নিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে।

১৫৮২ (খৃ) রিমসে রোমান ক্যাথলিক বাইবেল জেরোসির বাইবেলের ল্যাটিন সংস্করণ থেকে প্রকাশিত হয় এবং ডুয়েতে ১৬০৯ (খৃ) পুনঃ প্রকাশিত হয়। এভাবে রোমান ক্যাথলিক বাইবেল সবচেয়ে পুরানো সংস্করণ যা এখনো বিক্রি হয়। প্রাচীন সংস্করণ সত্ত্বেও সমগ্র প্রোট্যাস্টেন্ট বিশ্ব এমনকি কাল্টরাও[১] রোমান ক্যাথলিক সংস্করণের নিন্দা করে। কারণ এর মধ্যে এমন সাতটি অতিরিক্ত বই আছে যেগুলোকে তারা (apocrypha) অবজ্ঞা করে এবং সন্দেহমূলক মনে করে। রোমান ক্যাথলিক সংস্করণের সর্বশেষ বই এপোক্যালাইপস এ (প্রোটেস্টেন্ট কর্তৃক Revelation নামকরণকৃত) কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঃ

> "যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে এই গ্রন্থে লিখিত আঘাত সকল যোগ করিবেন।"–প্রকাশিত বাক্য ২২ ঃ ১৮-১৯

কিন্তু কে এ সতর্কবাণীর গুরুত্ব দেয় ! তারা সত্যিই বিশ্বাস করে না। প্রোট্যাস্টেন্টরা সাহসিকতার সাথে তাদের ঈশ্বরের বই হতে সাতটি সম্পূর্ণ বই বাদ দিয়েছে। বাদ পড়া বইগুলো হলো ঃ

জুডিথের বই,
টোবিয়াসের বই,
বারুসের বই,
ইসথারের বই ইত্যাদি।

প্রোট্যাস্টেন্টদের বাইবেল

প্রোট্যাস্টেন্ট বাইবেলের প্রামাণিক অনুবাদ, যা কিং জেমস ভার্সান নামে বেশী খ্যাত। এ সম্পর্কে স্যার উইন্সিটন চার্চিল কিছু উপযুক্ত কথা বলেছেন, "বাইবেলের প্রামাণিক অনুবাদ (Authorised Version) ১৬১১ (খৃ) রাজা ১ম জেমসের ইচ্ছা ও আদেশানুসারে প্রকাশিত হয় যা আজো তার নাম বহন করে।"

১. উগ্রপন্থী খৃষ্টানরা যেহোভার সাক্ষী, ঈসা (আ)-এর ২য় বার পৃথিবীতে আগমন সন্নিকট মতবাদে বিশ্বাসী, The Day Adventist এবং অন্যান্য হাজার হাজার ধর্মীয় দল ও গোষ্ঠীকে এ অপমানজনক উপাধিতে ভূষিত করে এবং তাদেরকে অবজ্ঞা করে।

www.amarboi.org

রোমান ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করে যে, প্রোট্যাস্টেন্টরা বাইবেলের অবমাননা করেছে। তথাপি তারা নতুন ধর্মান্তরিতদেরকে বাইবেলের এ প্রামাণিক অনুবাদ কিনতে বাধ্য করে প্রোট্যাস্টেন্টদের অপরাধে মদদ যোগাচ্ছে। এ প্রামাণিক অনুবাদ বিশ্বের একমাত্র বাইবেল যা কম উন্নত দেশগুলোতে প্রায় ১৫০০ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। রোমান ক্যাথলিকরা গাভীর দুধ দোহন করে, কিন্তু খাওয়াটা যায় প্রোট্যাস্টেন্টদের পেটে। বেশির ভাগ ক্যাথলিক ও প্রোট্যাস্টেন্ট খৃষ্টান এ প্রামাণিক অনুবাদ ব্যবহার করে যা কিং জেমস ভার্সান নামে অভিহিত।

উচ্চ মর্যাদা

এ বাইবেল স্যার উইনস্টন চার্চিলের মতে, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬১১ (খৃ) তারপর পুনঃ পরীক্ষা ও সংশোধন করা হয় ১৮৮১ (খৃ) (Revised Version) এবং ১৯৫২ (খৃ) পুনঃ সংশোধন (Revised Standard Version) সংক্ষেপে (RSV) করে সময়োপযোগী করা হয়। তারপর ১৯৭১ সনে আবারো (RSV) সংশোধন হয়। আসুন, খৃষ্টান জগত এই পুনঃ পুনঃ সংশোধিত সর্বশেষ বাইবেল (RSV) সম্পর্কে কি বলে তা আমরা দেখি।

"এটা বর্তমান শতাব্দীতে প্রকাশিত সবচেয়ে সুন্দর অনুবাদ।"

-Church of England Newspaper

"উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে সজীব অনুবাদ।"

-Times Literary Supplement

"Authorised Version -এর জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে যুক্ত হয়েছে অনুবাদের নতুন বিশুদ্ধতা।"-Life and Work

"আসলের কাছাকাছি এবং সবচেয়ে শুদ্ধ।"-The Times

কলিন্স প্রকাশকরা স্বয়ং তাদের প্রকাশিত (RSV) বাইবেলের শেষে ১০নং পৃষ্ঠার টীকায় বলেছেন, "এ বাইবেল বত্রিশজন পণ্ডিতের সমন্বয়ে তৈরি এবং আরো পঞ্চাশজনের একটি উপদেষ্টা কমিটি তাদেরকে সহায়তা করেছে।" প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এ রকম গর্ব ? জনসাধারণকে তাদের পণ্য কিনতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ? এ সকল সাক্ষ্য একজন ক্রেতাকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে যে, সে সঠিক ঘোড়ার পেছনেই ছুটছে। তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে না যে, তাদেরকে ঘোড় সওয়ারের জন্য নেয়া হচ্ছে।

www.amarboi.org

বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত বই

কিন্তু বাইবেলের প্রামাণিক অনুবাদ (AV) তাহলে কি বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত বই ? এ সংশোধনকারীরা প্রত্যেকেই ভালো বিক্রেতা এবং তারা এ সম্পর্কে কিছু সুন্দর কথা বলেছেন। RSV-এর ভূমিকায় তিন নম্বর পৃষ্ঠার ছয় নম্বর প্যারাতে বলা হয়েছে ঃ*

PREFACE

THE Revised Standard Version of the Bible is an authorized revision of the American Standard Version, published in 1901, which was a revision of the King James Version, published in 1611.

The first English version of the Scriptures made by direct translation from the original Hebrew and Greek, and the first to be printed, was the work of William Tyndale. He met bitter opposition. He was accused of willfully perverting the meaning of the Scriptures, and his New Testaments were ordered to be burned as "untrue translations." He was finally betrayed into the hands of his enemies, and in October 1536, was publicly executed and burned at the stake.

Yet Tyndale's work became the foundation of subsequent English versions, notably those of Coverdale, 1535; Thomas Matthew (probably a pseudonym for John Rogers), 1537; the Great Bible, 1539; the Geneva Bible, 1560; and the Bishops' Bible, 1568. In 1582 a translation of the New Testament, made from the Latin Vulgate by Roman Catholic scholars, was published at Rheims.

The translators who made the King James Version took into account all of these preceding versions; and comparison shows that it owes something to each of them. It kept felicitous phrases and apt expressions, from whatever source, which had stood the test of public usage. It owed most, especially in the New Testament, to Tyndale.

The King James Version had to compete with the Geneva Bible in popular use; but in the end it prevailed, and for more than two and a half centuries no other authorized translation of the Bible into English was made. The King James Version became the "Authorized Version" of the English-speaking peoples.

The King James Version has with good reason been termed "the noblest monument of English prose." Its revisers in 1881 expressed admiration for "its simplicity, its dignity, its power, its happy turns of expression . . . the music of its cadences, and the felicities of its rhythm." It entered, as no other book has, into the making of the personal character and the public institutions of the English-speaking peoples. We owe to it an incalculable debt.

Yet the King James Version has grave defects. By the middle of the nineteenth century, the development of Biblical studies and the discovery of many manuscripts more ancient than those upon which the King James Version was based, made it manifest that these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation. The task was undertaken, by authority of the Church of England, in 1870. The English Revised Version of the Bible was published in 1881–1885; and the American Standard Version, its variant embodying the preferences of the American scholars associated in the work, was published in 1901.

Because of unhappy experience with unauthorized publications in the two decades between 1881 and 1901, which tampered with the text of the English Revised Version in the supposed interest of the American public, the American Standard Version was copyrighted, to protect the text from unauthorized changes. In 1928 this copyright was acquired by the International Council of Religious Education, and thus passed into the ownership of the churches of the United States and Canada which were associated in this Council through their boards of education and publication.

The Council appointed a committee of scholars to have charge of the text of the American Standard Version and to undertake inquiry as to whether

iii

This is a photographic reproduction from the R.S.V. 1971

* এর ফটো কপি দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

"বাইবেলের কিং জেমস ভার্সান (AV)-কে কিছু কারণের জন্য ইংরেজী গদ্যের উৎকৃষ্ট নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ১৮৮১ সনের সংশোধনকারীরা এর সহজতা, মহত্ত্ব, সাবলীলতা, মনোভাব প্রকাশের সুন্দর ধারা, সুরের ঝংকার এবং ছন্দের মধুর মমতার প্রশংসা করেছেন। এটি ইংরেজী ভাষাভাষীদের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে যা অন্য কোনো বইয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এর প্রতি ঋণী।"

প্রিয় পাঠক, আপনি কি 'বইসমূহের বই' এর প্রতি উপরে বর্ণিত উন্নত সম্মানবোধ থেকে আরো অধিক সম্মান প্রদর্শনের ধারণা করতে পারেন?

অন্ততঃপক্ষে আমি পারি না। এখন বিশ্বাসী খৃস্টানদের পালা। তারা তাদের প্রিয় ধর্মীয় আইনজীবীদের কঠোর আঘাত হতে নিজেদেরকে রক্ষা করুন। কারণ তারা নিঃশ্বাসেই বলে ফেলে, "কিং জেমস ভার্সনে এখনও অনেক মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে এবং এ ভুলগুলো এতোবেশী ও এতো মারাত্মক যে, সেগুলো সংশোধনের আহ্বান জানানো হোক।" এটা একেবারে ঘোড়ার মুখ থেকেই বের হয়েছে অর্থাৎ সর্বাধিক সম্মানিত গোঁড়া খৃস্টান পণ্ডিতরাই বলেছে। বর্তমানে আরেকদল ঐশ্বরিক পণ্ডিতদের দরকার যারা তাদের পবিত্র গ্রন্থের বড় ও মারাত্মক ভুলগুলোর কারণ এবং প্রতিকার নির্দেশ করে একটি বিশ্বকোষ রচনা করবেন।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চাশ হাজার ভুল (?)

১৯৫৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর জেহোভার সাক্ষী নামক দল কর্তৃক প্রকাশিত "AWAKE" ম্যাগাজিনে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়। তাহলো "বাইবেলে ৫০,০০০ ভুল ?

আমি যখন এ বইটি লিখার ব্যাপার চিন্তা করছিলাম, তখন এক রোববার সকালে কে যেন আমার দরযায় আওয়াজ দিল। আমি দরযা খুললাম। একজন ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়ে, হেসে বললো, "শুভ সকাল"। আমি উত্তরে বললাম, "শুভ সকাল"। সে আমাকে তাদের "AWAKE"! ও WATCH OVER ম্যাগাজিন উপহার দিল। হ্যাঁ, একজন জেহোভার সাক্ষীই বটে ! যদি এ রকম আরো কয়েকজন আপনার দরযায় পূর্বে আওয়াজ দিতো, তবে আপনি তাদের দেখেই চিনতে পারতেন। তারা মানুষের দরযায় এভাবে আওয়াজ দেয় ! আমি তাকে ভেতরে অভ্যর্থনা জানালাম।

যখন সে বসলো, তখন আমি পরবর্তী পৃষ্ঠায় আপনারা যা দেখেছেন তা বের করলাম। পাতার উপরের মনোগ্রামের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি

বললাম, "এটা কি তোমাদের ?" সে তৎক্ষণাৎ বললো, 'হ্যাঁ'। আমি বললাম, এতে বলা হয়েছে যে, বাইবেলে ৫০,০০০ ভুল আছে। এটা কি সত্য ? "এটা আবার কি ?" সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো। আমি পুনরাবৃত্তি করলাম, "আমি বললাম যে, এতে বলা হয়েছে, বাইবেলে ৫০,০০০ ভুল আছে।" সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এটা কোথায় পেয়েছ।" (এটা ২৩ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, যখন সে সম্ভবত শিশু ছিল) আমি বললাম, "অপ্রয়োজনীয় কথা রাখ—এটা কি তোমাদের ?" পুনরায় "AWAKE!" মনোগ্রামের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করি। সে বললো, "আমি কি একটু দেখতে পারি ?" আমি বললাম,

www.amarboi.org

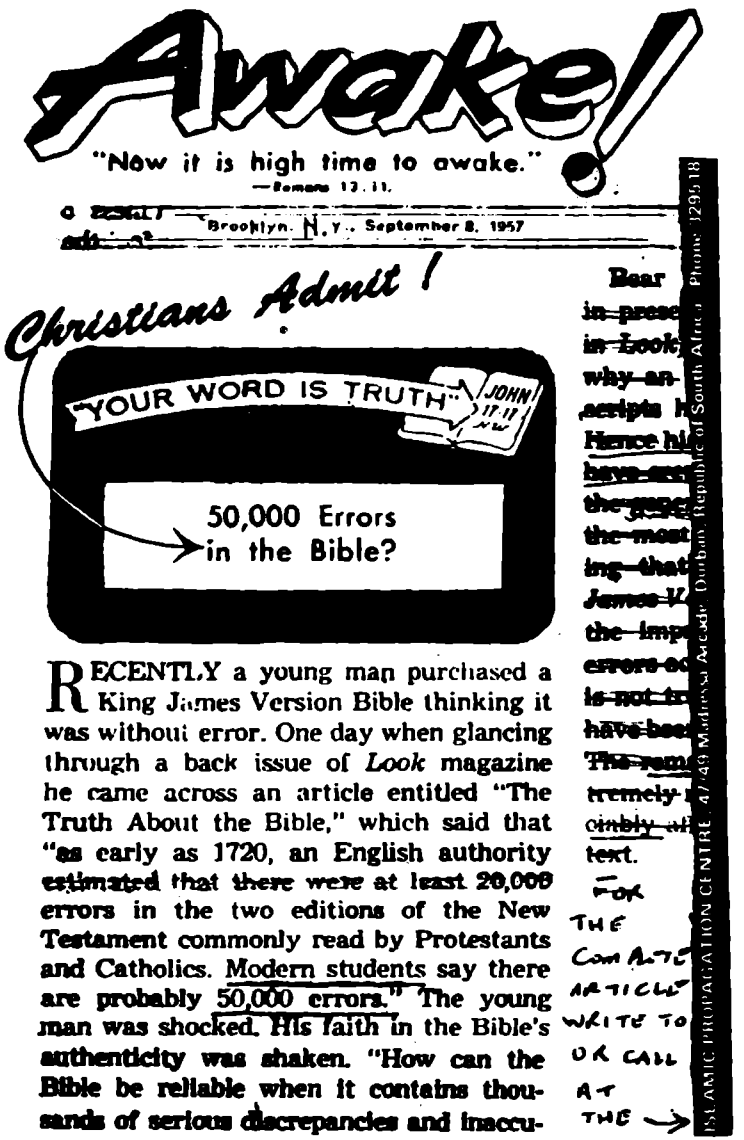

"অবশ্যই"। আমি তাকে পৃষ্ঠাটি দিলাম। সে দেখতে শুরু করলো। জেহোভার সাক্ষীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা Kingdom Hall-এ সপ্তাহে পাঁচবার ক্লাস করে। তাই খৃষ্টান জগতের এক হাজার এক উপদল মিশনারীর মধ্যে তারাই সবচেয়ে

RECENTLY a young man purchased a King James Version Bible thinking it was without error. One day when glancing through a back issue of *Look* magazine he came across an article entitled "The Truth About the Bible," which said that "as early as 1720, an English authority estimated that there were at least 20,000 errors in the two editions of the New Testament commonly read by Protestants and Catholics. Modern students say there are probably 50,000 errors." The young man was shocked. His faith in the Bible's authenticity was shaken. "How can the Bible be reliable when it contains thousands of serious discrepancies and inaccuracies?" he asks.

Bear in prese... in Look... why an... scripts h... Hence hi... have... the... the most... ing that... James V... the imp... errors o... is not... have bee... The rem... tremely... cinbly... text.

SEPTEMBER 8 1957 AWAKE!

www.amarboi.org

যোগ্য। তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয় যে, যখন তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে তখন যেন তারা কোনো কিছুতে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে এবং মুখ না খোলে। কি বলতে হবে সে সম্পর্কে পবিত্র আত্মার নির্দেশ পর্যন্ত যেন তারা অপেক্ষা করে।

যখন সে পাতাটি পড়ছিল, তখন আমি নিঃশব্দে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। হঠাৎ সে মাথা তুললো। সে তা দেখতে পেয়েছে, পবিত্র আত্মা তাকে নির্দেশ দিয়েছে। সে বলা শুরু করলো, প্রবন্ধটি বলে যে, অধিকাংশ ভুল সংশোধন করা হয়েছে।" আমি বললাম, "যদি বেশির ভাগ সংশোধন করা হয় তাহলে ৫০,০০০ এর মধ্যে আর কতগুলো ভুল বাকী আছে ? ৫,০০০? ৫০০? ৫০ ? যদিও বা ৫০টি ভুল থাকে, তাহলে কি তোমরা সেগুলোকে আল্লাহর ভুল বলবে ? সে নির্বাক হয়ে গেল। সে চলে যেতে উদ্যত হলো এই বলে যে, সে তার গীর্জার সিনিয়র সদস্যদের নিয়ে আবার আসবে। হায় ! সেই দিন যদি ফিরে আসে !

যদি এ পুস্তিকা প্রস্তুত থাকতো, তবে আমি তাকে এ পুস্তিকা দিতাম এই বলে যে, "আমি তোমার একটি আনুকুল্য করতে চাই। তোমার নাম, ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর দাও। আমি তোমাকে 'বাইবেল কি আল্লাহর বাণী' নামে এ বইটি নব্বই দিনের জন্য ধার দেব। আমি এর একটি লিখিত উত্তর চাই।" যদি তুমি ও কিছু মুসলমান এ কাজটি করো, তাহলে তারা সহ অন্যান্য মিশনারীরা আর কখনও কোনো মুসলমানের দরযায় করাঘাত করবে না। আমি আশা করি যে, এ বইয়ের প্রকাশ অভূতপূর্ব কার্যকর হবে। ইনশাআল্লাহ।

গোঁড়া খৃস্টানদের কাছে নিন্দিত জেহোভার সাক্ষীরা ঈশ্বরের বাণী নিয়ে খেলার জন্য গোঁড়া ত্রিত্ববাদীদেরকে দোষারোপের ব্যাপারে খুবই কঠোর হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাও একই খেলায় মেতেছে। আলোচ্য প্রবন্ধ 'বাইবেলে ৫০,০০০ ভুল ?" এ ব্যাপারে তারা বলেছে, "সেখানে প্রায় ৫০,০০০ ভুল আছে ..... সেসব ভুল যেগুলো প্রবেশ করেছে ..... ৫০,০০০ এ রকম মারাত্মক ভুল ? ..... বেশির ভাগ তথাকথিত ভুল ..... মোটের উপর বাইবেল বিশুদ্ধ।" (!) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

Revised Standard Version (RSV)-এর লেখকরা যেসব হাজার হাজার বড় বা ছোট ভুল সংশোধন করেছেন, সেগুলো সবগুলো আলোচনা করার সময় ও সুযোগ আমাদের নেই। আমরা সেই সুযোগটি খৃস্টান পণ্ডিতদের কাছে ছেড়ে দিতে চাই। এখানে আমি শুধুমাত্র অর্ধ ডজন ছোট ভুল সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

www.amarboi.org

১। "অতপর প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন ; দেখ, এক কুমারী গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইম্মানূয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে।"-যিশাইয় ৭ ঃ ১৪ Authorised Version

উপরোক্ত শ্লোকের অপরিহার্য 'কুমারী' শব্দটির বদলে RSV-তে যুবতী, মহিলা বলা হয়েছে যা হিব্রু শব্দ, 'আলমাহ' এর সঠিক অনুবাদ। হিব্রু বাইবেলে 'আলমাহ' শব্দটিই আছে। 'বেথুলাহ' নেই যার অর্থ কুমারী। এ ভুলের শুদ্ধরূপ একমাত্র ইংলিশ ভাষাতেই পাওয়া যায়, যেহেতু RSV শুধুমাত্র এ ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। তাই খৃস্টানরা সারা বিশ্বের ১৫০০ ভাষাভাষী আফ্রিকান কিংবা আরব বা জুলুদের জন্য এ 'কুমারী' শব্দটিই বহাল রেখেছে।

জন্ম, তৈরি নয়

"যীশু আল্লাহর একমাত্র জন্ম পুত্র, তাকে তৈরি করা হয়নি বরং জন্ম দেয়া হয়েছে।"–এটি গোঁড়া খৃস্টানদের ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার একটি সংযোজন যা নিম্নের স্তবকের সমর্থক ঃ

২। "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"–যোহন ৩ ঃ ১৬-AV

কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন পুরোহিতই নতুন কোনো ধর্মান্তরিতের কাছে ধর্ম প্রচারের সময় 'পিতার পুত্র' একথা বলতে ভুল করবে না। কিন্তু বর্তমানে এ 'জন্মপুত্র' শব্দটি বাইবেলের সংশোধনকারীরা কোনোরূপ কৈফিয়ত ছাড়াই বাদ দিয়েছে। তারা গীর্জার কর্তৃপক্ষদের মতোই নীরব এবং পাঠকদের দৃষ্টি এ বাদ পড়ার কাজের দিকে আকর্ষণের কোনো চেষ্টাই করে না। বাইবেলের অনেক অপ্রমাণিত ও মেকী রচনার মধ্যে এটি একটি। আল্লাহ তাআলা এ 'জন্ম সন্তান' শব্দটির উৎপত্তির সাথে সাথে কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করেছেন। বাইবেলের পণ্ডিতদের এ জালিয়াতির জন্য তিনি ২,০০০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ○ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ○ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ○ اَنْ دَعَوا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ○ وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ○ مريم : ٨٨-٩٢

www.amarboi.org

"তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক কঠিন কাণ্ড করেছো। হয়তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্য সন্তান আহ্বান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৮৮-৯২

খৃস্টান জগতের পঞ্চাশটি সহকারী ধর্ম সম্প্রদায় এবং বত্রিশজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পণ্ডিত বাইবেলকে কুরআনের সত্যের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে মুসলিম বিশ্বের ধন্যবাদ দেয়া উচিত।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ الاخلاص : ٣

"তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি।"

–সূরা ইখলাস ঃ ৩

খৃস্টানদের অঙ্কের গোলমাল

[ত] কেননা, বেহেশতে তিনজনের রেকর্ড রয়েছে। সে তিনজন হলো, পিতা, বাণী এবং পবিত্র আত্মা। "আর এ তিনজন একজনই।"–(যোহন ৫ ঃ ৭-AV)

এ স্তবকটি বাইবেল নামক বিশ্বকোষে খৃস্টানরা যে ত্রিত্ববাদের কথা বলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। খৃস্টীয় বিশ্বাসের এ মূল ভিত্তি RSV থেকে কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই বাদ দেয়া হয়েছে। এটা একটা ধর্মীয় জালিয়াতি এবং ইংরেজী ভাষাভাষীদের জন্য বাইবেল থেকে এ বিষয়টি বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের ১৪৯৯টি ভাষাভাষী খৃস্টান যারা নিজেদের মাতৃভাষায় বাইবেল পড়ে তাদের জন্য এ জালিয়াতি থেকেই যায়। শেষ বিচারের দিনের আগ পর্যন্ত এসব লোক এ জালিয়াতি সম্পর্কে কিছুই জানবে না। তাই মুসলমানদের উচিত, এ খৃস্টান পণ্ডিতদের প্রতি ধন্যবাদ জানানো। যারা RSV বাইবেল থেকে আরেকটি মিথ্যা অপসারণ করে বাইবেলকে ইসলামী শিক্ষার আরো একধাপ কাছে উপনীত করার বিষয়ে সততার পরিচয় দিয়েছে। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۭ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ

"আর একথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক ; একথা পরিহার কর ; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১৭১

www.amarboi.org

ঈসা (আ)-এর স্বর্গারোহণ

RSV-এর লেখকরা যেসব মারাত্মক ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছেন, ঈসা (আ)-এর স্বর্গারোহণ সেগুলোর অন্যতম বিষয়। ঈসা (আ)-এর স্বর্গারোহণের ব্যাপারে মথি, মার্ক ও যোহনের গসপেলে মাত্র দুটো উক্তি আছে। ১৯৫২ (খৃ) RSV বাইবেলের প্রথম প্রকাশের আগে প্রতিটি ভাষার বাইবেলে এ দুটো বিষয়ের উল্লেখ থাকতো। এগুলো হলো ঃ

৪.ক "তাহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু ঊর্দ্ধে স্বর্গে গৃহীত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন।"–মার্ক ১৬ ঃ ১৯

৪.খ "পরে এইরূপ হইলো, তিনি আশীর্বাদ করিতে করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক হইলেন এবং ঊর্দ্ধে স্বর্গে নীত হইতে লাগিলেন।"–লূক ২৪ ঃ ৫১

এখন দয়া করে পরবর্তী পৃষ্ঠা উল্টান যা বাইবেলের ফটোকপি যেখানে উপরোল্লিখিত ৪.ক উক্তিটি থাকার কথা। আপনি আশ্চর্য হবেন যে, মার্ক ১৬, ৮নং শ্লোক শেষ হয়েছে এবং এ হারানো শ্লোকগুলো বিরক্তিকর শূন্য জায়গা ফাঁক রেখে পৃষ্ঠার নিচে গুঁড়া অক্ষরে টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি যদি ১৯৫২ সালের RSV দেখেন তাহলে আপনাকে উল্লেখিত ৪.খ এ "এবং ঊর্দ্ধে স্বর্গে নীত হইতে লাগিলেন" এ ৬টি শব্দ ক্ষুদ্র (a) টীকার মধ্যে দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রত্যেক সৎ খৃষ্টানকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, সে বাইবেলের টীকাকে আল্লাহর বাণী বলে বিবেচনা করে না। কেন খৃষ্ট ধর্মের বেতনভুক কর্মচারীরা তাদের ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী অলৌকিক ঘটনাকে টীকাতে স্থান দিল ?

"The Origin and Growth of the English Bible নামক তালিকার ৭০ পৃষ্ঠায় আপনি দেখবেন যে, ১৮৮১ সালে RV পর্যন্ত বাইবেলের সব অনুবাদ ঈসা (আ)-এর পাঁচশ অথবা ছয়শ বছর পরে লিখিত প্রাচীন কপির উপর নির্ভরশীল। ১৯৫২ সালে RSV-এর সংশোধনকারীরাই প্রথম বাইবেলের পণ্ডিত যারা ঈসা (আ)-এর তিন কি চার শতাব্দী পরে লিখিত সর্বাধিক প্রাচীন কপির উপর পূর্ণ নির্ভর করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, যে দলিল উৎসের যত কাছে তা ততোবেশী যথার্থ। স্বভাবতই, 'সবচেয়ে' প্রাচীন কপি শুধু 'প্রাচীন' কপির তুলনায় বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু 'সবচেয়ে পুরাতন' পাণ্ডুলিপিতে 'বেহেশতে তুলে নেয়া' কিংবা 'বহন করে নেয়া' সম্পর্কে কোনো শব্দ না পেয়ে খৃষ্টান পাদ্রীরা ১৯৫২ সালে RSV থেকে এসব আপত্তিকর উক্তি বাদ দিয়েছেন।

www.amarboi.org

MARK 16 52 "He has risen"

saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. 6And he said to them, "Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, he is not here; see the place where they laid him. 7 But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you." 8And they went out and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to any one, for they were afraid.[a]

Note Mark 16 ends at verse 8

NOTE THE HUGE EXPANSE BETWEEN THE TEXT AND THE FOOTNOTE

Mark 16:9-20 relegated to footnote

[a]Other texts and versions add as Mk 16.9-20 the following passage:

9 *Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons.* 10 *She went and told those who had been with him, as they mourned and wept.* 11 *But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it.*

12 *After this he appeared in another form to two of them, as they were walking into the country.* 13 *And they went back and told the rest; but they did not believe them.*

14 *Afterward he appeared to the eleven themselves as they sat at table; and he upbraided them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen.* 15 *And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to the whole creation.* 16 *He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned.* 17 *And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues;* 18 *they will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover."*

19 *So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God.* 20 *And they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that attended it. Amen.*

Other ancient authorities add after verse 8 the following: *But they reported briefly to Peter and those with him all that they had been told. And after this, Jesus himself sent out by means of them, from east to west, the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation. Amen.*

Revised Standard Version

TRANSLATED FROM THE ORIGINAL TONGUES

BEING THE VERSION SET FORTH A.D. 1611

REVISED A.D. 1881-1885 AND A.D. 1901

COMPARED WITH THE MOST ANCIENT AUTHORITIES

AND REVISED A.D. 1952

16.7: Mk 14.28; Jn 21.1-24; Mt 28.7.

www.amarboi.org

গাধার সার্কাস

উপরোক্ত বিষয়গুলো খৃষ্টান জগতের কাছে স্বীকৃত যে গসপেলের উৎসাহী লেখকরা ঈসা (আ)-এর স্বর্গারোহণ সম্পর্কে একটি শব্দও লিপিবদ্ধ করেননি। তবুও এ উৎসাহী লেখকরা সর্বসম্মতিক্রমে এটা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যখন তাঁর মিশন শেষের দিকে তখন তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা গাধায় চড়ে জেরুসালেমে প্রবেশ করেন।

"..... এবং তিনি তাহাদের (গাধার) উপরে বসিলেন।"–মথি ২১ ঃ ৭)

"..... আর তিনি তাহার (গাধার) উপরে বসিলেন।"–(মার্ক ১১ ঃ ৭)

"..... আর তাহার (গাধার) উপরে যীশুকে বসাইলেন।"–(লূক ১৯ ঃ ৩৫)

".....যীশু ..... তাহার (গাধার) উপরে বসিলেন,"–(যোহন ১২ ঃ ১৪)

শক্তিমান আল্লাহ কি এ বেখাপ্পা অবস্থার গ্রন্থকার হতে পারেন যিনি গিয়ে দেখেন যে, গসপেল লেখকরা তাঁর ছেলের পবিত্র শহরে গাধায় চড়া বাদ দেয়নি–অথচ তিনি আবার তাদের প্রত্যাদেশও করলেন যে, ফেরেশতাদের পাখায় চড়ে তাঁর ছেলের স্বর্গারোহণ বাদ দিতে ?

বেশি দিনের নয় !

উষ্ণ গসপেল বিশ্বাসীরা এবং বাইবেল নিয়ে মাতামাতিকারীরা এ কৌতুক উপলব্ধি করার ব্যাপারে খুবই ধীর। ইতিমধ্যে তারা বুঝতে পেরেছে যে, ঈসার স্বর্গারোহণ সম্পর্কিত তাদের প্রচারের ইস্টক কোনো খৃষ্টীয় বাইবেল জ্ঞান দ্বারা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। RSV বাইবেলের প্রকাশকরা ১৫ মিলিয়ন ডলার নীট আয় করেছে। ফলে প্রচারকারীরা বিরাট শোরগোল শুরু করে দিয়েছে। তারা ৫০টির মধ্যে দুটো ধর্মীয় দলের সমর্থনে প্রকাশকদেরকে আল্লাহ 'প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত' শব্দের মধ্যে মেকী ও অপ্রমাণিত জিনিস পুনরায় সন্নিবেশিত করতে বাধ্য করেছে। ১৯৫২ সালের পর RSV বাইবেলের প্রত্যেক নূতন সংস্করণে পূর্বের বাদ দেয়া অংশকে পুনরায় যোগ করা হয়েছে।

এটা একটা অত্যন্ত প্রাচীন খেলা। ইহুদী ও খৃষ্টানরা প্রথম থেকেই তাদের আল্লাহর বই সংশোধন করছে। তাদের এবং প্রাচীন জালিয়াতকারীদের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রাচীন জালিয়াতকারীরা ভূমিকা এবং টীকা লেখার কৌশল জানতো না। নইলে তারাও বর্তমানকালের বীরদের মতো আমাদেরকে নিজেদের অন্যায় ও খোঁড়া অজুহাতের বিষয়ে স্পষ্ট করে বলতে পারতো এবং নকল পয়সাকে চকচকে স্বর্ণের আকৃতিতে পেশ করতো।

www.amarboi.org

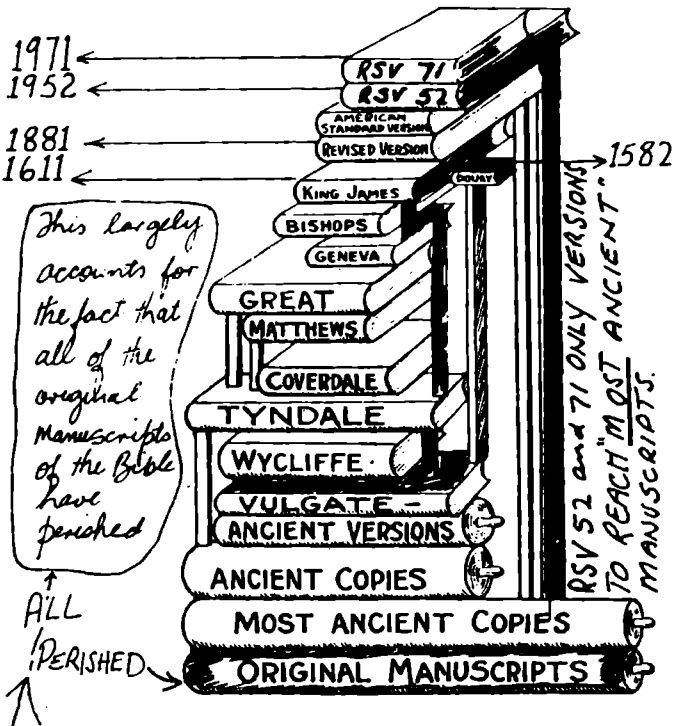

In the above drawing is shown the gradual development of the English Bible as well as the foundatio upon which each successive version rests.

We are living in an age of printing.

It is hard for us to realize that when the books of the Bible were originally written, there was no printi press to multiply the copies.

Each copy must be made slowly and laboriously by hand. Under these conditions it was inevitable th many ancient books should be lost. This largely accounts for the fact that all the original manuscripts of t Bible have perished.

The question arises, what have we then as the literary foundation of our Bible?

(1) We have the most ancient copies made from the original manuscripts. We mention only th principal ones.

(a) **The Codex Sinaiticus**, originally a codex of the Greek Bible belonging to the fourth centu Purchased from the Soviet Republic of Russia in 1933 by Great Britain and is now in the British Muse

(b) **The Codex Alexandrinus**, probably written in the fifth century, now in the British Muse It contains the whole Greek Bible, with the exception of forty lost leaves.

(c) **The Codex Vaticanus**, in the Vatican library at Rome, originally contained the whole Bible b parts are lost. Written probably about the fourth century.

www.amarboi.org

বাইবেলের আধুনিকীকরণের বহু প্রস্তাব বিভিন্ন ব্যক্তি ও দুটো ধর্মীয় দল থেকে কমিটিতে জমা দেয়া হয়েছে। কমিটি সবগুলো প্রস্তাবের প্রতি যথার্থ মনোযোগ নিবিষ্ট করেছে।

"মার্কের Longer Ending (১৬ ঃ ৯-২০) ..... এবং লূকের (২৪ ঃ ৫১) এ দুটো অংশ মূল বাইবেলে পুনঃ যোগ করা হয়েছে।"-ভূমিকা কলিন্স অধ্যায় পৃষ্ঠা নং ৬ এবং ৭।

কেন পুনঃ যোগ করা হলো ? কারণ এগুলো পূর্বে বাদ পড়েছিলো। কেন ঈসা (আ)-এর স্বর্গারোহণের উল্লেখ প্রথম ক্ষেত্রে বাদ পড়েছিলো ? সবচেয়ে প্রাচীন পুস্তকে এ স্বর্গারোহণের ব্যাপারে কোনো উল্লেখ নেই। ত্রিত্ববাদ সম্পর্কিত ১ যোহনের ৫ ঃ ৭ এর মতো এগুলোও পুস্তকে সন্নিবিষ্ট অপ্রমাণিত মেকী রচনা। কেন একটা সরানো হয় এবং অন্যটা পুনর্বাসন করা হয় ? আশ্চার্যান্বিত হবেন না। যদি আপনি RSV ধরেন, তাহলে কমিটি হয়তোবা তাদের গুরুত্বহীন পুরো ভূমিকটাই বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, জেহোভার সাক্ষী নামক গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই তাদের "New World Translation of the Christian Greek Scriptures" এর ভূমিকা থেকে ২৭টি পৃষ্ঠা বাদ দিয়েছে। (এটাই তাদের নিউ টেস্টামেন্ট বলার পদ্ধতি)

খৃস্টান ধর্ম বিশেষজ্ঞ রেভারেণ্ড সি. আই. স্কোফিল্ড আটজন সংশোধনকারী এবং অন্য সকল ধর্ম বিশেষজ্ঞ সংশোধনকারীদের নিয়ে Scofield Reference Bible-এ এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, হিব্রু শব্দ Elah (যার অর্থ God) এ শব্দের যথার্থ বানান হলো 'Alah' খৃস্টানরা এভাবেই উট গিলেছে—তারা মনে হয় শেষ পর্যন্ত God এর নাম আল্লাহ বলে গ্রহণ করেছে—কিন্তু এখন আল্লাহ শব্দের বানান একটি 'এল' দিয়ে করেছে। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় বাইবেলের ফটো কপিতে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।) জনসমাবেশে এ ব্যাপারে এ পুস্তিকার লেখক তা উল্লেখ করেছেন। বিশ্বাস করুন, পরবর্তীতে, 'Scofield Reference Bible'-এ আদিপুস্তকের ১ ঃ ১ অধ্যায়ে উল্লেখিত ব্যাখার সবটুকুই শব্দে শব্দে রেখে দেয়া সত্ত্বেও তা থেকে অতি নিপুণ হাতের কারসাজিতে 'Alah' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে। এতটুকু খালিস্থানও অবশিষ্ট রাখা হয়নি যেখানে 'Alah' শব্দটি পুনরায় যোগ করা যেতে পারে। এটাই কি গোঁড়াপন্থী খৃস্টানদের বাইবেল ? সত্যিই তাদের ভেলকিবাজি বুঝে উঠা মুশকিল।

www.amarboi.org

THE FIRST BOOK OF MOSES

CALLED

GENESIS.

GENESIS is the book of beginnings. It records not only the beginning of the heavens and the earth, and of plant, animal, and human life, but also of all human institutions ...

... The three primary names of Deity, Elohim, Jehovah, and Adonai, and the five most important of the compound names, occur in Genesis; and that in an ordered progression which could not be changed without confusion.

... in the earth ... relation to ... divine ... great ... redemption ... Edenic, Adamic, Noahic, and Abrahamic Covenants, are in this book; and these are the fundamental covenants to which the other four, the Mosaic, Palestinian, Davidic, and New Covenants, are related chiefly as adding detail or development.

... of the New Testament, in which it is quoted above ... In a profound sense, therefore, the roots of all subsequent ... and whoever would truly comprehend ...

The inspiration of Genesis ... character as a divine revelation are authenticated by the testimony of history, and by the testimony of Christ (Mt. 19. 4-6; 24. ...; Mk. 10. ...; Lk. 11. ...; 17. 26-29, 32; John 1. ...; 7. 21-23; 8. 44, 56).

Genesis is in five chief divisions: I. Creation (1. 1-2. 25). II. The Fall and Redemption (3. 1-4. ...). III. The Diverse Seeds, Cain and Seth, to the Flood (4. 8-7. 24). IV. The Flood to Babel (8. 1-11. 9). V. From the call of Abram to the death of Joseph (11. 10-50. 26).

CHAPTER 1.

The original creation.

IN the beginning God created the heaven and the earth.

Earth made waste and empty by judgment.

... the Spirit of God moved upon the face of the waters.

The new beginning, the first day: light diffused.

¹ *Elohim* (sometimes *El* or *Elah*), English form "God," the first of the three primary names of Deity, is a uni-plural noun formed from *El* = strength, or the strong one, and *Alah*, to swear, to bind oneself by an oath, so implying faithfulness. This uni-plurality implied in the name is directly asserted ... (plurality ..., 27 ...) ... also Gen. 3. ... Elohim. As meaning primarily the Strong One ... the first chapter of Genesis ... used in the O. T. about 2500 times. See also Gen. 2. ... *note*; 17. 1, *note*; 21. 33, *note*; 1 Sam. 1. 3, *note*.

² But three creative acts ... the heavens and the earth ... human life, vs. 26, 27 ... first creative act ... and gives scope for all the geologic ages.

³ ... Isa. 24. 1 and 45. 18 ... a cataclysmic change as the result of a divine judgment ... the earth bears everywhere the marks of such a catastrophe ... not wanting intimations which connect it with a previous testing and fall of angels. See Ezk. 28. 12-15 and Isa. 14. ... go beyond the kings of Tyre and Babylon.

⁴ ... here nor in verses 14-18 ... is implied. A different word is used. ... made visible. The sun and moon were *created* "in the beginning." ... The "light" of course came from the sun, but the vapour diffused the light. Later the sun appeared in an unclouded sky.

3

Reproduction of Bible page from Rev. Scofield's Authorised Version.

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

নিন্দাসূচক স্বীকৃতি

মিসেস ইলেন জি হোয়াইট নামে সেভেনথ ডে এড্ভেন্টিস্ট চার্চের একজন প্রচারক তার বাইবেল কমেনটারীর ১ম খণ্ডের ১৪নং পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, "যে বাইবেল আজ আমরা পড়ি তা বহু লেখকের কাজ যারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা ও যথার্থতার সাথে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু লেখকরা অভ্রান্ত ছিলেন না এবং আল্লাহ তাদেরকে লেখার ভুল থেকে রক্ষার ব্যাপারে যোগ্য বিবেচনা করেননি।" এর পরবর্তী পৃষ্ঠায় নিজ ভাগ্যে মিসেস হোয়াইট আরো বলেছেন, "আমি দেখেছি যে, আল্লাহ বিশেষভাবে বাইবেলকে রক্ষা করেছেন।" (কিসের থেকে ?) কিন্তু যখন এর কপি সংখ্যা ছিল স্বল্প, তখন বিদ্বান ব্যক্তিরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দ পরিবর্তন করেছেন, এই ভেবে যে, তারা এটাকে সহজ সরল করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা সরলকে জটিল করেছেন এবং নিজেদের রীতিনীতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মতের সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন।

তৈরি অসুস্থতা

মানসিক অসুস্থতা নিজেদেরই সৃষ্ট। এ লেখিকা এবং তার অনুসারীরা এখনও হৈ চৈ করে বলতে পারে "সত্যিকারভাবে বাইবেল আল্লাহর বাণী।" "হ্যাঁ এটা বিকৃত কিন্তু খাঁটি।" "এটা মানবীয়, কিন্তু স্বর্গীয়।" তাদের ভাষায় কি শব্দের কোনো অর্থ আছে ? হ্যাঁ, তাদের আইনে আছে কিন্তু ধর্মতত্ত্বে নেই। তারা তাদের ধর্ম প্রচারে কবিত্বের লাইসেন্স বহন করে। আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ

فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُم عَذَابٌ اَلِيمٌ ۙ بِمَا كَانُوا يَكذِبُونَ ○ البقرة : ١٠

"তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১০

জেহোভার সাক্ষী গোষ্ঠী

বাইবেল নিয়ে মাতামাতিকারীদের মধ্যে সর্বাধিক গোলমালকারীরা হলো জেহোভার সাক্ষী গোষ্ঠী। পূর্বে বর্ণিত তাদের ভূমিকার ৫নং পৃষ্ঠায় তারা স্বীকার করেছে যে, "প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মৌলিক গ্রন্থকে হাতে লেখার ফলে এর মধ্যে

www.amarboi.org

মানুষের চিন্তার বিষয়বস্তু প্রবেশ করেছে। ফলে বর্তমানকালের মৌলিক ভাষায় রচিত হাজার হাজার বাইবেলের কোনোটাই আসল প্রতিলিপি নয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে কোনো দুটো কপিই সম্পূর্ণ এক রকম নয়।" এখন দেখুন, কেন ভূমিকার সাতাশ পৃষ্ঠা বাইবেল থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাণ্ডিত্যের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাচ্ছেন।

খাওয়ার জন্য যা জুটে যায়

খৃস্টানরা তাদের চার হাজারের উপর পাণ্ডলিপি নিয়ে গর্ব করে। অথচ গীর্জার পাদ্রীরা তাদের ঝোঁকপ্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চারটি পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করেছে এবং এগুলোর নামকরণ করেছে মথি, মার্ক, লূক ও যোহনের গসপেল বা সুসমাচার। আমরা উপযুক্ত জায়গায় এগুলোর প্রত্যেকটি আলোচনা করবো। আসুন, আমরা এখন জেহোভার সাক্ষীদের গবেষণার উপসংহার নিয়ে আলোচনা করি যা ভূমিকায় লিপিবদ্ধ ছিল এবং পরে তা বাদ দেয়া হয়েছে ঃ

"প্রমাণ হলো, খৃস্টানদের মূল গ্রীক বাইবেল[১] সে রকম অনভিপ্রেত পরিবর্তন করা হয়েছে, যে রকম LXX এর[২] তথা ওল্ড টেস্টামেন্টের পরিবর্তন করা হয়েছে।"

তবুও এ অসংশোধনীর কাল্টরা "Is the Bible Really the Word of God" নামক ১৯২ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশের সাহস দেখিয়েছে এবং প্রথম প্রকাশের পর ৯০ লাখ কপি বিক্রি করেছে। আমরা একটা অসুস্থ মানসিকতার বিরুদ্ধে আলোচনা করছি যারা প্রচুর অন্যায় হস্তক্ষেপের পরও বলবে "বাইবেলের বিশুদ্ধতার উপর কি এর কোনো প্রভাব পড়বে ?" এটাই খৃস্টানদের যুক্তি।

ধৈর্য সহকারে শুনা

ডঃ গ্রাহাম স্ক্রগি তার পূর্বোল্লিখিত বইয়ের ২৯নং পৃষ্ঠায় বাইবেলের বিষয়ে যে ওকালতি করেছেন তাহলো ঃ

"এবং আসুন, আমরা বাইবেল কি আল্লাহর বাণী ? এ বিষয়ে আলোচনার সময় সম্পূর্ণরূপে সৎ হই। মনে রাখতে হবে যে, বাইবেল তার নিজের সম্পর্কে কি বলে তা আমাদের শুনতে হবে। আদালতে আমাদের ধারণা এই যে, একজন সাক্ষী সত্য বলবে এবং সে যা বলবে তা অবশ্যই গ্রহণ করবে। যে পর্যন্ত না তাকে সন্দেহ করার উপযুক্ত ভিত্তি থাকবে কিংবা তাকে মিথ্যুক বলে

১. নিউ টেস্টামেন্ট

২. LXX অর্থ ৭০। জেহোভার সাক্ষী গোষ্ঠীর কাছে এটা ওল্ড টেস্টামেন্টের বিকল্প নাম।

www.amarboi.org

প্রমাণ করা যাবে। অবশ্যই বাইবেল শুনার বিষয়েও এরূপ সুযোগ দিতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে।"

যুক্তিটা ভালো এবং ন্যায়সংগত। বাইবেল যা বলে আমরা ঠিক তাই করবো। বাইবেলকে তার নিজের সম্পর্কে বলতে দিন।

বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বই আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণে ৭০০ এর উপর উক্তি আছে যা শুধু একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এ সকল পুস্তকের গ্রন্থকার নন বরং এগুলোর উপর মূসা (আ)-এরও কোনো হাত নেই, বইগুলো খুশী মতো খুলুন এবং দেখবেন যে–

- "এবং প্রভু তাকে বললেন, দূর হও, তোমাকে অবতরণ করাও ..... ।"
- "এবং মূসা প্রভুকে বললেন, লোকেরা আসতে পারবে না ..... ।"
- "এবং প্রভু মূসাকে বললেন, লোকদের আগে আগে যাও।"
- "এবং প্রভু মূসাকে বলেন, ... ।"
- "এবং প্রভু মূসাকে বললেন, নীচে নাম এবং অভিযোগ কর ..... ।"

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এগুলো আল্লাহ বা মূসা (আ) কারোরই বাণী নয়। এগুলো তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বরকেই নির্দেশ করে যে, শোনা কথা লিখেছে।

মূসা কি নিজ মৃত্যু নিজেই লিখেছেন ?

মূসা কি নিজ মৃত্যুর পূর্বে আপন মৃত্যুর বিষয়ে অবদান রেখেছেন ? ইহুদীরা কি তাদের স্ব স্ব মৃত্যুর কথা লিখে ? "তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎপিয়োরের সন্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন ; ..... মরণকালে মোশির বয়স এক শত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল ; ..... মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই ;"–দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪ ঃ ৫-১০

এখন আমরা ওল্ড টেস্টামেন্টের অবশিষ্টাংশ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করবো।

---

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিউ টেস্টামেন্ট নামের বই

"অনুসারে" কেন ?

তথাকথিত[১] নিউ টেস্টামেন্টের ব্যাপার কি ? কেন প্রতিটি গসপেল 'অনুসারে' ..... 'অনুসারে' দিয়ে শুরু হয় ? (পরের পৃষ্ঠা দেখুন) কেন অনুসারে ? কারণ বিদ্যমান গর্বিত চার হাজার কপির কোনোটাই গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত নয়। তাই এ 'অনুসারে'! এমনকি অভ্যন্তরীণ প্রমাণ সাক্ষী যে, মথি নামের প্রথম গসপেলের লেখক মথি নয়, প্রমাণটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

> "আর সে স্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু দেখিলেন মথি নামক এক ব্যক্তি করগ্রহণ-স্থানে বসিয়া আছে ; তিনি (যীশু) তাহাকে (মথিকে) কহিলেন, আমার (যীশুর) পশ্চাৎ আইস। তাহাতে সে (মথি) উঠিয়া তাঁহার (যীশুর) পশ্চাৎ গমন করিল।"–মথি ৯ ঃ ৯

কোনোরূপ কল্পনা ছাড়াই যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, উপরোক্ত প্যারায় 'সে' এবং 'তাকে' এ শব্দগুলো ঈসা (আ) বা এর লেখক মথিকে বুঝায় না, বরং কোনো তৃতীয় ব্যক্তি যা দেখেছে এবং শুনেছে তা সে লিখেছে। যদি আমরা মথিকে 'স্বপ্নের বইয়ের' (মথির ১ম গসপেলের অপর নাম) লেখক বলতে না পারি তাহলে আমরা কি করে এটাকে আল্লাহর বাণী বলে গ্রহণ করতে পারি ? আমরাই শুধুমাত্র এটা আবিস্কার করিনি যে, মথির গসপেলের লেখক মথি নয় এবং এটা অন্য কোনো অজ্ঞাত লোকের লেখা। J. B. Phillips আমাদের এ আবিস্কারের সাথে একমত। তিনি ইংল্যাণ্ডের চার্চের বেতনভুক কর্মচারী এবং ইংল্যাণ্ডের Chichester বিশপের অধীন আঞ্চলিক প্রধান গীর্জায় অস্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য গীর্জার আয় থেকে বৃত্তিলাভকারী যাজক। তার মিথ্যা বলার কিংবা গীর্জার মতের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করার কোনো কারণ নেই। তিনি সেন্ট মথির গসপেলের ভূমিকায় এর লেখক সম্পর্কে বলেছেন। "প্রাক্তন রীতি অনুসারে এ গসপেলের লেখক নবী মথি, কিন্তু বর্তমানকালের পণ্ডিতরা সবাই এ মতকে অস্বীকার করেন।

মোটকথা, সেন্ট মথি তার নামে প্রচলিত গসপেল লেখেননি। এটা বড় বড় খৃস্টান পণ্ডিতদের গবেষণার ফল, কোনো হিন্দু, মুসলিম বা ইহুদীর আবিস্কার

---

১. তথাকথিত এ কারণে যে কোথাও নিউ টেস্টামেন্টকে নিউ টেস্টামেন্ট এবং ওল্ড টেস্টামেন্টকে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলা হয় না। এমনকি বাইবেলের পৃষ্ঠাগুলোতেও বাইবেল শব্দটি নেই। আল্লাহ তার বইয়ের একটি নাম দিতে ভুলে গেছেন।

www.amarboi.org

WHY "ACCORDING TO"?

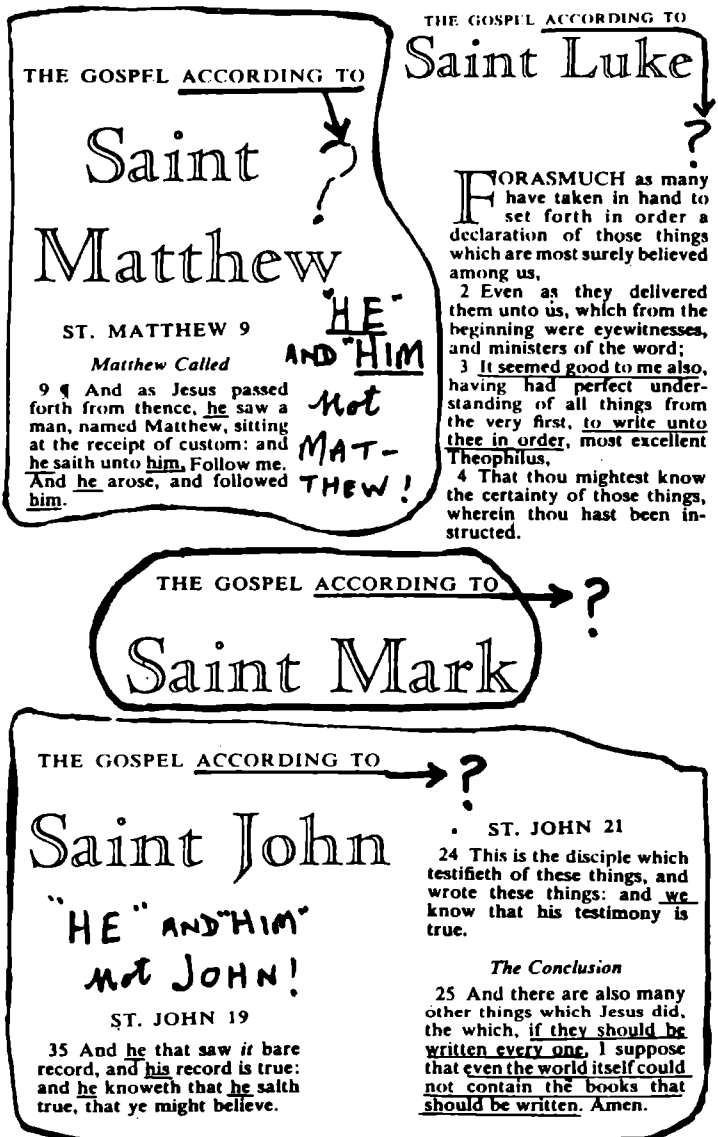

www.amarboi.org

THE GOSPELS

translated
into Modern English
by
J. B. PHILLIPS

THE GOSPEL OF
MATTHEW

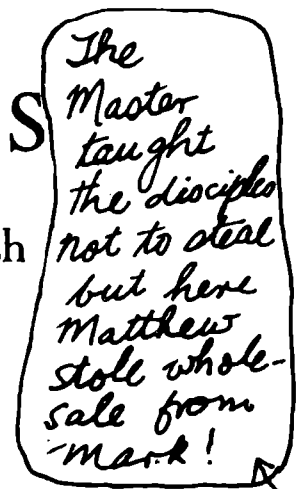

Early tradition ascribed this Gospel to the apostle Matthew, but scholars nowadays almost all reject this view.

The author, whom we still can conveniently call Matthew, has plainly drawn on the mysterious "Q", which may have been a collection of oral traditions. He has used Mark's Gospel freely, though he has rearranged the order of events and has in several instances used different words for what is plainly the same story. The style is lucid, calm and "tidy". Matthew writes with a certain judiciousness as though he himself had carefully digested his material and is convinced not only of its truth but of the divine pattern that lies behind the historic facts.

If Matthew wrote, as is now generally supposed, somewhere between 85 and 90, this Gospel's value as a Christian document is enormous. It is, so to speak, a second generation view of Jesus Christ the Son of God and the Son of Man. It is being written at that distance in time from the great Event where sober reflection and sturdy conviction can perhaps give a better balanced portrait of God's unique revelation of Himself than could be given by those who were so close to the Light that they were partly dazzled by it.

LONDON
GEOFFREY BLES

www.amarboi.org

নয়। তাদের হলে হয়তো তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ আনা যেত। শুনুন, আমাদের ইংল্যাণ্ডের বন্ধু আরো বলেছেন, "সে গ্রন্থকারকে আমরা কখনো সুবিধাজনকভাবে মথি বলি।" 'সুবিধাজনকভাবে' এ শব্দটি ব্যবহারের কারণ হলো, নচেত আমরা যতবারই মথির রেফারেন্স দেব ততবারই আমাদেরকে 'নিউটেস্টামেন্টের প্রথম বই'-এর অমুক অধ্যায় এবং অমুক শ্লোক অথবা বারবার 'প্রথম বই' ইত্যাদি বলতে হবে। জে. বি. ফিলিপসের মতে, তাই এ বইয়ের অন্য কোনো নাম দেয়া সুবিধাজনক। তাই কেন, 'মথি' নয়? মনে করি এটা অন্য নামগুলোর মতো ভালো। ফিলিপস আরো বলেছেন, "গ্রন্থকার সরলভাবে রহস্যময় 'Q' এর কথা স্মরণ করেছেন যা মৌখিক রীতির সংগ্রহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ রহস্যময় 'Q' কি? 'Q' হচ্ছে জার্মান শব্দ 'quella' এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যার অর্থ উৎসসমূহ। ধারণা করা হয় যে, আরো কোনো প্রমাণ বা সাধারণ উৎস আছে যা আমাদের বর্তমান মার্ক, মথি ও লূক পেয়েছিলেন। এ তিনজন গ্রন্থকার, তারা যেই হোক না কেন, হাতে মওজুদ বিষয়ের উপর তাদের দৃষ্টি ছিল অভিন্ন। তারা এমনভাবে লিখেছেন যেন তারা একই চোখ দিয়ে দেখেছেন। যেহেতু তারা চোখে চোখে দেখেছেন, তাই প্রথম তিনটি গসপেলকে Synoptic গসপেল অর্থাৎ গসপেলের সার সংক্ষেপ বলা হয়।

পাইকারী নকল

কিন্তু এ 'প্রত্যাদেশের' বিষয়টি কি? ইংল্যাণ্ডের আঞ্চলিক বড় গীর্জার আয়ের বেতনভুক পাদ্রীর মাথায় পেরেক ঠুকেছে। এরূপ করার জন্য তিনি একজন অনন্য সাধারণ লোক। তিনি গীর্জার একজন বেতনভুক কর্মচারী, একজন গোঁড়া খৃস্টান ধর্ম প্রচারক, খ্যাতিসম্পন্ন বাইবেল বিষয়ক পণ্ডিত এবং যিনি মৌলিক গ্রীক বাইবেল পড়তে জানেন, তাকে আমাদের কাছে তা বলতে দিন। (লক্ষ্য করুন, কি শান্তভাবে তিনি থলের বিড়াল বের করে দিয়েছেন)। "তিনি (মথি) অবাধে মার্কের গসপেল ব্যবহার করেছেন" যা একজন স্কুল শিক্ষকের ভাষায় "মার্কের কাছ থেকে পাইকারী নকল করেছেন।" তারপরও কি খৃস্টানরা এ পাইকারী নকলকে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করতে পারেন?

এটা কি আপনাদের কাছে আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, যে মথি ঈসা (আ)-এর ধর্মসভার এমন একজন শিষ্য যিনি নিজ চোখে তাকে দেখেছেন ও নিজ কানে তার কথা শুনেছেন, তিনি কি করে নিজ গুরুর বক্তব্য নিজ হাতে না লিখে বরং স্বজাতির প্রতি ঈসা (আ)-এর তিরস্কারের সময় দশ বছর বয়সী বালক মার্কের লেখা থেকে তা চুরি বা নকল করতে পারেন?

www.amarboi.org

কেন একজন স্বচক্ষে দেখা ও নিজ কানে শুনা ব্যক্তি আরেকজন শিষ্য থেকে নকল করবেন যে নিজেও শোনা কথা লিখেছে, অনুসারী মথি এরূপ কোনো বোকামী করবে না। এক বেনামী দলিল মথির পবিত্র নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

অপরের রচনা চুরি নাকি সাহিত্যের অপহরণ ?

কারো লেখা শব্দে শব্দে নকল করা এবং তা নিজের বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে অপরের রচনা চুরি। বাইবেলের ৪০ কিংবা এ পরিমাণ বেনামী লেখকদের এটা একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ৬৬টি প্রোট্যাস্টেন্ট পুস্তিকা ও ৭৩টি রোমান ক্যাথলিক পুস্তিকার সমষ্টিকে পবিত্র বাইবেল বলা হয় এবং এর লেখকদের মধ্যকার সাধারণ যোগসূত্র নিয়ে খৃস্টানরা গর্ব করে। মথি এবং লূক তারা যেই হোক না কেন, মার্কের রচনার ৮৫% শব্দে শব্দে নকল করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিল আছে। পরম করুণাময় আল্লাহ এ এক চোখা সারসংক্ষেপ লেখকদের কাছে হুবহু একই শব্দ বলেননি। খৃস্টানরা নিজেরাও এটা স্বীকার করে। কারণ তারা মৌখিক প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করে না যেমনটি মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের[১] ব্যাপারে বিশ্বাস করে থাকে।

মথি ও লূকের ৮৫% নকল, ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রন্থকারের সাহিত্য চুরির তুলনায় কম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেননা, আল্লাহর তথাকথিত সে গ্রন্থে ১০০% নকল সংঘটিত হয়েছে। খৃস্টান পণ্ডিতেরা কেনেথ ক্রাগ-এর মতো যোগ্যতাসম্পন্ন পাদ্রীর ব্যবহৃত শ্রুতিকটু 'চুরি' শব্দের পরিবর্তে 'অনুলিপি'র মতো কোমল শব্দ প্রয়োগ করে গর্ব করে থাকেন।

বিকৃত মাপকাঠি

ডঃ স্ক্রোগি, যার কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি নিজ বইতে[২] অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বাইবেলের উচ্চ প্রশংসা সম্বলিত ডঃ জোসেফ পার্কারের নিম্নোক্ত উক্তি উল্লেখ করেছেন ঃ বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাইবেল যেন কি ধরনের এক বই। ..... সকল পাতায় অখ্যাত নামের উল্লেখ এবং শেষ বিচার দিবস অপেক্ষা তাতে বংশ তালিকা সম্পর্কে অধিক আলোচনা করা হয়েছে। কাহিনীগুলো আধা বিকৃত এবং বিজয় কোথায় ছিল তা বলা শেষ হওয়ার আগেই রাত এসে যায়। (বিশ্বের ধর্মীয় সাহিত্যে) কোথাও কি এর সাথে সংগতিপূর্ণ কোনো কিছু আছে ? বৈকি ! এটা নিসন্দেহে কথা ও

১. 'Al Quran—The Ultimate Miracle' নামক বইটি সংগ্রহ করুন যাতে গাণিতিকভাবে প্রমাণিত যে, আল কুরআন শব্দে শব্দে ও অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হয়েছে।

২. 'Is the Bible the Word of God ?' by Moody Press.

www.amarboi.org

শব্দগুচ্ছের সুন্দর মালা। এটা হচ্ছে, অস্তিত্বহীন বিষয় সম্পর্কে হৈ চৈ করা এবং এ জাতীয় বিব্রতকর জগাখিচুড়িকে অনুমোদন করার দায়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে বড় ধরনের নিন্দাবাদ, তা সত্ত্বেও খৃস্টানরা নিজেদের বইয়ের ত্রুটিসমূহের প্রতি এমন আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে আছে যেমন করে শেক্সপিয়ারের নাটকে জুলিয়েটের ঠোঁটের তিলের দিকে তাকিয়ে আছে রোমিও।

শতকরা একশ ভাগের নীচে নয়

প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাইবেল লেখকদের রচনা চুরি করার মাত্রা কেমন ছিল তা প্রকাশ করার জন্য আমি একবার কেপটাউন ইউনিভার্সিটিতে আমার এবং থিওলজী বিভাগের প্রধান প্রফেসর কাম্পসটি এর মধ্যে "বাইবেল কি আল্লাহর বাণী ?" এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে শ্রোতাদের বাইবেল খুলতে বললাম।

যখন কোনো ধর্মীয় আলোচনা বা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, তখন কিছুসংখ্যক খৃস্টান বগলদাবা করে তাদের বাইবেল নিয়ে যেতে পসন্দ করে। তাদেরকে এ বই ছাড়া একেবারে অসহায় মনে হয়। আমার প্রস্তাবে বেশ কিছুসংখ্যক লোক বাইবেলের পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলো। আমি তাদেরকে যিশাইয়ের বইয়ের ৩৭নং অধ্যায় খুলতে বললাম। যখন শ্রোতারা প্রস্তুত, তখন আমার পড়ার সময় তাদেরকে আমার যিশাইয় ৩৭ এর সাথে তাদের যিশাইয় ৩৭ মিলিয়ে দেখতে বললাম যে, দুটো এক রকম কিনা। আমি আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করলাম। শ্লোক ১, ২, ৪, ১০, ১৫ এভাবে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শ্লোকের পর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম মিলে নাকি। তারা সমস্বরে বার বার 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' বলছিল। পড়া শেষ হওয়ার পর আমার হাতে তখনো বাইবেল খোলা। আমি চেয়ারম্যানকে শ্রোতাদের জানিয়ে দিতে বললাম যে, আমি যিশাইয় ৩৭ থেকে মোটেও পড়ছিলাম না বরং ২-রাজাবলি এর ১৯নং অধ্যায় পড়ছিলাম। শ্রোতাদের মধ্যে ভীষণ বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো। আমি এভাবে ১০০% রচনা চুরির বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছি।

অন্য কথায় যিশাইয় ৩৭ এবং ২-রাজাবলি এর ১৯ শব্দে শব্দে মিল। তবুও এগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দীর ব্যবধানে দুজন লেখক লিখেছেন বলে দাবী করা হয় যারা খৃস্টানদের মতে, আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত।

কে কার নকল করছে ? কে কার থেকে চুরি করছে ? RSV এর ৩২জন খ্যাতিসম্পন্ন বাইবেল বিষয়ক পণ্ডিতরা বলেন যে, রাজাবলির লেখক অজ্ঞাত।[১]

১. ৯নং অধ্যায়ে 'বাইবেলের পুস্তকগুলো' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

100% PLAGIARISM

II KINGS 19

AND it came to pass, when king Hĕz-ē-kī'-āh heard *it*, that he rent his clothes, and covered himself with sackcloth, and went into the house of the LORD.

2 And he sent E-lī'-ă-kim, which *was* over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet the son of Amoz.

3 And they said unto him, Thus saith Hĕz-ē-kī'-āh, This day *is* a day of trouble, and of rebuke, and blasphemy: for the children are come to the birth, and *there is* not strength to bring forth.

5 So the servants of king Hĕz-ē-kī'-āh came to Isaiah.

10 Thus shall ye speak to Hĕz-ē-kī'-āh king of Judah, saying, Let not thy God in whom thou trustest deceive thee, saying, Jerusalem shall not be delivered into the hand of the king of Assyria.

11 Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands, by destroying them utterly: and shalt thou be delivered?

12 Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed; *as* Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden which *were* in Thĕl'-ă-sar?

14 ¶ And Hĕz-ē-kī'-āh received the letter of the hand of the messengers, and read it: and Hezekiah went up into the house of the LORD, and spread it before the LORD.

15 And Hĕz-ē-kī'-āh prayed before the LORD, and said, O LORD God of Israel, which dwellest *between* the chĕr'-ū-bims, thou art the God, *even* thou alone, of all the kingdoms of the earth; thou hast made heaven and earth.

36 So Sĕn-năch'-ĕr-ib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nin'-ē-vēh.

37 And it came to pass, as he was worshipping in the house of Nĭs'-rŏch his god, that Ă-drăm'-mĕ-lĕch and Shă-rē'-zĕr his sons smote him with the sword: and they escaped into the land of Armenia. And E-sär-hăd'-dŏn his son reigned in his stead.

ISAIAH 37

AND it came to pass, when king Hĕz-ē-kī'-āh heard *it*, that he rent his clothes, and covered himself with sackcloth, and went into the house of the LORD.

2 And he sent E-lī'-ă-kim, who *was* over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet the son of Amoz.

3 And they said unto him, Thus saith Hĕz-ē-kī'-āh, This day *is* a day of trouble, and of rebuke, and of blasphemy: for the children are come to the birth, and *there is* not strength to bring forth.

5 So the servants of king Hĕz-ē-kī'-āh came to Isaiah.

10 Thus shall ye speak to Hĕz-ē-kī'-āh king of Judah, saying, Let not thy God, in whom thou trustest, deceive thee, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria.

11 Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands by destroying them utterly: and shalt thou be delivered?

12 Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed, *as* Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden which *were* in Tĕ-lăs'-sar?

14 ¶ And Hĕz-ē-kī'-āh received the letter from the hand of the messengers, and read it: and Hezekiah went up unto the house of the LORD, and spread it before the LORD.

15 And Hĕz-ē-kī'-āh prayed unto the LORD, saying,

16 O LORD of hosts, God of Israel, that dwellest *between* the chĕrū-bims, thou *art* the God, *even* thou alone, of all the kingdoms of the earth: thou hast made heaven and earth.

37 ¶ So Sĕn-năch'-ĕr-ib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nin'-ē-vēh.

38 And it came to pass, as he was worshipping in the house of Nĭs'-rŏch his god, that Ă-drăm'-mĕ-lĕch and Shă-rē'-zĕr his sons smote him with the sword; and they escaped into the land of Armenia: and E-sär-hăd'-dŏn his son reigned in his stead.

These verses are culled from the Authorised Version, but you will find the same every Version.

www.amarboi.org

বাইবেল সম্পর্কে এ নোট নিউইয়র্ক বাইবেল সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী রেভারেণ্ড ডেভিড জে. ফেন্ট. লিট. ডি. এর প্রস্তুতকৃত ও সম্পাদিত। স্বাভাবিকভাবে যদি খৃস্টান জগতের রেভারেণ্ড যাজকরা বাইবেলকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে, তবে তারা তাই বলতো।

কিন্তু কি লজ্জা ? তারা সততার সাথে স্বীকার করেছে, লেখক অজ্ঞাত ! তারা টম, ডিক বা হ্যারী কর্তৃক লিখিত যে কোনো বাইবেলের প্রতি মৌলিক আনুগত্য প্রকাশ করে সবার কাছ থেকে একে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকৃতির আশা রাখে–নাউযুবিল্লাহ !

কোনো মৌখিক প্রত্যাদেশ নয়

(সকল বাইবেল ও এর লেখকদের একটি পূর্ণ তালিকা টীকাসহ কলিন্সের প্রকাশিত RSV -তে পাওয়া যাবে।) যিশাইয়ের বই সম্পর্কে খৃস্টান পণ্ডিতদের কি বলার আছে ? তারা বলে ঃ "বেশির ভাগ যিশাইয়-এর লিখিত, আর কিছু অংশ হয়তোবা অন্যদের দ্বারা লিখিত।" বাইবেল বিশারদদের স্বীকৃতির কারণে আমরা অসহায় যিশাইয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করবো না। তাহলে কি আমরা এ রচনা চুরির জন্য আল্লাহর দরযায় পেরেক মারবো ? আল্লাহ সম্পর্কে কি নিন্দনীয় কথা ! প্রফেসর কাম্পস্টি সিম্পোজিয়ামের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেন যে, "খৃস্টানরা বাইবেলের মৌখিক প্রত্যাদেশ বিশ্বাস করে না।" তাহলে পরম করুণাময় আল্লাহ অন্যমনস্কভাবে একই গল্প দুবার লেখার নির্দেশ দেননি ! মানব হাত তথাকথিত আল্লাহর বাণী বাইবেল নিয়ে ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতেছে। তারপরও বাইবেল নিয়ে মাতামাতিকারীরা বলবে যে বাইবেলের প্রতিটি শব্দ ও দাঁড়ি-কমা আল্লাহর বাণী !

---

www.amarboi.org

সপ্তম অধ্যায়

অগ্নি পরীক্ষা

আমরা কেমন করে জানবো যে, যে বইকে আল্লাহর বাণী বলে দাবী করা হয়, তা সত্যিই আল্লাহর বই ? বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য অনেকগুলো পরীক্ষার মধ্যে একটি পরীক্ষা এই যে, কোনো সর্বজ্ঞ সত্ত্বার পক্ষ হতে নিঃসৃত কোনো বাণী এ বইয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। একে সকল প্রকার বৈপরীত্য ও অসংগতি থেকে মুক্ত হতে হবে। ঠিক এটাই আল্লাহর সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآنَ ط وَلَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ۝ النساء : ٨٢

"এরা কি লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি ? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮২

আল্লাহ নাকি শয়তান ?

আল্লাহ যদি চান যে, আমরা এ অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে কুরআনের সত্যতা যাচাই করি, তবে আমরা কেন তাঁর কাছ থেকে প্রেরিত এ মর্মে দাবীকৃত অন্যান্য বইয়ের ব্যাপারে একই অগ্নি পরীক্ষার প্রয়োগ করি না ? খৃস্টানদের মত আমরা কথার মাধ্যমে কাউকে প্রতারিত করতে চাই না। আমি খৃস্টান পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে রেফারেন্স দিয়েছি তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা আমাদের নিকট একথাই প্রমাণ করছেন যে, বাইবেল আল্লাহর বাণী নয়। আবার আমাদেরকে এর বিপরীতটাই বুঝাচ্ছেন।

এ রকম অসুস্থতার একটি মৌলিক প্রমাণ গতকালও সংঘটিত হয়েছিল। গ্রাহামস টাউনে ইংল্যাণ্ডের গীর্জায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। প্রধান বিশপ রেভারেণ্ড বিল বার্নেট তার দলের কাছে ধর্ম প্রচার করছিলেন। তিনি তার ইংল্যাণ্ডীয় সম্প্রদায়ের কাছে একটি সন্দেহ সৃষ্টি করেন। একজন বিজ্ঞ ইংরেজ একদল শিক্ষিত ইংরেজ পুরোহিত ও বিশপদের সম্বোধন করে তাদের মাতৃভাষা ইংরেজীতে বক্তৃতা করছিলেন যা তার সহকর্মীরা মারাত্মক ভুল বুঝেছিল। এটা এতোই মারাত্মক ছিল যে, 'The Natal Mercury' নামক একটি ইংরেজ দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ম্যাকমিলান যিনি বোধহয় ইংল্যাণ্ডের গীর্জা

www.amarboi.org

সভারও অন্তর্ভুক্ত, তার ১৯৭৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রিকায় প্রধান বিশপ কর্তৃক তার শিক্ষিত পাদ্রীদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির ব্যাপারে লিখেছেন ঃ

"ধর্মসভায় বিশপ বার্নেটের বক্তৃতায় খুব কমই স্পষ্টতা ছিল এবং নাটকীয়ভাবে উপস্থিত অনেকেই তা ভুল বুঝেছেন।"

ভাষা হিসেবে ইংরেজীতে কোনো ভুল নেই, কিন্তু আপনি কি দেখেন না যে, খৃস্টানদের প্রতিটি ধর্মীয় চিন্তাকে ঘোলা করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ? তাদের পবিত্র ভোজ উৎসবের 'রুটি' 'রুটি' নয় বরং গোশত ? 'মদ' হলো 'রক্ত'? 'তিন' হলো 'এক'? 'মানুষ স্বর্গীয়'? কিন্তু ভুল করবেন না। বৈষয়িক ব্যাপারে লেনদেনের ক্ষেত্রে সে এতো সরল নয়, তখন সে একেবারে পাকা, তার সাথে চুক্তি করার সময় আপনাকে দ্বিগুণ সতর্ক হতে হবে। আপনি কিছু বোঝার আগেই সে আপনাকে বিক্রি করে ফেলতে পারবে।

আল্লাহর তথাকথিত পুস্তকে আমি যে বৈপরীত্যের কথা বলেছিলাম, তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে যুক্তি পেশ করবো, তা বুঝা একজন শিশুর পক্ষেও সহজ।

আপনি লক্ষ্য করবেন যে, 'বংশাবলি' ও 'স্যামুয়েল' এর লেখকদ্বয় আমাদেরকে দাউদ (আ) কর্তৃক ইহুদীদের আদমশুমারীর ব্যাপারে একই কাহিনী বলছে। এ মহৎ কাজ করার জন্য দাউদ কার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন ? ২-স্যামুয়েলের (২৪ ঃ ১) লেখক বলেছেন যে, প্রভু দাউদকে এটা করতে বলেছেন (RSV)। কিন্তু ১-বংশাবলি (২১ ঃ ১)-এর লেখক বলছেন, শয়তান দাউদকে এ রকম কাপুরুষোচিত কাজ করতে প্রবৃত্ত করেছে (RSV)। কি করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রত্যাদেশের এ রকম অসংগতিপূর্ণ উৎস হতে পারেন ? এটা কি আল্লাহ না শয়তান ? কোন্ ধর্মে শয়তান আল্লাহর সমার্থক ? আমি কোনো শয়তানের পূজার কথা বলছি না। যা খৃস্টানদের মধ্যে সম্প্রতি ছত্রাকের মতো ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রাক্তন খৃস্টানরা শয়তানের পূজা করেছে। খৃস্টান ধর্ম রাশি রাশি মতবাদের জন্মের জন্য খুবই উর্বর। যেমন-নাস্তিকতা, সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, বিরোধী দল বিহীন শাসকদের মতবাদ, নাৎসীবাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিয়ে সমর্থনকারী মতবাদ, চন্দ্রবাদ, খৃস্টীয় বিজ্ঞান তত্ত্ব এবং শয়তান পূজাবাদ। খৃস্টান ধর্ম আর কি মতবাদ জন্ম দিতে চায় ?

পবিত্র বাইবেলে সকল প্রকার অসংগতি বিদ্যমান। এটাই আবার খৃস্টানদের অহঙ্কারও বটে। কেউ কেউ সঠিকভাবে দাবী করে যে, মানুষের জানামতে সকল প্রকার মন্দ যাচাই করতে বাইবেলের বাণীগুলোর ভুল ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। (১৯৭৫ সালের জুলাই এ প্রকাশিত 'The Plain Truth

www.amarboi.org

নামক আমেরিকান খৃষ্টান পত্রিকায় প্রকাশিত "The Bible-Worlds Most Controversial Book" নামক প্রবন্ধ হতে)।

২ শমূয়েল-২৪ ঃ ১
গণনা করা

আর ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইল, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে দায়ূদকে প্রবৃত্তি দিলেন, কহিলেন, যাও, ইস্রায়েল ও যিহূদাকে গণনা কর।

যেখানে ২-শমূয়েল ২৪ এর গ্রন্থকার আল্লাহকে পরিস্থিতির কর্তা বানিয়েছে, সেখানে ১-বংশাবলী ২১-এর লেখক আল্লাহ ছাড়া শয়তানকেও এর অংশীদার করেছে। যথা-

১ বংশাবলি-২১ ঃ ১
গণনা করা

আর শয়তান ইস্রায়েলের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া ইস্রায়েলকে গণনা করিতে দায়ূদকে প্রবৃত্তি দিল।

বংশাবলী লেখকের এ দুই অংশে ভাগ এক বৃদ্ধা মহিলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি মোমবাতি সেন্ট মাইকেল ও অপরটি শয়তানের উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত করে। সেন্ট মাইকেল তাকে পদদলিত করেছে যেন মহিলাটি স্বর্গে বা নরকে যেখানেই যাক না কেন সেখানে তার একজন বন্ধু থাকবে। এ বংশাবলী রচয়িতাও বোধহয় উপরের কোর্টে একজন বন্ধু ও নিচের কোর্টে আরেকজন বন্ধুর অবস্থান নিশ্চিত করে নিয়েছিলো, সে উভয় প্রকারেই তা চেয়েছে তার কেকও রাখতে চেয়েছে আবার খেতেও চেয়েছে।

www.amarboi.org

কারা প্রকৃত লেখক ?

শমূয়েল এবং বংশাবলী থেকে আরো প্রমাণ উপস্থাপনার পূর্বে, আমি এটা যুক্তিসংগত মনে করি যে, এমন বইয়ের অসামঞ্জস্যের জন্য আল্লাহকে সন্দেহ না করে এদের লেখক কে তা খুঁজে বের করি। RSV-এর নিরীক্ষকরা বলেছেন ঃ

ক) শমূয়েল ঃ লেখক 'অজ্ঞাত' (শুধু একটা শব্দ)

খ) বংশাবলী লেখক 'অজ্ঞাত' সম্ভবত ইব্রা কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত।

আমাদের অবশ্যই এ বাইবেল পণ্ডিতদের নমনীয়তার প্রশংসা করতে হয়, কিন্তু তাদের অনুসারীরা 'মনে হয়' 'সম্ভবত' এবং 'হয়তো' শব্দগুলো দ্বারা সবসময়ই 'প্রকৃত অবস্থা' ব্যাখ্যা করে। কেন দুর্ভাগা ইব্রা বা ঈশায়াকে এসব অজ্ঞাতনামা লেখকদের দোষের ফলভোগী বানানো হয় ?

তিন নাকি সাত ?

পরের পৃষ্ঠা দেখুন এবং উভয় উক্তির মধ্যে তুলনা করুন। ২-শমূয়েলের ২৪ ঃ ১৩ এ বলা হয়েছে "পরে গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন কহিলেন" এ শব্দগুলো ১-বংশাবলী ২১ ঃ ১১ তে হুবহু বলা হয়েছে। শুধুমাত্র 'এবং[১] জ্ঞাত করিলেন' বাদ দেয়া হয়েছে ! কিন্তু অপ্রয়োজনীয় শব্দগুচ্ছকে সাজানোর পাশাপাশি লেখক সাত বছরকে তিন বছরে পরিবর্তন করেছেন। আল্লাহ গাদকে কি বলেছেন ? 'আপনার উভয় গৃহে' তিন নাকি সাত বছরের প্ল্যাগ ?

আট নাকি আঠারো ?

পরের পৃষ্ঠা দেখুন এবং দুটো উক্তি তুলনা করুন। ২-বংশাবলী ৩৬ ঃ ৯-এ বলা হয়েছে যে, যিহোয়াখীন আট বছর বয়সে রাজত্ব আরম্ভ করেন। অথচ ২-রাজাবলী ২৪ ঃ ৮-এ বলা হয়েছে যে, তাঁর বয়স ছিল আঠারো যখন তিনি রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। রাজাবলীর অজ্ঞাত লেখক নিশ্চয়ই মনে করেছিলেন যে আট বছরের শিশু তার সিংহাসনচ্যুতির জন্য কেমন করে মন্দ কাজ করতে পারে। তাই তিনি উদারভাবে দশ বছর যোগ করে যিহোয়াখীনকে আল্লাহর অভিশাপের উপযোগী প্রাপ্তবয়স্ক বানিয়ে দিলেন। কিন্তু তাকে তার অনুচিত কাজে সামঞ্জস্য করতে হবে, তাই তিনি তার রাজত্ব দশ দিন বসিয়ে দিয়েছেন ! বয়সের সাথে দশ বছর যোগ করুন এবং রাজত্ব থেকে দশ দিন বিয়োগ করুন, আল্লাহ তাআলা কি একই বিষয়ে এতো বিরাট দুটো পার্থক্যমূলক কথা বলতে পারেন ?

---

১. বাংলা বাইবেলে "এবং" নেই ; ইংরেজী বাইবেলে আছে।

www.amarboi.org

আল্লাহ তিন বছর না সাত বছরের দুর্ভিক্ষের আদেশ দিয়েছেন ?

প্লেগ মহামারী

২ শমূয়েল-২৪ ঃ ১৩

পরে
গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, কহিলেন, আপনার দেশে সাত বৎসর ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে ?
না আপনার বিপক্ষগণ যাবৎ আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করে, তাবৎ আপনি তিন মাস পর্য্যন্ত তাহাদের অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিবেন ?

১ বংশাবলি-২১ ঃ ১১-১২

পরে
গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যেটা ইচ্ছা, গ্রহণ কর ; হয় তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ, নয় তিন মাস পর্য্যন্ত শত্রুদের খড়্গ তোমাকে পাইয়া বসিলে তোমার বিপক্ষ লোকদের সম্মুখে সংহার,

খৃষ্টানদের দাবী অনুযায়ী যদি আল্লাহ বাইবেলের প্রতিটি শব্দ ও দাঁড়ি কমার লেখক হন তাহলে তিনি কি উপরোক্ত অসংগতি সম্পন্ন অংকেরও লেখক ?

www.amarboi.org

যিহোয়াখীনের বয়স কত ?
৮ নাকি ১৮ ?

৮ ও ১৮ বছরের মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান। আমরা কি বলতে পারি (নাউযুবিল্লাহ) যে সর্বজ্ঞাত আল্লাহ গুণতে জানেন না এবং এভাবে ৮ ও ১৮ এর মধ্যে পার্থক্য জানেন না ? যদি আমরা বাইবেলকে আল্লাহর বাণী বলে মনে করি, তাহলে আল্লাহ তাআলার সম্মান ও মর্যাদা সর্বকালের সর্বনিম্নে নেমে যায়।

২ বংশাবলি-৩৬ ঃ ৯

যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন ; সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন।

২ রাজাবলি-২৪ ঃ ৮

যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন ; তাঁহার মাতার নাম নহুষ্টা, তিনি যিরূশালেমনিবাসী ইল্‌নাথনের কন্যা।

www.amarboi.org

৭০০ নাকি ৭,০০০ ?

বাইবেল পসন্দকারীদের কাছে এটা কিছুই নয় যে, একটি সম্পূর্ণ শূন্য (D) হয় ৭০০ এর সাথে যোগ হয়েছে বা ৭,০০০ থেকে বিয়োগ হয়েছে। এভাবে সন্দেহযুক্ত বাইবেলের অঙ্ককে আরো বিশৃঙ্খল করা হয়েছে।

২ শমূয়েল-১০ ঃ ১৮

আর অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল; আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত শত রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বধ করিলেন, এবং তাহাদের দলের সেনাপতি শোবক-কেও আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি সেই স্থানে মারা পড়িলেন।

১ বংশাবলি-১৯ ঃ ১৮

আর অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল; আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত সহস্র রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য বধ করিলেন, এবং দলের সেনাপতি শোফককে বধ করিলেন।

আল্লাহ অশ্বারোহী সৈন্য ও পদাতিক সৈন্যের পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছেন ?

বাইবেলের প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখকদের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের পার্থক্য না জানা খুবই গুরুতর বিষয়। কারণ এখানে স্বয়ং আল্লাহকে সে প্রত্যাদেশের উৎস হিসেবে অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনীর পার্থক্য না জানার জন্য দায়ী করা হয়েছে বা এটা সম্ভব যে, যেসব অরামীয়েরা (সিরিয়ানরা) ইস্রায়েলদের সামনে থেকে পলায়ন করেছে তাদের দেহ এবং পা ঘোড়ার এবং মাথা ও হাত মানুষের মতো। এটা কি সম্ভব যে, এসব জন্তু ক্লাসিক্যাল রূপকথা থেকে হঠাৎ উঠে এসেছে যার ফলে লেখকদের বিমূঢ় করে দিয়েছে ?

www.amarboi.org

অশ্বারোহী সৈন্যদল নাকি পদাতিক বাহিনী ?

পূর্বের পৃষ্ঠার দুটো উক্তি মিলিয়ে দেখুন, কতজন রথ আরোহীকে দাউদ হত্যা করেছেন ? সাতশ নাকি সাত হাজার ? এবং আবার তিনি কি ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নাকি ৪০,০০০ পদাতিক সৈন্য হত্যা করেছেন ? ২ শমুয়েল ১০ ঃ ১৮ এবং ১ বংশাবলী ১৯ ঃ ১৮ এর এ বৈপরীত্য শুধু এটাই বলে না যে, আল্লাহ শতক ও হাজারের মধ্যে পার্থক্য জানেন না, এটা পরিষ্কার যে, এ নিন্দনীয় কাজকে খৃষ্টান অভিধানে প্রত্যাদেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বাস্তবধর্মী গৃহ অনুশীলনী

সোলাইমান তার নিজের জন্য একটি রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন যা করতে তের বছর সময় লেগেছিল। আমরা এটা ১-রাজাবলির ৭নং অধ্যায় থেকে জানতে পারি। আপনি 'সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা অজ্ঞাত নাম হতে গৃহীত' এ ব্যাপারে ডঃ পার্কারের গর্ব সম্পর্কে জানতে (৬নং অধ্যায়ের 'বিকৃত মাপকাঠি' শিরোনাম দ্রষ্টব্য) পেরেছেন। ডাহা ছেলে মানুষীর জন্য আপনি এ ৭নং অধ্যায় এবং যিহিষ্কেলের ৪৫নং অধ্যায়কে হারাতে পারবেন না। সারা জীবনে আপনাকে এটি একবার পড়তেই হবে। তারপরে আপনি অবশ্যই পবিত্র কুরআনকে সমর্থন জানাবেন। আপনার যদি কোনো বাইবেল না থাকে এবং আপনি যদি মুসলমান হন, তাহলে আপনি একটি বাইবেল সংগ্রহ করুন। তখন আপনি এ পুস্তিকা থেকে বাইবেলে অনেক রকম উক্তি দাগিয়ে রাখতে পারেন। সকল প্রকার অসামঞ্জস্যের জন্য 'হলুদ', অশ্লীল বর্ণনার জন্য 'লাল' এবং যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য উক্তিগুলোর জন্য 'সবুজ' রং ব্যবহার করতে পারেন। যে রকম আমি এ রচনার প্রথমে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ সেসব শব্দসমূহ যা আপনি অনায়াসে আল্লাহ ও তার নবীর বাণী বলে চিনতে পারেন। এ প্রস্তুতি নিয়েই আপনি আপনার পরিচিত যে কোনো বাইবেল বিশারদ বা মিশনারীর সন্দেহ খণ্ডন এবং তাদেরকে হতবুদ্ধি করে তুলতে পারবেন। "আমরা যদি শান্তির সময় বেশি ঘামাই, তাহলে যুদ্ধের সময় আমাদের রক্ত কম ঝরবে।"

–চিয়াং কাইশেক

How hygienic ?

পরের পৃষ্ঠা খুলুন এবং লক্ষ্য করুন যে ১ রাজাবলি ৭ ঃ ২৬ -এর লেখক সোলাইমানের প্রাসাদে ২,০০০ গোসলখানা গণনা করেছেন। কিন্তু ২নং বংশাবলি ৪ ঃ ৫ এর লেখক এটিকে ৫০% বাড়িয়ে ৩,০০০ করেছে ! আল্লাহর বইতে আড়ম্বরতা ও ভুল ? যদি আল্লাহ তাআলার কোনো কিছু করার নাই বা থাকলো, তাহলে কি তিনি ইহুদীদের এসব অযৌক্তিক ও অসংগত প্রত্যাদেশ

www.amarboi.org

২,০০০ এবং ৩,০০০-এর পার্থক্য শুধুমাত্র ৫০% অত্যুক্তি!

১ রাজাবলি-৭ ঃ ২৬

ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার কাণা পানপাত্রের কাণার সদৃশ, শোশন পুষ্পাকার ছিল; তাহাতে দুই সহস্র বাৎ ধরিত।

২ বংশাবলি-৪ ঃ ৫

ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু ও তাহার কাণা পান-পাত্রের কাণার সদৃশ, শোষণ পুষ্পাকার ছিল, তাহাতে তিন সহস্র বাৎ ধরিত।

এটা হাস্যকর হোক বা না হোক, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখকদের ২,০০০ ও ৩,০০০-এর পার্থক্য না বুঝা ক্ষমার অযোগ্য। এটা নিশ্চিত বৈপরীত্য। কোনো অলৌকিক কাণ্ডই প্রমাণ করতে পারবে না যে, দুই ও দুইয়ে পাঁচ হয়, কিংবা কোনো বৃত্তের চারটি কোণ আছে এবং অসংখ্য অলৌকিক কাণ্ডও খৃষ্টান ধর্মের রেবার্ড ও শিক্ষার উপর যে বৈপরীত্য তা সরাতে পারবে না।" (আলবার্ট শোয়েজার এর "In Search of the Historical Jesus নামক বই, পৃষ্ঠা ২২)। নাযিলে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন ? বাইবেল কি আল্লাহর বই ? এটা কি আল্লাহর বাণী ?

রাশি রাশি অসংগতি

এসব অসংগতির বর্ণনা শেষ করার পূর্বে আমি আর একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি, বাইবেলে এ রকম আরো শত শত ভুল রয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় দেখুন এটা আবার সোলাইমানের ব্যাপার। তিনি সত্যিই বিরাট উপায়ে কাজ সম্পন্ন করেন। তুলনামূলকভাবে এ ব্যাপারে ইরানের প্রাক্তন শাহ ছিলেন নার্সারীর বাচ্চা ! ২-বংশাবলী ৯ ঃ ২৫-এর লেখক এ ক্ষেত্রে সোলাইমানকে যে পরিমাণ গোসলখানা দিয়েছেন তার চেয়ে এক হাজারটি বেশি ঘোড়ার আস্তাবল দিয়েছেন। "এবং সোলাইমানের ছিল চার হাজার ঘোড়ার আস্তাবল ....." কিন্তু ১-রাজাবলী ৪ ঃ ২৬-এর লেখকের ছিল রাজা সম্পর্কে রাজকীয় ভাবনা। তিনি সোলইমানের আস্তাবলকে ১০০% দ্বারা গুণ করে তা ৪,০০০ থেকে

www.amarboi.org

৪০,০০০ এ পৌছিয়েছেন। কোনো বাকপটু খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ আপনার চোখের সামনে পর্দা তুলে ধরার আগে বলবে যে, এখানে পার্থক্য শুধুমাত্র একটি শূন্যের 'O' এবং কোনো লেখক ভুলবশত আরেকটা শূন্য যোগ করেছে। ফলে ৪,০০০ সংখ্যাটি ৪০,০০০ হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে, সোলাইমানের আমলে ইহুদীদের শূন্য 'O' সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না। কয়েক শতাব্দী পরে আরবরাই প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে প্রথম শূন্যের প্রচলন করেন। ইহুদীরা তাদের সাহিত্যে সংখ্যাকে কথায় প্রকাশ করতো, অঙ্কে নয়। আমাদের প্রশ্ন হলো–৩৬,০০০ এর এ পার্থক্যের লেখক কে ? তিনি কি আল্লাহ না মানুষ ? আপনি এসব ব্যাপার সহ আরো অনেক কিছু A. S. K. Joommal এর The Bible Word of God or Word of Man' নামক বইতে পাবেন।

চার হাজার ও চল্লিশ হাজারের মধ্যে
পার্থক্য মাত্র ৩৬,০০০ ?

২ বংশাবলি-৯ ঃ ২৫

আর অশ্ব
ও রথসমূহের জন্য শলোমনের চারি সহস্র
ঘর ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল;
তিনি তাহাদিগকে রথ-নগর-সমূহের এবং
যিরূশালেমে রাজার নিকটে রাখিতেন।

১ রাজাবলি-৪ ঃ ২৬

শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র
অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী
ছিল।

ইহুদীরা ওল্ড টেস্টামেন্টে (তাওরাতে) 'O' (শূন্য) ব্যবহার করেনি।

www.amarboi.org

অষ্টম অধ্যায়

সর্বাধিক বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্য

বাইবেল আল্লাহর বাণী এর প্রমাণ হিসেবে খৃষ্টান প্রচারণাকারীরা নিম্নের শ্লোকটি বলতে খুব পসন্দ করে ঃ

"ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী,"

-২-তীমথিয় ৩ ঃ ১৬-AV by Scofield

"All Scripture IS given by inspiration of God, and IS profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.

লক্ষ্য করুন, 'IS' গুলো বড় অক্ষরে। রেভারেণ্ড স্কোফিল্ড আমাদেরকে নিঃশব্দে বলছেন যে, এটা আসল গ্রীক কপিতে নেই। ইংল্যাণ্ডের গীর্জা, স্কটল্যাণ্ডের গীর্জা, মেথোডিস্ট গীর্জা, কংগ্রেগেশানাল গীর্জা, ব্যাপ্টিস্ট ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ডের প্রেস বাইটেরিয়ান গীর্জা ইত্যাদির প্রতিনিধিত্বকারী এক কমিটি 'The New English Bible'-টি অনুবাদ করেছে এবং ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি আসল গ্রীক কপির সবচেয়ে বিশুদ্ধ অনুবাদ করেছে যা এখানে উল্লেখ করার যোগ্য ঃ

'Every inspired scripture has its use for teaching the truth and refuting error, or for reformation of manners and discipline in right living."-2 Timothy 3 : 16

"প্রত্যেকে প্রত্যাদেশ লিপিকে সত্যের শিক্ষা, ভুল খণ্ডন এবং ন্যায়পূর্ণ জীবনযাপনের উপায় ও শৃঙ্খলার সংস্কারের ব্যবহার করা যায়।"

-২-তীমথিয় ৩ ঃ ১৬

রোমান ক্যাথলিকরা তাদের Douay সংস্করণের মূল বাক্যে প্রোট্যাস্টেন্টদের Authorised Version (AV) -এর মূল বাক্যের তুলনায় অধিকতর বিশ্বাসী। তারা বলেন ঃ All Scripture, inspired of God, is profitable to teach, to reprove, to correct ..... ! 'আল্লাহর প্রত্যাদেশ সম্বলিত বাইবেলের প্রতিটি খণ্ড শিক্ষাদান, পুনরায় প্রমাণ ও পুনঃ সংশোধনের লক্ষ্যে লাভজনক।' আমরা শব্দ নিয়ে খেলা করবো না, মুসলমান ও খৃষ্টানরা একমত যে, আল্লাহ থেকে যাই আসে, চাই তা প্রত্যাদেশ হোক বা সরাসরি

www.amarboi.org

অহী হোক, অবশ্যই নিম্নের চারটি উদ্দেশ্যের যে কোনো একটি উদ্দেশ্য পূরণ করবে ঃ

১. আমাদেরকে উপদেশ দেবে
২. আমাদেরকে ভুলের জন্য তিরস্কার করবে
৩. আমাদের সংশোধন করবে
৪. আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতার দিকে চালনা করবে।

গত চল্লিশ বছর ধরে আমি খৃস্টান ধর্মের পণ্ডিতদের প্রশ্ন করে আসছি যে, তারা কি এরূপ পঞ্চম কোনো উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবে যার উপর আমরা আল্লাহর বাণীকে দাঁড় করাতে পারি ? তারা অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। তাই বলে এটা বুঝায় না যে, আমি তাদের আচরণে কোনো উন্নতি সাধন করেছি। আসুন, এসব বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্য দ্বারা আমরা বাইবেলকে পরীক্ষা করি।

বেশী দূরে খুঁজতে হবে না

বাইবেলের প্রথম বই 'আদিপুস্তকে' আমাদের জন্য অনেক সুন্দর উদাহরণ রয়েছে। ৩৮নং অধ্যায় খুলুন এবং পড়ুন। ইহুদীদের পিতা যিহূদার ইতিহাস এখানে দেয়া হয়েছে যার নাম থেকে 'যুদাই' ও 'যুদাইজম' এসেছে। ইহুদী গোষ্ঠীর এ পিতা বিয়ে করলেন এবং আল্লাহ তাকে 'এর' 'ওনন' ও 'শেলা' নামে তিন পুত্র দান করলেন। যখন প্রথম সন্তান যথেষ্ট বড় হলো, যিহূদা তাকে তামর নামে এক কন্যার সাথে বিয়ে দিলেন। "কিন্তু যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'এর' সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।"–(আদিপুস্তক ৩৮ ঃ ৭) তীমথিয়ের উল্লেখিত চার নীতির কোন্ নীতিতে আপনি এ মর্মদায়ক ঘটনাকে স্থান দেবেন ? দ্বিতীয়টা ভর্ৎসনাই হচ্ছে উত্তর। 'এর' দুষ্ট ছিল। তাই আল্লাহ তাকে মেরে ফেলেছেন। সবার জন্য শিক্ষা, আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের দুষ্টামীর জন্য মেরে ফেলবেন। এটা হচ্ছে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা !

এ গল্পে, তাদের অনুযায়ী যদি কোনো ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ছাড়া মারা যায়, তবে এটা আরেক ভাইয়ের দায়িত্ব তার ভাবীকে বীজ দেয়া যেন মৃতের বংশ রক্ষা পায়। এ রীতি অনুসারে যিহূদা তার দ্বিতীয় পুত্র ওননকে তার নিজ দায়িত্ব পালনের আদেশ দিলেন। কিন্তু তার অন্তরে ঈর্ষা জাগ্রত হয় যে, বীজ হবে তার অথচ নাম হবে তার ভাইয়ের ! সুতরাং সংকটপূর্ণ সময়ে সে "ভূমিতে রেতঃপাত করিল। তাহার সেই কার্য্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে তিনি তাহাকেও বধ করিলেন।"–(আদিপুস্তক ৩৮ ঃ ৯-১০) তীমথিয়ের কোন্

www.amarboi.org

নীতিতে এ বধ কার্যটি পড়ে। আবারো একই উত্তর। সেটা হলো 'ভর্ৎসনা'। এসব সহজ উত্তরের জন্য কোনো পুরস্কার ঘোষণার দরকার নেই। এগুলো খুবই মৌলিক। মন্দ কর এবং এর শাস্তি ভোগ কর !

'আল্লাহর পুস্তকে' ওননের নাম বিস্মৃত হয়েছে। কিন্তু খৃষ্টান যৌনবাদীরা তাদের 'যৌন বইগুলো'তে তাকে রতিক্রিয়ার বিরতির জন্য ওনানিজমের মাধ্যমে অমর করে রেখেছেন।

এখন যিহূদা তার পুত্র বধূ তামরকে তার বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকতে বললো যতক্ষণ পর্যন্ত না শেলা সাবালক হয়। তখন তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হবে যেন শেলা তার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

একজন নারীর প্রতিশোধ

শেলা বড় হলো, হয়তোবা আরেক রমণীকে বিয়েও করলো। কিন্তু যিহূদা তামরের কাছে দেয়া তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেনি এবং সে নিজ হৃদয়ের গভীরেই ভীত হয়ে পড়লো। এ ডাইনীর জন্য সে ইতোমধ্যে দুই সন্তানকে হারিয়েছে– "পাছে ভ্রাতাদের ন্যায় সেও (শেলা) মরে।"–(আদিপুস্তক ৩৮ ঃ ১১) তাই যিহূদা এ সুবিধার জন্য নিজ প্রতিজ্ঞা একেবারেই ভুলে গেল। বিধবা যুবতী তাকে তার প্রাপ্য বীজ থেকে বঞ্চিত করার জন্য শ্বশুরের প্রতিশোধ নিতে চাইল।

তামর জানল যে, যিহূদা তিমনাথে তার মেষপালের লোম কাটতে চললো, সে তাকে পেতে চাইল এবং তাকে তার কুমতলবে ফাঁসাতে চাইল। তাই সে তিমনাথে যাওয়ার পথে এক খোলা জায়গায় বসে রইল। যিহূদা তাকে দেখে বেশ্যা মনে করলো। কারণ সে তার মুখ ঢেকে রেখেছিল। যিহূদা তার কাছে গেল এবং প্রস্তাব করলো "আমি তোমার কাছে গমন করি। তামর কহিল, আমার কাছে আসার জন্য আমাকে কি দেবে ?" সে প্রতিজ্ঞা করলো যে, সে তাকে তার পাল থেকে একটি মেষ শাবক দেবে। সে যে তা পাঠাবে, তার কি গ্যারান্টি ? কি গ্যারান্টি দরকার, যিহূদা জিজ্ঞেস করলো। উত্তর প্রস্তুত ছিল। আর তাহলো ঃ "তোমার এই মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্টি।" বৃদ্ধ লোকটি এসব সম্পদ তার হাতে দিল এবং "তাহার কাছে গমন করিল ; তাহাতে সে তাহা হইতে গর্ভবতী হইল।"–আদিপুস্তক ৩৮ ঃ ১৬-১৮

নৈতিক শিক্ষা

তীমথিয় ৩ ঃ ১৬ থেকে শিরোনাম খুঁজবার আগে আল্লাহর বইতে এ নোংরা গল্প স্থান পাওয়ায়, আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে, যা আপনাদেরও

www.amarboi.org

ইচ্ছা করবে যে, আমাদের সন্তানেরা তামরের মিষ্টি প্রতিশোধ থেকে কি নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করবে ? অবশ্যই আমরা আমাদের সন্তানদের নীতি গল্প বলি শুধুমাত্র তাদেরকে আনন্দ দেয়ার জন্য নয়, বরং কিছু মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়ার জন্য। 'শিয়াল ও আঙ্গুর' নেকড়ে বাঘ ও ভেড়ার বাচ্চা' কুকুর এবং তার ছায়া' ইত্যাদি গল্প যতই সহজ সরল হোক না কেন, এগুলোর একটা নৈতিক শিক্ষা আছে।

খৃষ্টানদের পৈত্রিক সংকট

বিখ্যাত আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ ভার্নাস জোনস স্কুল ছাত্রদের কয়েকটি দলের উপর গবেষণা করেছেন। তাদের কাছে নির্দিষ্ট কিছু গল্প বলা হয়েছে। শিশুদের বিভিন্ন দলের কাছে গল্পের নায়ক একই কিন্তু প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতে নায়কদের আচরণ বিপরীত বলে অনুভূত হয়েছে। এক দলের কাছে সেন্ট জর্জ ড্রাগন জবাই করে একজন খুব সাহসী ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত, কিন্তু অন্য দল ভয়ে পালিয়ে তাদের মায়েদের কোলে আশ্রয় নিয়েছে। "এ গল্পগুলো সামান্য হলেও চরিত্রে স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে। যদিও তা সংকীর্ণ ক্লাশ রুমেও হোক না কেন। এই বলে ডঃ জোনস তার গবেষণা শেষ করেন।

দৈনিক পত্রিকাগুলো থেকে জানা যায় যে, পবিত্র বাইবেলের ধর্ষণ, খুন, নিকটাত্মীয়ের সাথে অবৈধ যৌনাচার ও পাশবিকতা খৃষ্টান জগতের বাচ্চাদের মধ্যে কি পরিমাণ স্থায়ী ক্ষতি করেছে। যদি পাশ্চাত্যের নৈতিকতার এটাই উৎস হয়, তবে এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা মেথোডিস্ট নামক বিশেষ খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং রোমান ক্যাথলিকরা তাদের প্রভুর ঘরগুলোতে সমকামীদের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত করায় এবং ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনের হাইড পার্কে ৮,০০০ লম্পট সমকামী মিছিল করে এবং টেলিভিশন ও তথ্য মাধ্যমের কাছে অতি উৎসাহের সাথে নিজেদের দাবী তুলে ধরে।

আপনি অবশ্যই সেই পবিত্র বাইবেল সংগ্রহ করে আদিপুস্তকের ৩৮নং অধ্যায় সম্পূর্ণ পড়বেন। যেসব শব্দ এবং শব্দগুচ্ছ খারাপ লাগে সেগুলো লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে রাখুন। আমরা নৈতিক (?) শিক্ষার বিষয়ে ১৮নং শ্লোক পর্যন্ত পৌঁছেছি। আর তাহলো ঃ "এবং সে তা হতে গর্ভবতী হল।"

চিরদিনের জন্য লুকিয়ে রাখতে পারে না

তিন মাস পর ঘটনা যেভাবে ঘটবে ঠিক সেভাবে যিহূদা শুনতে পেলেন যে তার পুত্রবধূ তামর বেশ্যা হয়েছে। সে "ব্যভিচার হেতু গর্ভবতী হয়েছে এবং যিহূদা বললো, তাকে বাইরে এনে পুড়িয়ে দাও।"–(আদিপুস্তক ৩৮ ঃ ২৪) যিহূদা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে 'ডাইনী' বলেছে এবং এখন সে দুঃখের সাথে তাকে পোড়াতে চাচ্ছে। কিন্তু ধূর্ত ইহুদী মহিলা আরো একবার বৃদ্ধ লোকটিকে

www.amarboi.org

এক হাত দেখাল। সে মোহর, সূত্র এবং হস্তের যষ্টি একজন চাকরের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল এবং তার শ্বশুরকে অনুরোধ করলো যেন তিনি তার গর্ভধারণের জন্য দায়ী অপরাধীকে খুঁজে বের করেন। যিহূদা হতভম্ব হয়ে গেল, সে স্বীকার করলো যে, তার পুত্রবধূ তার চেয়ে বেশী ধার্মিক এবং "যিহূদা তাতে আর উপগত হল না।"–আদিপুস্তক ৩৮ ঃ ২৬

বিভিন্ন সংস্করণে এ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার তুলনা একটি অভিজ্ঞতার বিষয়। জেহোভার সাক্ষী গোষ্ঠী তাদের 'New World Translation' এ শেষ উক্তি এভাবে করেছে—"He had no further intercourse with her after that"[১]—'এরপর তিনি আর তার সাথে সহবাস করেননি।' আল্লাহর বইতে তামর সম্পর্কে এটাই আমাদের শেষ শোনা নয়। বরং সুসমাচার লেখকরা তাদের প্রভুর বংশ তালিকায় তাকে অমর করে রেখেছে।

অবৈধ যৌনাচার সম্মানিত

আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বিরক্ত করতে চাই না। কিন্তু আদিপুস্তকের ৩৮নং অধ্যায়ের শেষ স্তবকগুলোতে তামরের গর্ভে যমজ সন্তানের প্রসব বর্ণনা করা হয়েছে যারা পরে ক্ষমতার লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদীরা তাদের প্রথম সন্তান রেকর্ড করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক। প্রথম সন্তান পিতার সম্পত্তির সিংহ ভাগ পায়। এ প্রতিযোগিতায় সৌভাগ্যবান ও জয়ী কে হবে ? এ অসাধারণ প্রতিযোগিতায় চারজন রয়েছে। তারা হলো "তামরের ঘরে যিহূদার সন্তান পেরেস ও জারাহ।" কিভাবে ? আপনি অনতিবিলম্বে তা জানতে পারবেন। কিন্তু প্রথমে আমরা এর নৈতিক শিক্ষাটি জেনে নেই। এ প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানের নীতিকথা কি ? 'এর' ও 'ওননের' কথা আপনাদের স্মরণ আছে। কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে কিছু পাপের জন্য ধ্বংস করেছেন ? এ বিষয়ে আমরা যে শিক্ষা পেলাম তাহলো 'ভর্ৎসনা', তীমথিয়ের কোন্ স্তরে আপনি নিকটাত্মীয়ের সাথে যিহূদার নিষিদ্ধ যৌনাচার ও অবৈধ সন্তান সন্ততিকে ফেলবেন ? আল্লাহর পুস্তকে জারজত্বের জন্য এ সকল চরিত্রকে সম্মানিত করা হয়েছে। তারা আল্লাহর একমাত্র পুত্রের (?) দাদা পরদাদা ও দাদী পরদাদী হয়েছে ?

মথির ১ ঃ ৩ দেখুন। বাইবেলের প্রতিটি সংস্করণে খৃষ্টানরা এসব চরিত্রের নামের বানানে পার্থক্য করেছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে 'আদিপুস্তক' অধ্যায় নং ৩৮-এ যে বানান, নিউ টেস্টামেন্টে মথি অধ্যায় নং ১-এ সে বানান নয়। পুরাতনের

১. জেহোভার সাক্ষীদের সংস্করণ শব্দ নির্বাচনের ব্যাপারে বেশী খোলামেলা তারা কোদালকে কোদাল বলতে দ্বিধা করে না। যিহিষ্কেলের ২৩নং অধ্যায় অন্য সংস্করণের সাথে তুলনা করুন এবং পার্থক্যটা দেখুন।

www.amarboi.org

'Pharez' থেকে নুতনে 'Pares', Zarah থেকে Zara এবং Tamar থেকে Thamar. কিন্তু নীতিকথার ব্যাপারে কি হলো ? আল্লাহ যিহূদাকে তার অবৈধ যৌনাচারের অপরাধের জন্য আশীর্বাদ করেন ! (এর) যদি তুমি দুষ্টামী কর, তবে আল্লাহ তোমাকে মেরে ফেলবেন, (ওনান) যদি তুমি বীজ ফেলে দাও, তবে আল্লাহ তোমাকে হত্যা করবেন ; কিন্তু পুত্রবধূ (তামর) যদি প্রতিশোধ গ্রহণার্থে শ্বশুরের (যিহূদা) বীজ সংগ্রহ করে তবে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। খৃস্টানরা আল্লাহর পুস্তকে এ 'সম্মানকে' কোন্ স্তরে স্থান দেবেন ? কোথায় এটা স্থান পায় ? এটা কি ..... আপনাদের ? তা কি ঃ

১. উপদেশ ?

২. ভর্ৎসনা ?

৩. সংশোধন ?

৪. ন্যায়পরায়ণতার দিকে চালনা ?

যেসব পেশাদার ধর্ম প্রচারক উষ্ণ গসপেলের ও বাইবেলের ঢোল পেটানোকারী আপনার দরযায় আওয়াজ দেয়, তাদের জিজ্ঞেস করুন। তিনি যদি সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন তবে তিনি পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত। কেউই নেই যে, এ নোংরা পর্ণোগ্রাফিকে উপরোক্ত কোনো শিরোনামের মধ্যে স্থান দিতে পারবে। কিন্তু একটাই শিরোনাম দেয়া যায়। সেটা একমাত্র 'পর্ণোগ্রাফি' শিরোনাম।

বই নিষিদ্ধ করুন !

প্রখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাড শ বলেন ঃ "পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক বই (বাইবেল) এটাকে তালাবদ্ধ রাখুন।" আপনার সন্তানদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে বাইবেল রাখুন। কিন্তু কে তার উপদেশ গ্রহণ করবে ? তিনি কোনো B. A.[১] নন, একজন পুনর্জন্ম প্রাপ্ত খৃস্টানও নন।

দক্ষিণ আফ্রিকার খৃস্টান শাসকদের উচ্চ নৈতিক মান অনুসারে Lady Chatterley's Lover' নামক বইটি চার অক্ষরের একটি শব্দের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা নিশ্চয়ই পবিত্র বাইবেলকেও নিষিদ্ধ করতো যদি এটা হিন্দু বা মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ হতো। কিন্তু তারা নিজেদের পবিত্র গ্রন্থের বিরুদ্ধে একেবারেই অসহায়। তাদের 'পরিত্রাণ' এর উপর নির্ভর করছে !

১. B. A. হচ্ছে Born Again. এর সংক্ষিপ্ত। এটা নতুন ধরনের এক ব্যধি বা গুয়েনার জোনসটাউনের রেভারেণ্ড জিম জোনসের 'Suicide Cult'-কে ধ্বংস করেছিল।

www.amarboi.org

> Reading Bible stories to children can also open up all sorts of opportunities to discuss the morality of sex. An unexpurgated Bible might get an X-rating from some censors.
>
> *The* PLAIN TRUTH October 1977

"ছোটদের কাছে বাইবেলের কাহিনীগুলো পাঠ করলে যৌন নৈতিকতার উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। অপরিশুদ্ধ বাইবেল বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বীজ গণিতের প্রথম অজ্ঞাত রাশির মর্যাদা লাভ করবে।"[১]

কন্যারা তাদের পিতাকে বিপথগামী করলো

আদিপুস্তকের ১৯নং অধ্যায়ের ৩০নং স্তবক থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ুন এবং পুনরায় লাল কালি দিয়ে সম্মানের যোগ্য শব্দ ও শব্দগুলোর নীচে দাগ দিন। স্থবির ও দ্বিধান্বিত হবেন না। আপনার দাগানো বাইবেল আপনার সন্তানদের জন্য একটি অমূল্য সম্পত্তি হয়ে থাকবে। বাইবেলকে তালাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে আমি জর্জ বার্নাড শ-এর সাথে একমত। কিন্তু খৃস্টান চ্যালেঞ্জের মুকাবিলার জন্য এ অস্ত্র আমাদের প্রয়োজন। ইসলামের নবী বলেছেন যে, "যুদ্ধ হচ্ছে কলা-কৌশল" এবং কলা-কৌশলের দাবী হলো, আমরা যেন শত্রুর অস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করি। আমরা কি পসন্দ করি না করি সেটা কোনো ব্যাপার নয়। এটাই সেই জিনিস যা বাইবেলের প্রফেসরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। তারা আমাদের দরযায় আওয়াজ দেয় ও বলে যে "বাইবেল এটা বলেছে" এবং "বাইবেল ওটা বলেছে।" তারা চায় আমরা যেন আমাদের পবিত্র কুরআনকে তাদের পবিত্র বাইবেলের সাথে বিনিময় করি। তাদেরকে তাদের 'পবিত্রতার' মধ্যকার গর্তগুলো দেখিয়ে দিন যেগুলো তারা এখনো দেখেনি। কখনো এ মাতালগুলো ভান করে যে, তারা এ নোংরামি প্রথম দেখেছে। ধর্ম প্রচারের জন্য তাদেরকে কয়েকটি নির্বাচিত স্তবক দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে।

শুরুতে 'ইতিহাসে' বলা হয়েছে, রাতের পর রাত লূতের কন্যারা তাদের মাতাল পিতাকে বংশ রক্ষার মহৎ (?) উদ্দেশ্য নিয়ে বিপথগামী করার চেষ্টা চালায়। এ পবিত্র বইয়ে, 'বীজ' শব্দটি খুব প্রসিদ্ধ। শুধুমাত্র আদিপুস্তকের

১. The Plain Truth পত্রিকা-অক্টোবর, ১৯৭৭ সংখ্যা।

www.amarboi.org

মতো ছোট পুস্তিকায় সাতচল্লিশবার এ শব্দটি এসেছে। এ রকম আরেকটি অবৈধ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে 'অম্মি' ও 'মোয়াব'রা এসেছে। ধরে নেয়া হয় যে, তাদের প্রতি ইসরাঈলদের আল্লাহর বিশেষ ভালোবাসা আছে। পরবর্তীতে বাইবেল হতে আমরা জানতে পারি যে, একই ভালোবাসাপূর্ণ আল্লাহই ইহুদীদেরকে আদেশ দিয়েছেন ফিলিস্তিনী নারী পুরুষ ও শিশুদের নির্মমভাবে যবেহ করতে। এমনকি গাছ এবং জন্তু জানোয়াররাও যেন রেহাই না পায়। কিন্তু 'অম্মি' ও 'মোয়াব'রা যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়। কারণ তারা ছিল লূতের বীজ।"–(দ্বিতীয় বিবরণ ২ ঃ ১৯) কোনো ভদ্র পাঠক লূতের বিপথগামিতা সম্পর্কে নিজ মা, বোন, কন্যা এমনকি তার স্ত্রীকে শোনাতে পারবে না যদি স্ত্রী সতী ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী হয়। তবুও আপনি কিছু বিকারগ্রস্ত লোকের সাক্ষাত পাবেন যারা এ নোংরা বিষয় লোলুপতার সাথে গলধঃকরণ করবে। স্বাদ আস্বাধন করবে !

যিহিষ্কেল ২৩ পড়ুন এবং আবারো দাগ দিন। আপনিই বুঝবেন কোন্ রং ব্যবহার করতে হবে। তাতে অহলা এবং অহলীবা নামক দুই বোনের বেশ্যাবৃত্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ যৌন বিবরণ অনেক নিষিদ্ধ বইকে অপরিশুদ্ধ সংস্করণকেও লজ্জায় ফেলে দিবে। পুনর্জন্ম প্রাপ্ত খৃস্টান আগন্তুকদের জিজ্ঞেস করুন, তারা এ অশ্লীলতাকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলবে ? আল্লাহর কোনো বইয়ে নিশ্চয়ই এমন কোনো নোংরামির স্থান থাকতে পারে না।

আলহাজ্জ এ ডি আজিজোলা তার The Myth of the Cross নামক বইয়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে বাইবেলের ভুল ও ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা সংক্ষেপে বলতে গেলে, পুরো খৃস্টান ধর্মের ভুল ধারণাগুলোকে নগ্ন করে দিয়েছেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের কোনো ছাত্র-ছাত্রী উপরোল্লিখিত ৮ম অধ্যায়ের সবশেষে উল্লেখিত এ এস কে জোস্বাল কর্তৃক লিখিত বই এবং The Bible : Word of God or Word of Man' নামক বই ছাড়া কিছুতেই চলতে পারে না।

www.amarboi.org

নবম অধ্যায়

ঈসা (আ)-এর বংশ তালিকা

লক্ষ করুন, কিভাবে খৃস্টান পাদ্রীরা ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত নিকটাত্মীয়ের সাথে ব্যভিচারের ফলে সৃষ্ট সন্তান সন্ততির অপবাদ নিউ টেস্টামেন্টে তাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা ঈসা (আ)-এর উপর আরোপ করেছে। যে ব্যক্তির কোনো বংশ নেই তার জন্য একটি বংশ তালিকা প্রস্তুত করেছে এবং তাও আবার কি বংশ তালিকা ! আল্লাহর এ পবিত্র বান্দার উপর ছয়জন ব্যভিচারী ও সন্তান সন্ততির অপবাদ দেয়া হয়েছে। মূসা (আ)-এর শরীয়ত আল্লাহর নিজস্ব আইন অনুযায়ী এমন পুরুষ ও নারীকে পাথর মেরে হত্যা করার কথা। অধিকন্তু আল্লাহর সমাজ ও ঘর থেকে যুগ যুগ ধরে পরবর্তী বংশধরকে বহিষ্কারও করতে হবে।[১]

নীচ বংশীয় পূর্ব পুরুষ

কেন আল্লাহ তাঁর ছেলে (?) ঈসাকে এমন একজন পিতা (ইউসুফ) দান করবেন যার পূর্ব পুরুষগণ নীচ বংশীয় ? একজন বিপথগামীর মতে "এর পূর্ণসৌন্দর্য কি এটাই যে আল্লাহ পাপীদেরকে খুব ভালোবাসেন এবং তাঁর সন্তানকে (?) ভালো বংশীয় পূর্বপুরুষ দিতে অবজ্ঞা করলেন।"

শুধুমাত্র দুজনের উপর দায়িত্ব অর্পণ

চারজন সুসমাচার লেখকের মধ্যে আল্লাহ শুধু দুজনকে তাঁর পুত্রের বংশ তালিকা লেখার জন্য আদেশ দিয়েছেন। যীশুর পূর্ব পুরুষদের দুটো প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত তালিকায় আপনাদের সহজ তুলনার জন্য বাগাড়ম্বর ছাড়া আমি শুধুমাত্র নামগুলো চয়ন করেছি। পরের পৃষ্ঠায় বংশ তালিকা দেখুন। আল্লাহ মথিকে আদেশ করেছেন দায়ূদ ও যীশুর মধ্যে শুধু ২৬টি পূর্বপুরুষ তাঁর ছেলের জন্য লিপিবদ্ধ করতে। কিন্তু প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লূক যীশুর জন্য ৪১টি পূর্বপুরুষ সংগ্রহ করেছেন। এ দুই তালিকায় যীশু ও দায়ূদের মধ্যে একমাত্র অভিন্ন নাম হচ্ছে ঃ যোষেফ এবং তাও লূক ৩ ঃ ২৩ (AV) অনুসারে কল্পিত পিতা। এ একটা নাম জ্বলজ্বল করছে। তাকে ধরার জন্য আপনাদের ভালো দাঁতযুক্ত চিরুনীর প্রয়োজন নেই। তিনি কাঠমিস্ত্রি যোষেফ। আপনি খুব সহজেই লক্ষ করবেন এবং দুটো তালিকা বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ। দুটো তালিকাই কি একই উৎস অর্থাৎ আল্লাহ থেকে উৎসারিত ?

---

১. "জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করবে না ; তার দশম পুরুষ পর্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবে না।"–(দ্বিতীয় বিবরণ ২৩ ঃ ২) যিহোভার সাক্ষীরা এ শব্দের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। উট গিলে খায় আবার ডাঁশ তাড়ায় !

www.amarboi.org

দাউদ থেকে ঈসা পর্যন্ত বংশ তালিকা

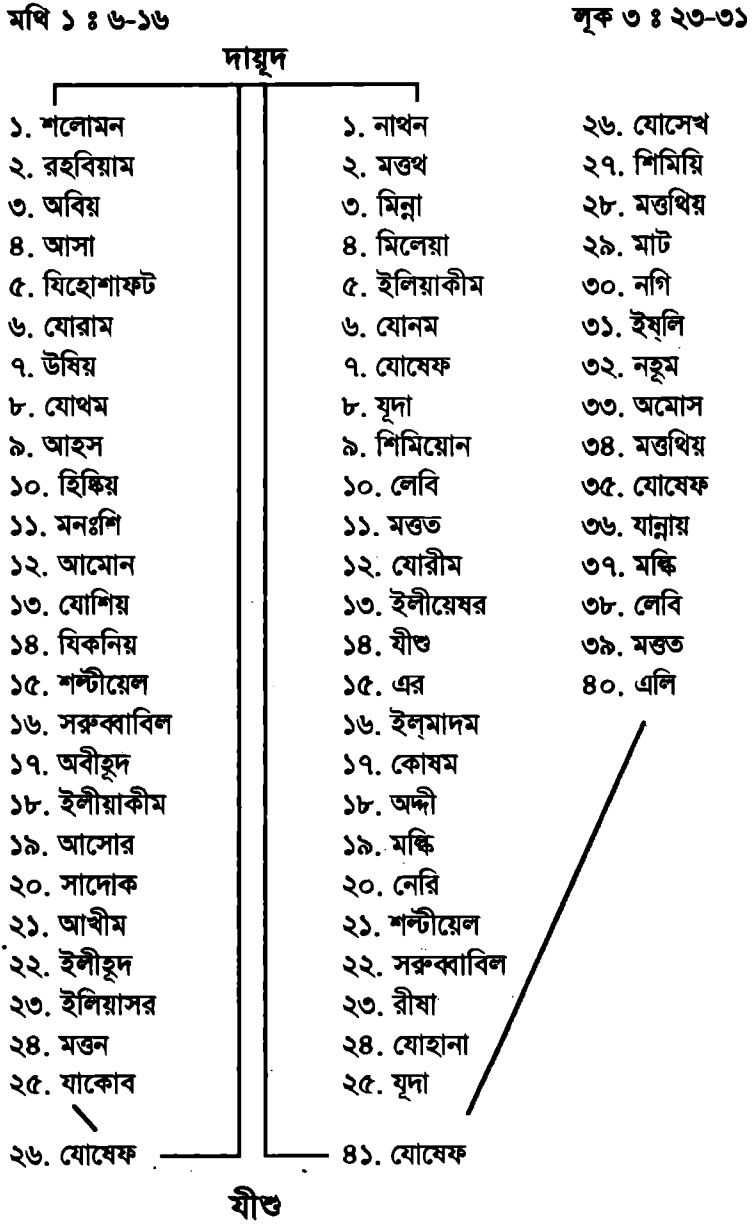

www.amarboi.org

ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা

মথি এবং লূক উভয়েই যীশুর প্রধান পূর্বপুরুষ দায়ূদকে রাজা বানাতে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত। এ ভুল ধারণার কারণে যে, যীশুকে তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসনে বসার কথা ছিল। (প্রেরিত ২ ঃ ৩০) সুসমাচারগুলো এ ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করে। কারণ এগুলো আমাদেরকে জানায় যে, দায়ূদের সিংহাসনে যীশুর বসার পবিরর্তে একজন রোমান খৃস্টান গভর্নর পনটিয়াস পিলেট বসেছিল এবং এর আসল উত্তরাধিকারী যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। খৃস্টান ধর্ম প্রচারকরা বলেন, "কিছু মনে করবেন না। যদি প্রথম আগমনে না হয়, তবে দ্বিতীয় আগমনে এ ভবিষ্যদ্বাণীসহ আরো তিনশত ভবিষ্যদ্বাণী তিনি পূর্ণ করবেন।" কিন্তু তারা শারীরিকভাবে যীশুর পূর্বপুরুষ দায়ূদের সাথে তাঁর বংশীয় সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। কারণ ঠিক এটাই বাইবেল বলেছে ঃ

পরিবর্তিতভাবে নয়, হুবহু (প্রেরিত ২ ঃ ৩০) ফলে উভয় প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখকই প্রথম পদক্ষেপে ব্যর্থ হয়েছেন।

মথি ১ ঃ ৬ বলে যে, শলোমনের মাধ্যমে যীশু দায়ূদের সন্তান। কিন্তু লূক ৩ ঃ ৩১ বলে যে, নাথনের মাধ্যমে যীশু দায়ূদের সন্তান। একথা বলার জন্য কারো স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, শলোমন এবং নাথন উভয়ের মাধ্যমে একই সময় দায়ূদের বীজ যীশুর মায়ের কাছে পৌছতে পারে না। আমরা জানি যে, উভয় লেখকই মিথ্যাবাদী। কারণ যীশুর জন্ম, পুরুষের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই অলৌকিকভাবে হয়েছে। আমরা যদিও দায়ূদের প্রতি শারীরিকভাবে ঈসাকে যোগ করি, তবুও উপরোক্ত কারণে উভয় লেখকই মিথ্যাবাদী থাকবে।

কুসংস্কার ভাঙ্গা

উপরের সাধারণ যুক্তির মতোই খৃস্টনরা এতো আবেগপ্রবণ যে, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে কিছুতেই ঢুকতে চায় না। আসুন, আমরা তাদের ঠিক এরূপ আরো কয়েকটি উদাহরণ দেই। এখানে তারা বস্তুনিষ্ঠ হবে।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি, ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (স) ইসমাঈলের মাধ্যমে ইবরাহীমের সন্তান। যদি কিছু প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত লেখক এসে বলেন যে, মুহাম্মাদ ইসহাকের মাধ্যমে ইবরাহীমের সন্তান। কোনোরূপ ইতস্ততঃ ছাড়াই আমরা এ লেখককে মিথ্যাবাদী বলবো। কারণ, ইবরাহীমের বীজ একই সাথে ইসমাঈল ও ইসহাকের মাধ্যমে আমিনার (মুহাম্মাদের মা) কাছে পৌছতে পারে না। ইবরাহীমের এ দুই সন্তানের বংশধরদের পার্থক্য হলো ইহুদী ও আরবদের পার্থক্য।

www.amarboi.org

মুহাম্মাদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে, যে ব্যক্তি বলবে ইসহাক তাঁর পূর্ব পুরুষ, তবে সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যীশুর ক্ষেত্রে মথি এবং লূক উভয়ই সন্দেহ উদ্রেককারী। খৃস্টানদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তাদের 'প্রভুর' জন্য কোন্ পূর্বপুরুষকে তারা অগ্রাধিকার দেবে। তখন উভয় গসপেলই তাদের ত্যাগ করতে হবে। খৃস্টান জগত গত ২,০০০ বছর ধরে এ রহস্যের সমাধানের লক্ষে উক্ত বংশ তালিকার পক্ষে আপ্রাণ লড়াই করে আসছে। তারা এখনও হাল ছাড়েনি। আমরা তাদের অধ্যবসায়কে সম্মান করি। তারা এখনো বিশ্বাস করে যে, "সময়ই সমস্যার সমাধান করবে।"

"এমন কিছু বৈপরীত্য আছে যার উত্তর ধর্মতত্ত্ববিদরা এখনো প্রত্যেকের তৃপ্তি অনুসারে দিতে পারেনি। সুসমাচারের কিছু বাচনিক সমস্যা রয়ে গেছে যা নিয়ে পণ্ডিতরা এখনো যুদ্ধ করছে। কেবলমাত্র বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এটাসহ অন্যান্য সমস্যাগুলোকে অস্বীকার করবে।"-The Plain Truth July 1975.

লূকের প্রত্যাদেশের উৎস

আমরা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছি যে, মথি ও লূকের ৮৫% মার্ক থেকে নেয়া অথবা সেই রহস্যময় 'Q' -এর অন্তর্ভুক্ত। আসুন, আমরা লূককে তার মহামহিম থিয়ফিলের বিষয়ে বলতে দেই (লূক, ১ ঃ ৩) যে, যীশুর গল্প বলার জন্য কে তাকে আদেশ করেছে। লূকের গসপেলের ভূমিকায় ৫৬নং পৃষ্ঠা দেখুন। তিনি আমাদেরকে পরিষ্কার বলেছেন যে, তিনি শুধুমাত্র তার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন সে সকল ব্যক্তিদের পদক্ষেপ অনুসরণ করেছেন যারা তাদের নায়ক যীশুর বিবরণ লিখেছেন। কর আদায়কারী ও জেলেদের বিপরীত তিনি একজন ডাক্তারের মতো নিসন্দেহে সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন তৈরির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রস্তুত ছিলেন। এটা তিনিই করেছেন। কারণ তিনি বলেছেনঃ "নিয়মতান্ত্রিকতার জন্য আমার কাছে এটাই ভালো মনে হয়েছে।" তার পূর্বপুরুষদের উপর এটাই ছিল তার যথার্থ ও প্রখ্যাত বিচার বিবেচনা।

একজন খৃস্টান পণ্ডিত জে. বি. ফিলিপ্স তার গসপেল অব সেন্ট লূক এর অনুবাদের সূচনায় বলেছেন, "লূক নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যত্ন সহকারে তুলনা করেছেন ও মওজুদ উপকরণ বাদ দিয়েছেন। তবুও এটা মনে হবে যে, তার প্রচুর পরিমাণে বাড়তি উপকরণ ছিল এবং আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধারণা করতে পারি, কোথা থেকে তিনি এসব নিয়েছেন।" তারপরও কি আপনারা এটাকে আল্লাহর বাণী বলবেন ? ফন্টানা প্রকাশনীর প্রকাশিত কোমল কভারে 'The Gospels in Modern English' বইটির একটি কপি সংগ্রহ করুন।

www.amarboi.org

এটা একটা সস্তা প্রকাশনা। ফিলিপসের মূল্যবান বক্তব্য তার অনুবাদ থেকে খৃস্টানরা বাদ দেয়ার পূর্বেই এটা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করুন। এমনকি RSV-এর লেখকরাও যদি তাদের অনুবাদের ভূমিকা বাদ দেয় তবে আশ্চর্যান্বিত হবেন

WHY LUKE WROTE "HIS" GOSPEL?

THE GOSPEL ACCORDING TO

Saint Luke

FORASMUCH as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,

2 Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word;

3 It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,

4 That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.

Picture from Authorised Version Luke 1 : 1-4.

www.amarboi.org

না। এটা তাদের খুবই পুরনো অভ্যাস। খৃষ্টান ধর্মের কায়েমী স্বার্থবাদীরা বুঝতে পারে তাদের থলের বিড়াল বের হয়ে গেছে এবং তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নেয়। তারা রাতারাতি আমার বর্তমান উক্তিগুলোকে পূর্বের ইতিহাস বলে চালিয়ে দেয়।

অবশিষ্ট গসপেল বা সুসমাচারগুলো

সেন্ট যোহনের গসপেলের লেখক কে ? যোহন আল্লাহও নন, সেন্ট যোহন নয় ! দেখুন 'তিনি' 'নিজের' ব্যাপারে এ সম্পর্কে ৫৮ পৃষ্ঠায় জন ১৯ ঃ ৩৫ এবং ২১ ঃ ২৪-২৫-এ কি বলেছেন। 'সে', 'তার', 'এটা', 'আমরা জানি' এবং 'আমি মনে করি' এগুলো কার সম্পর্কে ? এটা কি সে খামখেয়ালী পূর্ণ ব্যক্তি যে তাঁকে বাগানের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিল যখন তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, নাকি রাতের শেষ খাবারের ১৪শ ব্যক্তি ছিলেন যাদেরকে যীশু ভালোবাসতেন ? উভয়ই যোহন ছিলেন। যীশুর সময় ইহূদীদের মধ্যে এবং বর্তমানেও খৃষ্টানদের মধ্যে এটি একটি জনপ্রিয় নাম। এ দুজনের কেউই এ গসপেলের লেখক নন। সুতরাং এটা যে অজ্ঞাত কারোর হাতের সৃষ্টি, তা ক্রিস্টালের আয়নার মতো পরিষ্কার।

সংক্ষেপে লেখকদের পরিচয়

আমি ৫০টি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সমর্থিত ৩২জন পণ্ডিতদের রায় দ্বারা গ্রন্থকারদের এ অনুসন্ধান পর্ব শেষ করতে চাই। আল্লাহকে অনেক পূর্বে এ গ্রন্থ কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কলিন্স প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত RSV-তে "বাইবেলে বইগুলো" সম্পর্কিত মূল্যবান নোট তাদের প্রকাশিত গ্রন্থের শেষে পাওয়া যাবে। আমি ৫৯নং পৃষ্ঠায় শুধুমাত্র এর কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করেছি। আমরা বাইবেলের প্রথম বই 'আদিপুস্তক' দ্বারা শুরু করি। পণ্ডিতরা এর লেখক সম্পর্কে বলেছেন, "মূসার পাঁচটি" বইয়ের একটি বই, লক্ষ করুন, মূসার পাঁচটি বই দুই কথার ভেতর রাখা হয়েছে। এটা থেকে স্বীকার করার একটি চতুর উপায় যে, এটাই সেটা যা মানুষ বলে—এটা মূসার বই, যে মূসা এর লেখক। কিন্তু আমরা ভালোভাবে ওয়াকিফহাল যে, আমরা (৩২জন পণ্ডিত) এ রকম বাজে গল্পের প্রতি আকৃষ্ট নই। পরবর্তী চারটি বই, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ ; এগুলোর লেখক কে? "এগুলোর লেখক মূসাকে ধরা হয়।" কিন্তু এগুলোও আদিপুস্তকের মতোই।

যিহোশূয়ের পুস্তকের লেখক কে ? উত্তর ঃ "বেশীর ভাগ অংশ যিহোশূয়ের লেখা।" বিচার কর্তৃগণের বিবরণের লেখক কে ? উত্তর ঃ হয়তোবা শমূয়েল।

www.amarboi.org

রূতের বিবরণের লেখক কে ? উত্তর ঃ "সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই।" নিম্নোক্ত গসপেলগুলোর লেখক কে ?

১ম শমূয়েলের ..... উত্তর ঃ লেখক অজ্ঞাত।
২য় শমূয়েলের ..... উত্তর ঃ ,, ,,
১ম রাজাবিল ..... উত্তর ঃ ,, ,,
২য় রাজাবলি ..... উত্তর ঃ ,, ,,
১ম বংশাবলি ..... উত্তর ঃ বা হয়তোবা ....."
২য় বংশাবলি উত্তর ঃ লেখক একটি সমষ্টি হতে পারে ....."

এভাবেই বাকিগুলো, এসব অজ্ঞাত বইগুলোর লেখক হয় 'অজানা' বা 'হয়তোবা' বা 'হতে পারে' বা 'সন্দেহজনক' পর্যায়ের। এরূপ ব্যর্থতার জন্য তাহলে কেন আল্লাহকে দায়ী করা হয় ? ক্ষমাশীল আল্লাহ দু হাজার বছর পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্যে বাইবেল বিশারদদের একথা বলার জন্য অপেক্ষা করেননি যে, তিনি ইহূদীদের এসব পাপ, অহংকার কুসংস্কার, কামপ্রবৃত্তি, ঈর্ষা, বাক-বিতণ্ডা ও গুরুতর অপরাধের মতো বিষয়ের গ্রন্থকার নন। তারা যা করে তা তিনি সরাসরি বলেছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

"অতএব তাদের জন্য আফসোস, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।"[১]

–সূরা আল বাকারা ঃ ৭৯

কুরআনের উপরোক্ত আয়াত দিয়ে আমরা আমাদের এ বই শুরু করতে পারতাম, কিন্তু এটা দিয়ে শেষ করেছি এ তৃপ্তি নিয়ে যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এ বিষয়ের উপর রায় দিয়েছেন–"বাইবেল কি আল্লাহর বাণী ?" আমরা আমাদের খৃস্টান ভাইদের কাছে কামনা করি যে, তারা ইচ্ছামতো বস্তুনিষ্ঠভাবে বিষয়টির অধ্যয়ন করুক। আমরা চাই যে, বিশ্বাসী

১. The Bible-The Word's Best Seller ! RSV-এর প্রকাশকরা এর প্রথম প্রকাশেই নীট লাভ ১,৫০,০০,০০০ ডলার লাভ করেছে। চিরন্তন জিনিসের বিনিময়ে এটা অবশ্যই নীচু মূল্য।

www.amarboi.org

খৃষ্টান, পুনর্বার জন্মপ্রাপ্ত খৃষ্টান এবং তাদের নিজেদের পবিত্র বই বাইবেল তাদের সম্পর্কে 'উত্তম' বিচার বিবেচনা করুক।

পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে কি মত ? কুরআন কি আল্লাহর বাণী ? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য এ পুস্তিকার লেখকের "Al Quran-The Ultimate Miracle" নামক বইটি সংগ্রহের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

www.amarboi.org

WATCH THE PRONOUNS!

ST. JOHN 19

35 And he that saw *it* bare record, and his record is true: and he knoweth that he saith true, that ye might believe.

WHO IS "HE" and "HIS"?

THE GOSPEL ACCORDING TO

Saint John

ST. JOHN 21

24 This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.

WHO IS "WE" and "I"?

The Conclusion

25 And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.

WHAT AN EXAGGERATION!

www.amarboi.org

সর্বনামগুলো লক্ষ্য করুন

সেন্টযোহনের গসপেল

১৯ ঃ ৩৫ যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং তাঁহার সাক্ষ্য যথার্থ ; আর সে জানে যে, সে সত্য কহিতেছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস কর।

কে এই "সে" এবং "তাহার" ?

২১ ঃ ২৪ সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন এবং এই সকল লিখিয়াছেন ; আর 'আমরা' জানি, তাঁহার সাক্ষ্য সত্য।

২১ ঃ ২৫ যীশু আরও অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে 'আমার' বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না।

কে এই "আমরা" এবং "আমার"?

কতইনা বাড়াবাড়ি !

www.amarboi.org

বাইবেলের পুস্তকগুলো

o *আদিপুস্তক*
লেখক ঃ মূসার পাঁচটি বইয়ের একটি

o *যাত্রাপুস্তক*
লেখক ঃ সাধারণত মূসাকে ধরা হয়

o *লেবীয় পুস্তক*
লেখক ঃ সাধারণত মূসাকে ধরা হয়

o *গণনা পুস্তক*
লেখক ঃ সাধারণত মূসাকে ধরা হয়

o *দ্বিতীয় বিবরণ*
লেখক ঃ সাধারণত মূসাকে ধরা হয়

o *যিহোশূয়ের পুস্তক*
লেখক ঃ বেশীর ভাগের লেখক যিহোশূয়কে ধরা হয়

o *বিচার কর্তৃগণের বিবরণ*
লেখক ঃ সম্ভবত শমুয়েল

o *রূতের বিবরণ*
লেখক ঃ ভালোভাবে জানা নেই হয়তোবা শমুয়েল

o *১ম শমুয়েল*
লেখক ঃ অজানা

o *২য় শমুয়েল*
লেখক ঃ অজ্ঞাত

o *১ম রাজাবলি*
লেখক ঃ অজ্ঞাত

o *২য় রাজাবলি*
লেখক ঃ অজ্ঞাত

o *১ম বংশাবলী*
লেখক ঃ অজ্ঞাত সম্ভবত ইষ্রা কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত

o *২য় বংশাবলী*
লেখক ঃ সম্ভবত ইষ্রা কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত

o *ইষ্রা*
লেখক ঃ সম্ভবত ইষ্রা কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত

o *ইষ্টের*
লেখক ঃ অজ্ঞাত

o *ইয়োব*
লেখক ঃ অজ্ঞাত

o *গীতসংহিতা*
লেখক ঃ প্রধানত দায়ূদ, অন্যান্য লেখকও আছে।

o *উপদেশক*
লেখক ঃ সন্দেহযুক্ত, কিন্তু সাধারণ-ভাবে সুলায়মানকে লেখক ধরা হয়।

o *যিশাইয়*
লেখক ঃ প্রধানত যিশাইয়কে ধরা হয়, তবে কিছু অংশ অন্যদের দ্বারা লিখিত হতে পারে।

o *যোনা*
লেখক ঃ অজানা

o *হবক্কূক*
লেখকের জন্মের সময় বা স্থান কোনো কিছুই জানা নেই।

** উপরোক্ত বিষয়গুলো কীলন্সের RSV ১৯৭১, পৃষ্ঠা ১২-১৭ থেকে নেয়া হয়েছে।*

www.amarboi.org

উপসংহার

যদি পাঠকের উদার হৃদয় থাকে তবে তাদের বর্তমানে বিশ্বাস জন্মাবে যে, খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকরা বাইবেলকে যা বলে দাবী করে সেটা তা নয়।

চার দশক ধরে লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, কেমন করে আমি বাইবেল ও খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করলাম।

খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে ইহূদী ধর্মমত ও খৃষ্টান ধর্মে মুসলিম বিশারদ হিসেবে আমার যে অবস্থান তা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমাকে সেরূপ হতে বাধ্য করা হয়েছে।

প্রথম প্ররোচনা

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আমি যখন 'এডামস মিশন' নামক ধর্ম প্রচারক তৈরির একটি বিদ্যালয়ের নিকটে একই নামের একটি দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতাম, তখন উক্ত বিদ্যালয়ের সম্ভাবনাময় তরুণ শিক্ষার্থীদের টার্গেট ছিলাম আমি ও অন্যান্য মুসলিম কর্মচারীরা। এমন একটা দিনও যেত না, যখন এসব খৃষ্টানরা ইসলাম, হযরত মুহাম্মাদ (স) ও পবিত্র কুরআনকে অপমান করে আমাকে ও আমার দীনি ভাইদের লাঞ্ছনা করতো না।

বিশ বছরের একজন সংবেদনশীল তরুণ হিসেবে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ও মানবতার জন্য রহমত স্বরূপ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপমানের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে রাতের পর রাত নিদ্রাহীন কান্নারত অবস্থায় কাটাতাম। এরপর আমি কুরআন, বাইবেল ও অন্যান্য সাহিত্য পড়তে লাগলাম। অবশেষে 'এজহারুল হক' নামক একটি বই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিছুদিন পরে আমি এডামস মিশন কলেজের প্রশিক্ষণরত মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হলাম এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলাম ও মহানবী (স)-কে সম্মান করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদেরকে গলদঘর্ম ও পেরেশান করে তুললাম।

মুসলমানরা অব্যাহত আক্রমণের শিকার

আমি এ ভেবে হয়রান যে, অনেক অসতর্ক মুসলমান প্রতিনিয়ত সেসব খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে যারা ঘরে ঘরে ধর্ম প্রচার করে এবং যাদেরকে অতিথিপরায়ণ মুসলমানরা ঘরে ডেকে নেয়। আমি চিন্তা করি কিভাবে নিষ্ঠুর মিশনারীরা মুসলমানদের ঘরে সমুচা খায় এবং তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে অসহায় করে তোলে।

www.amarboi.org

তাই মুসলমানদের নিজেদের রক্ষার জন্য এবং তাদেরকে ঘরে ঘরে আগমনকারী এবং ইসলাম ও এর নবী সম্পর্কে নির্লজ্জ লাঞ্ছনাকারী উষ্ণ সুসমাচার প্রচারকারী খৃস্টানদের মুকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞানদানের সংকল্পে আমি সাধারণভাবে বক্তৃতা দেয়া শুরু করলাম এবং মুসলমানদেরকে বুঝাতে থাকলাম যে, খৃস্টানদের লাঞ্ছনায় তাদের ভয় পাবার কিছু নেই।

আমার বক্তৃতাগুলো ছিলো একদিকে ইসলামের সত্যতা জানার এবং অপরদিকে ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে যেসব মিথ্যা ও জালিয়াতি প্রবেশ করেছে তা বুঝার জন্য খৃস্টানদের প্রতি আহ্বান।

আক্রমণ নতুন কিছু নয়

শত শত বছর ধরে খৃস্টান মিশনারীরা অনেক বিষয়ে মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করেছে এবং আমার জানামতে, এ চ্যালেঞ্জগুলোর বেশ কিছুর উত্তর দেয়া হয়েছিলো বা আংশিক উত্তর দেয়া হয়েছিল। হয়তোবা আল্লাহর রহমতে এ ক্ষেত্রে আমার অবদান ইসলামের শত্রুদের চ্যালেঞ্জের উত্তর বা আংশিক উত্তর হতে পারে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যেন অপরাধীর মতো পেছনে না থাকি।

এ রকম একটি চ্যালেঞ্জ 'How to Lead Muslim to Christ' বইয়ের লেখক জিও জি. হ্যারিসের পক্ষ থেকে এসেছে। এ মিশনারী চীনের মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি 'The Theory or Charge of Corruption' অধ্যায়ের ১৯নং পৃষ্ঠায় পশ্চিমাদের রীতি অনুযায়ী উদ্ধত ও প্রসন্ন ভাষায় বলেছেন—আমরা এখন খৃস্টান ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মারাত্মক অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করবো। এ অভিযোগগুলোর তিনটি দিক আছে।

১. খৃস্টান ধর্মগ্রন্থ এতো পরিবর্তিত হয়েছে যে, কুরআনে বর্ণিত মহান ইনজিলের সাথে এর খুব কমই মিল আছে। নিম্নের কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে এগুলোর উত্তর দেয়া যায় ঃ কোথায় এতো পরিবর্তন হয়েছে ? আপনি কি একটা আসল ইনজিলের কপি যোগাড় করে দেখাতে পারবেন যেন আমি তা আমারটার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারি ? অতীত ইতিহাসের কোন্ সময়ে অপরিবর্তিত ইনজিল প্রচলিত ছিল ?

২. আমাদের গসপেলগুলো জালিয়াতির শিকার। নিম্নের পাঁচটি প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের আছে–

ক. এ জালিয়াতি বা পরিবর্তন কি ইচ্ছাকৃত ?

www.amarboi.org

খ. আপনি কি আমার বাইবেলে এ রকম কোনো অংশ দেখাতে পারবেন ?

গ. এ অংশটি প্রকৃতপক্ষে কিরূপ ছিল ?

ঘ. কখন, কেন এবং কার দ্বারা এ জালিয়াতি বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ?

ঙ. এ জালিয়াতি কি অর্থের নাকি মূল বচনের ?

৩. আমাদের গসপেলগুলো মৌলিক ইনজিলের মিথ্যা বিকল্প বা আমাদের গসপেলগুলো মানুষের সৃষ্টি, ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ পবিত্র ইনজিল নয়। অল্প প্রশ্ন সাধারণভাবেই আসল অবস্থা প্রকাশ করবে যে, যেসব মুসলমানরা এসব অভিযোগ তুলেছে তারা পূর্বের ও বর্তমানের বাইবেল বা নিউ টেস্টামেন্ট সম্পর্কে অজ্ঞ।

এ বক্তব্যের শেষ অর্ধেকের আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখা দরকার যে, আপত্তিকারী এতো ক্ষুদ্র অভিযোগের বিবেক লাভ করার ইচ্ছার আগে আমাদেরকে ঘরে ঘরে বাইবেলের কিছু শিক্ষা দিতে হবে যেন আমাদের চেষ্টা ইতিবাচক হয়, নেতিবাচক না হয়।

মুসলমানদের কি উত্তর জানা আছে ?

মুসলমান হিসেবে আমাদের কাছে কি এর কোনো উত্তর নেই ? যদি আপনাদের মতো ভদ্র পাঠকরা এ বইটি পড়েন তাহলে আপনারা স্বীকার করবেন যে, জিও জি. হ্যারিসের পায়ের নিচে মাটি নেই। তার অভিযোগগুলোকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করার জন্য আমি বাইবেল থেকে সঠিক পৃষ্ঠার দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম।

চ্যালেঞ্জের শিকার মুসলমানরা

জিও জি. হ্যারিসের বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠায় তিনি তার সাথীদেরকে মুসলমানদের কোণঠাসা করার জন্য এক মৌলিক মিশনারী নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন ঃ "এ অধ্যায়ে এটা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আমাদের ধর্মগ্রন্থের যথার্থতা নিয়ে মুসলমানরা অভিযোগ তুলেছে। এ ব্যাপারে কোনো আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে আমাদের একটা মৌলিক নিয়ম মনে রাখতে হবে যে, 'তা প্রমাণের দায়িত্ব মুসলমানদের উপরই ন্যস্ত রইলো।'[১]

আল্লাহর রহমতে চল্লিশ বছর ধরে বাইবেলের যথার্থতাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য খৃস্টানরা সাহসিকতার সাথে যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, আজ আমি তাতে জয়ী হতে পেরেছি।

১. পাঠকরা একমত হবেন যে, এ বই সহ আমাদের অন্যান্য প্রকাশনার মাধ্যমে আমরা খৃস্টান মিশনারীদের চ্যালেঞ্জের অব্যাহত মুকাবিলা করে আসছি।

www.amarboi.org

মনে রাখবেন, আমরা মুসলমানরা ধর্ম প্রচারের জন্য দরযায় দরযায় ঘুরি না। অথচ বিভিন্ন খৃষ্টানরা আমাদের গোপনীয়তা ও শান্তি নষ্ট করে এবং আমাদের অতিথিপরায়ণতার সুযোগ নিয়ে অসতর্ক মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত করে।

যারা খৃষ্টানদের প্ররোচনা, এমনকি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে পর্যন্ত অপমান করার সময় সত্য বলতে ভয় পায়, তাদের ঈমান পুনঃ পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

আমার বক্তৃতাগুলো সেসব মিশনারীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত যারা সন্দেহমুক্ত ঈমানের অধিকারী এবং নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত মুসলমানদের ঘরে গিয়ে আক্রমণ করে।

খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের নিষ্ঠুর আক্রমণে মুসলমানদের যে মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে তা ঠিক করাও আমার বক্তৃতার অন্যতম লক্ষ্য। চেস্টওয়ার্থ, হ্যানোতার পার্ক বা রিভার লিসার অসহায় মুসলমানদের জিজ্ঞেস করুন কিভাবে তারা খৃষ্টানদের অত্যাচারের শিকার হয়েছে।[১]

'বাইবেল কি আল্লাহর বাণী'—আমার এ ছোট বইটি যদি মুসলমানদের ঘরে খৃষ্টানদের ভীতি প্রদর্শনের মুকাবিলায় বজ্রকঠোর হয়, তবেই আমি পুরস্কৃত হবো। তবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার হবে তখন যখন ঈসা (আ)-এর কোনো একনিষ্ঠ অনুসারী এর দ্বারা সত্যের পথে চালিত হয় এবং জালিয়াতি ও মিথ্যা থেকে রক্ষা পায়। অবশ্যই বড় পুরস্কার আল্লাহর হাতে যার কাছে আমি নির্দেশনা ও দয়া চাই এবং দোয়া করি তিনি যেন আমার চেষ্টাকে গ্রহণ করেন। আমি তার প্রতি আমার এ চেষ্টা উৎসর্গ করলাম।

---

১. দক্ষিণ আফ্রিকার Group Areas Act অনুযায়ী, গরীব মুসলমানরা যে সকল ছোট শহরে বাস করতে বাধ্য এগুলো সে রকম ৩টা ছোট শহর।

বিঃ দ্রঃ আহমদ দীদাত দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী। তাই এ বইতে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

পাথরটি কে সরাল ?
(Who Moved The Stone ?)

আহ্‌মদ দীদাত

অনুবাদ ঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

www.amarboi.org

ভূমিকা

হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু বা ফাঁসি কোনোটাই হয়নি। ফলে তাঁর দাফন-কাফন এবং কবরেরও প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু খৃস্টান বিশ্ব তাঁর কবর, কবরের উপর পাথর রাখা, পরে সে পাথর সরানো এবং তিনদিন পর কবরের ভেতর লাশের অনুপস্থিতি সম্পর্কিত বহু অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণা পোষণ করে। তাদের মতে, তাঁর পুনরুত্থান হয়েছে। অথচ বাইবেল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের এ সকল বক্তব্য অসার ও অর্থহীন। এ বিষয়ে বাইবেল কুরআনী ধারণার প্রতিধ্বনি করছে।

এ বইটিতে খৃস্টান জগতের এ বিরাট ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

আল্লাহ খৃস্টান সমাজকে সুমতি দিন।

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ
রেডিও জেদ্দা, সৌদী আরব
০১/১১/২০০১
১৬/০৮/১৪২২ হিজরী

www.amarboi.org

পাথরটি কে সরাল ?

যীশুর দেহে সুগন্ধি মাখানোর জন্য তিন মহিলা তাঁর কবরের নিকট আসলেন। "তাঁরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন, কবরের দ্বার হইতে কে আমাদের জন্য পাথরখানা সরাইয়া দিবে ?"–মার্ক ১৬ ঃ ৩

বিগত দু হাজার বছর পর্যন্ত এ প্রশ্নটির উত্তরদানে খৃস্টান ধর্মবিদরা বড় বেকায়দায় আছেন। প্রখ্যাত বাইবেল পণ্ডিত মিঃ ফ্রাঙ্ক মরিসন এ পুস্তিকার অনুরূপ নামে এক বইতে এ ভূতের বর্ণনাদানের প্রয়াস চালিয়েছেন। বইটির কাটতি এতবেশী যে মাত্র ১৯৩০-১৯৭৫ সনের মধ্যে এর ১১টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ১৯২ পৃষ্ঠা ব্যাপী ঐ বইতে 'পাথরটি কে সরাল ?' এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।-(Faber & Faber, London)

তিনি তাঁর বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'আমার শূন্য কবর সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। ফলে সমস্যাটির সমাধান বাকীই থেকে গেছে। বরং তিনি এ ব্যাপারে ৬টি ধারণা পেশ করেছেন। তাঁর প্রথম ধারণাটি হলো, 'অরিমাথিয়ার অধিবাসী যোষেফ গোপনে দেহটি একটি উপযুক্ত বিশ্রামের জায়গায় সরিয়ে নিয়েছেন।'

যোষেফের ব্যক্তিগত কারণে ঈসা (আ)-এর দেহ অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়ার স্বীকৃতি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তার এ ধারণাটিকে তাৎক্ষণিক দ্রুত ও সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, আমার বিশ্বাস, আপনারা পড়া অব্যাহত রাখলে মিঃ মরিসনসহ সবাই সমস্যার সন্তোষজনক উত্তর পাবেন।

আসুন, আমরা সমস্যাটির প্রাথমিক পর্ব থেকেই শুরু করি। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী সপ্তাহের ১ম দিন রোববার সকালে মগ্দলীনী মরিয়ম যীশুর কবরের নিকট যান।"–যোহন ২০ ঃ ১

চৌদ্দটি প্রশ্ন

এখানে প্রথমে যে প্রশ্নটি মনকে বিপর্যস্ত করে তাহলো ঃ

১ম প্রশ্ন ঃ মগ্দলীনী মরিয়ম কেন তাঁর কবরে গিয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ বাইবেলের সুসমাচার লেখকেরা বলেছেন, তিনি তাঁকে 'Anoint' করতে গিয়েছিলেন, হিব্রু ভাষায় 'Anoint' অর্থ 'Masaha' ; স্পর্শ বা মালিশ করা। আরবীতেও শব্দটির একই অর্থ। এ 'মাসাহা' শব্দের উৎস থেকে আরবী

www.amarboi.org

শব্দ مسيح -এর উৎপত্তি। আরবী শব্দ 'মাসীহ' এবং হিব্রু শব্দ 'মেসীআহ' সমার্থবোধক। যার অর্থ হলো, 'স্পর্শকৃত ব্যক্তি' গ্রীক ভাষায় এর অর্থ 'Christos'। এখান থেকেই 'খৃস্ট' শব্দ নির্গত হয়েছে। যীশুকে খৃস্ট বলা হয়।

২য় প্রশ্ন ঃ ইহুদীরা কি মৃত্যুর তিন দিন পর মৃতদেহ মালিশ করে ?

উত্তর ঃ 'না'!

৩য় প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা কি তিন দিন পর মৃতদেহ মালিশ করে ?

উত্তর ঃ 'না'!

৪র্থ প্রশ্ন ঃ খৃস্টানরা কি তিন দিন পর মৃতদেহ মালিশ করে ?

উত্তর ঃ 'না'!

সাধারণ জ্ঞানও বলে যে, মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পর শবদেহ কঠিন হতে থাকে, দেহ কোষগুলো ভেঙ্গে গিয়ে শরীর শক্ত হয়ে যায়। তিন দিন পরতো শব দেহের ভেতরে পঁচন শুরু হয়। আমরা তখন মালিশ করলে তা টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়বে।

৫ম প্রশ্ন ঃ মগ্দলীনী মরিয়মের তিন দিন পর পঁচনশীল শবদেহ মালিশ করার কি কোনো অর্থ আছে ?

উত্তর ঃ এর কোনো অর্থ নেই। আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি জীবন্ত যীশু খৃস্টের তালাশে গিয়েছিলেন, মৃত যীশুর তালাশে নয়। তিনি যখন ছদ্মবেশি যীশুকে দেখলেন তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে আপনি নিজেও সে বাস্তব সত্যটিকে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। যীশুকে ক্রুশ থেকে নীচে নামানোর পর তিনি তাঁর নমনীয় শরীরে জীবনের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। যীশুর শবদেহের চূড়ান্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার (?) সময় অরিমাথিয়ার অধিবাসী যোষেফ এবং নিকোযিমাসের পাশে তিনিই ছিলেন একমাত্র মহিলা। যদিও সুসমাচার লেখক মথি, মার্ক এবং লূক যীশুর অত্যন্ত অনুগত ও অত্মোৎসর্গকারী শিষ্য নিকোডিমাসকে নিজেদের সুসমাচার থেকে প্রকাশ্যে বাদ দিয়েছেন। বিশ্বের একজন সেরা বাইবেল পণ্ডিত ডঃ হাগ জে. স্কোফিল্ড বলেন ঃ 'প্রথম তিনটি সুসমাচারের কোথাও তাঁর নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তিনটি সংক্ষিপ্ত সুসমাচারের এ রহস্যজনক শিষ্যের নাম যে, ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেয়া হয়েছে–এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

মগ্দলীনী মরিয়ম সমাধিতে পৌঁছে দেখেন, সমাধির উপর রাখা পাথরটি সরানো হয়েছে এবং কবরের ভেতর তাকের মধ্যে কাফনের কাপড়টি ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে আছে। এখন প্রশ্ন হলো ঃ

www.amarboi.org

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ কেন পাথরটি সরানো হয়েছে এবং কেন কাফনের কাপড় খোলা হয়েছে ?

উত্তর ঃ মুখ বন্ধ অবস্থায় ভেতর থেকে কোনো স্পন্দনীয় বৈষয়িক দেহের বেরিয়ে আসা অসম্ভব এবং কাফনের কাপড়ে আবৃত কোনো শারীরিক দেহের হাঁটাও সম্ভব নয়।

যদি যীশুর পুনরুত্থান হয়েই থাকে, তাহলে সে দেহের জন্য পাথর সরানো অথবা কাফনের কাপড় খোলা অর্থহীন ব্যাপার। এক কবি সম্ভবতঃ পুনরুত্থিত দেহ, অমর শরীর কিংবা মানব আত্মার বিষয়ে বলেছেন ঃ

'পাথরের দেয়াল কারাগার তৈরি করতে পারে না। আর না লৌহদণ্ড কোনো খাঁচা বানাতে পারে।'

অর্থাৎ পুনরুত্থিত অমর আত্মাকে পিঞ্জিরাবন্দী করে রাখার দরকার নেই। বেচারী বিষণ্ন মরিয়ম কবর অনুসন্ধান করছেন। আর স্বর্গ থেকে নয়, বরং নিকট থেকে এবং মাতৃ পৃথিবীর শুষ্ক জমীন থেকেই যীশু তাঁকে দেখছেন। আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাধিস্থলটি যীশুর গোপন শীষ্য অরিমাথিয়ার যোষেফের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। যোষেফ ছিল অত্যন্ত ধনী ও প্রভাবশালী ইহুদী। তার পক্ষেই কেবল একটি বড় পাথরের মধ্যে থেকে একটা প্রশস্ত ও বড় কবরের প্রকোষ্ঠ বের করা সম্ভব। বিখ্যাত খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ জিমের মতে, ঐ প্রকোষ্ঠের প্রশস্ততা ৫ ফুট, উচ্চতা ৭ ফুট এবং গভীরতা ১৫ ফুট। ভেতরে একটা বা একাধিক তাক। আর ঐ কবরের চারপাশে ছিল গোপন শিষ্যের নিজস্ব সবজী বাগান। শহর থেকে ৫ মাইল দূরে অন্যের ভেড়া-বকরী চরানোর জন্য কোনো ইহুদী বা অইহুদীর বাগান তৈরির প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। অবশ্যই এ কৃষকটি নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য তার শ্রমিককে বাগানে থাকার জায়গা দিয়ে থাকবে এবং ঐ স্থানের কাছে তাঁর গ্রামীণ বাড়ীও থাকবে, যেখানে সে সপ্তাহের শেষে সপরিবারে বিশ্রাম নেবে।

যীশু তাঁর মহিলা শিষ্যের প্রতি নজর রাখছিলেন এবং ৭জন দুষ্ট শিষ্যকে বহিষ্কার করেছেন। তিনি তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ

"নারী রোদন করিতেছ কেন ? কাহার অন্বেষণ করিতেছ ?"

–যোহন ২০ ঃ ১৫

৭ম প্রশ্ন ঃ তিনি কি জানতেন না ? আপাতদৃষ্টিতে তিনি এরূপ নির্বোধ প্রশ্ন কেন করলেন ?"

www.amarboi.org

উত্তর ঃ তিনি জানতেন সে কেন কাঁদছে এবং তিনি এটাও জানতেন যে, সে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই তাঁর এটা নির্বোধ প্রশ্ন ছিল না। সত্যিকারভাবে তিনি তার (মরিয়ামের) পা আলংকারিকভাবে টানেন। তিনি জানতেন যে, তিনি তাঁকে কবরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তাঁকে সেখানে পাননি। তাই তিনি হতাশ হয়ে কান্না শুরু করেন। তিনি এটাও জানতেন তিনি ছদ্মবেশী যীশুকে দেখতে পাবেন না। তাই তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সে জন্য তিনি তাঁকে প্রশ্ন করার মানসিকতা পোষণ করে বলেন ঃ

"নারী রোদন করিতেছ কেন ? কাহার অন্বেষণ করিতেছ ?"

–যোহন ২০ ঃ ১৫

৮ম প্রশ্ন ঃ তিনি কেন ঈসা (আ)-কে বাগানের মালি মনে করলেন ? পুনরুত্থিত দেহ কি দেখতে বাগানের মালির মত ?

উত্তর ঃ প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনরা কি পুনরুত্থান দিবসের (হাশরের দিন) এরূপ দৃশ্য সম্পর্কে ভাবতে পারেন যে, আপনাদেরকেও বাগানের মালি হিসেবে এবং আপনাদের শ্বশুর ও জামাইকেও বাগানের মালি হিসেবে রূপান্তর করা হবে এবং আপনাদের প্রিয় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে খুঁজে বের করতে সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খাবে ? এসব কথার কোনো অর্থ আছে ? না, ব্যাপার কিন্তু সে রকম নয়। বরং হাশরের দিন আপনাদের পুনরুত্থান হলে সবাই আপনাদেরকে সহজেই চিনতে পারবে। তখন আপনার সত্ত্বা হবে সম্পূর্ণ বাস্তব, কৃত্রিম বা ছদ্মবেশী কিছু নয়। কে, কিভাবে মৃত্যুবরণ করলো তাতে কিছু যায় আসে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে জানতে ও চিনতে পারবে। তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, মরিয়ম কেন ঈসা (আ)-কে বাগানের মালি ভেবেছিলেন ?

উত্তর ঃ ঈসা (আ) বাগানের মালির ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেছিলেন।

৯ম প্রশ্ন ঃ তিনি কেন বাগানের মালির ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেছিলেন ?

উত্তর ঃ তিনি ইহুদীদের ভয়ে ভীত ছিলেন।

১০ম প্রশ্ন ঃ কেন তিনি ইহুদীদের ভয়ে ভীত ছিলেন ?

উত্তর ঃ আসলে তো তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেননি এবং না তাঁর পুনরুত্থান হয়েছে। কেননা যদি তাঁর মৃত্যু বা পুনরুত্থান হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর আর ভয়ের কোনো কারণ নেই। আর কেনই বা ভয় করবেন ? কেননা, কোনো পুনরুত্থিত দেহ দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করে না। প্রশ্ন আসতে পারে, একথা কে বলেছে ? এর উত্তরে স্বয়ং বাইবেলই একথা বলেছে। "আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্ত একবার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে,"

–ইব্রীয় ৯ ঃ ২৭

www.amarboi.org

পুনরুত্থান সম্পর্কে ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত ঘোষণাতেও প্রমাণ রয়েছে যে, পুনরুত্থানের পর কেউ ২য় বার মৃত্যুবরণ করে না।

ইহুদীদের মধ্য থেকে একদল বিজ্ঞ লোক হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে একটা ধাঁধা নিয়ে আসলো। তারা বললো, একজন স্ত্রীর পালাক্রমে সাতজন স্বামী ছিল।

"অতএব পুনরুত্থানে ঐ সাতজনের মধ্যে সে কাহার স্ত্রী হইবে?"
–মথি ২২ ঃ ২৮

হযরত ঈসা (আ) ইহুদীদেরকে ধমক এবং কড়া জবাব দিয়ে বিদায় করতে পারতেন। কেননা, তাঁকে ধরার জন্য তারা আরো কিছু কূট-কৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি জবাবে, আত্মার পুনরুত্থানের বিষয়ে বাইবেলে আমাদের জন্য খুবই পরিষ্কার বক্তব্য রেখে গেছেন।

তিনি বলেন ঃ "তাহারা আর মরিতেও পারে না, কেননা তাহারা দূতগণের সমতুল্য এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়াতে ঈশ্বরের সন্তান।"–লূক ২০ ঃ ৩৬

"তাহারা আর মরিতেও পারে না" অর্থাৎ তারা অমর। তারা আর কখনও ২য় বার মরবে না। [এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য 'ঈসা (আ)-এর কি পুনরুত্থান হয়েছে?' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য] আর ক্ষুধা-পিপাসার সম্মুখীন হবে না এবং না ক্লান্ত বা শারীরিক কোনো বিপদের সম্মুখীন হবে। পুনরুত্থিত দেহ ফেরেশতাসূলভ এবং আত্মীকরণকৃত হয়ে যায়। তারা তখন কেবল আত্মা সর্বস্ব সৃষ্টি এবং আত্মা হয়েই থেকে যায়।

মগ্দলীনী মরিয়ম কোনো আত্মার অন্বেষণ করছিলেন না ; বরং বাগানের মালির ছদ্মবেশধারী যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাশয়, আপনি যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন, আমায় বলুন, কোথায় রাখিয়াছেন।"–(যোহন ২০ ঃ ১৫) তিনি তাঁকে (যীশুকেই) খুঁজছিলেন, কোনো শবদেহকে নয়। উপরন্তু তিনি জানতে চান যে, তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে ; কোথায় কবর দিয়েছে সে প্রশ্ন করেননি। তাহলে "আমিই তাঁহাকে লইয়া যাইব।"–যোহন ২০ ঃ ১৫

১১শ প্রশ্ন ঃ তিনি (মরিয়ম) পঁচা-গলা শবদেহ দিয়ে কি করবেন?

উত্তর ঃ তিনি কি তা নিজ বিছানার নীচে রাখবেন? অসম্ভব ! তিনি কি শবদেহকে সুবাসিত করে রাখবেন? বাজে কথা। তিনি কি তাঁকে দাফন করবেন? যদি তাই হয়, তাহলে কে কবর খুঁড়লো? না, না ; তিনি তাঁকে নিয়ে যেতে চান।

www.amarboi.org

১২শ প্রশ্ন ঃ তিনি (মরিয়ম) একা কিভাবে মৃতদেহটি বহন করবেন ?

উত্তর ঃ তিনি (মরিয়ম) আদৌ মৃত পঁচা-গলা দেহের চিন্তা করেননি। তিনি জীবন্ত যীশুর তালাশ করছিলেন। তিনি মার্কিন নাটকের এমন কোনো পরাশক্তিধর মহিলা ছিলেন না যিনি সহজেই ১৬০ পাউণ্ড (৮০ সের) ওজন বিশিষ্ট শবদেহ বহন করতে পারেন যা আরো ১ম পাউণ্ড ওজনের জিনিস পেঁচানো ছিল। "গন্ধরস মিশ্রিত অনুমান (১শ পাউণ্ড) পঞ্চাশ সের অগুরু লইয়া আসিলেন।"-(যোহন ১৯ ঃ ৩৯) ফলে বোঝার মোট ওজন দাঁড়াল ২৬০ পাউণ্ড। এ দুর্বল ইহুদী মহিলার পক্ষে খড়ের বোঝার মতো ক্ষয়িষ্ণু ও পার্সেল বহন করা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, তিনি তাকে বহন করতে সক্ষম, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তিনি একা তাকে কিভাবে দাফন করবেন ? তিনি অবশ্যই তাঁকে আবর্জনার গর্তের মতো কোনো গর্তে ধপাস করে ফেলে দেবেন। যাক ধপাস করে ফেলে দেয়া বা দাফন তো আসলেই সুদূর পরাহত।

বরং তিনি জীবন্ত এমন যীশুর অনুসন্ধানই করছিলেন, যাকে পুনরুদ্ধার করে হাতে ধরে আরাম ও বিশ্রামের জন্য নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাবেন।

মহিলাটির সাথে হযরত ঈসা (আ)-এর উপহাস অনেক দূর গড়াল। ঈসা (আ)-এর সাথে মরিয়মের ঐ দীর্ঘ আলোচনায় মরিয়ম মোটেই টের পাননি যে, তিনি তার আসল প্রভুর সাথেই আলাপ করছেন। তিনি বাগানের মালির ছদ্মবেশী যীশুকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছেন। যীশু অবশ্যই শ্বাসের ভেতর হেসে থাকবেন। তিনি আর বেশীক্ষণ তা অবদমিত রাখতে পারলেন না। তিনি আওয়াজ করলেন ঃ 'ম-রি-য়-ম'। একটি মাত্র শব্দ, আর এটাই ছিল যথেষ্ট। এ একটি মাত্র শব্দ 'মরিয়ম' যা করলো অন্য কোনো শব্দ দ্বারা তা করা সম্ভব ছিল না। এটাই মরিয়মকে যীশুকে চিনতে সাহায্য করলো। প্রত্যেকেরই নিজ আপনজন বা নিকটাত্মীয়কে ডাকার বিশেষ ভঙ্গী রয়েছে। এটা শুধু মাত্র নামবাচক একটি আওয়াজ ছিল না। তিনি অবশ্যই এমন সুরে কথা বলেছিলেন, যা মরিয়মকে 'প্রভু' 'প্রভু' ডাকতে উদ্বুদ্ধ করছিল। তিনি তার আধ্যাত্মিক প্রভুকে হাতে ধরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের জন্য এগিয়ে গেলেন।

মুসলমানরা যখন নিজেদের কোনো শিক্ষিত লোক, সম্মানিত বয়ঃবৃদ্ধ কিংবা দীনদার লোকের সাথে মিলিত হয় তখন নিজ হাতের তালু দিয়ে তাদেরকে ধরে তাদের হাতের উল্টা পিঠে চুমু খায়। ফরাসী জনগণ কারো গালে চুমু খেয়ে সম্মান প্রদর্শন করে। আর আরবরা ঘাড়ে চুমু খায়। ইহুদী মহিলা মরিয়ম হয়তো তাই করতে চেয়েছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে একজন

www.amarboi.org

মুসলমান করে থাকে। কিন্তু মরিয়ম যখন এরূপ করার উদ্যোগ নিলেন তখন যীশু এক/দু কদম পিছে হটে বললেন ঃ "আমাকে স্পর্শ করো না।"

–যোহন ২০ ঃ ১৭

১৩শ প্রশ্ন ঃ আমি প্রশ্ন করি 'কেন না'?

যীশু কি বিদ্যুত বা ডায়নামা ছিলেন যে তাকে স্পর্শ করলে বিদ্যুতাপৃষ্ট হয়ে পড়ার আশংকা ছিল ?

উত্তর ঃ না, আমাকে স্পর্শ করো না, কেননা, তা আঘাত করবে। তিনি শারীরিক কোনো ব্যথা-বেদনা বা জখমের কথা বলেননি। তাই বিনা কারণে তিনি যদি এখন স্নেহ ও ভালোবাসার জন্য তাকে স্পর্শ করার অনুমতি দেন, তাহলে বরং সেটাই হবে খুবই বেদনাদায়ক বিষয়। তাঁকে স্পর্শ না করার আর কোনো কারণ আছে কি ? হাঁ, আছে। যীশু বললেন, "কেননা, তখনও আমি ঊর্ধে পিতার নিকটে যাইনি।"–যোহন ২০ ঃ ১৭

১৪শ প্রশ্ন ঃ সে (মরিয়ম) কি অন্ধ ছিল ?

মরিয়ম কি তার সামনে দণ্ডায়মান লোকটির সাথে কথা বলার সময় তাকে দেখতে পায়নি ? যীশু যখন নীচে দাঁড়িয়ে বললেন যে, তিনি এখনও ঊর্ধ জগতে যাননি—তাহলে একথার কি কোনো অর্থ দাঁড়ায় ?

উত্তর ঃ বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে যীশু মরিয়মকে যা বললেন, তাহলো তিনি মৃত অবস্থা থেকে পুনরুত্থিত হননি। 'এখনও আমি ঊর্ধে পিতার নিকটে যাইনি।' ইহুদীদের কথ্য ভাষা ও বাগধারা অনুযায়ী এর অর্থ হলো, 'আমি এখনও মৃত্যুবরণ করিনি।'

ইতিহাসের একটি দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, খৃস্টান বাইবেল প্রাচ্যদেশীয় পুস্তক এবং তাতে রূপক উপমার সমাহার সত্ত্বেও বাইবেলের সকল ব্যাখ্যাতা হলো পাশ্চাত্যের। প্রাচ্য দেশীয় উপমার উদাহরণ হলো ঃ "মৃতেরাই আপন আপন মৃতদের কবর দিক।"–মথি ৮ ঃ ২২

"তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না।"–মথি ১৩ ঃ ১৩

পশ্চিমা জগত ইহুদীদের উদ্দেশ্যে ইহুদীদের দ্বারা লিখিত ইহুদী পুস্তককে নিজ কিংবা গ্রীক আয়নায় দেখে থাকে। প্রাচ্যের কোনো বইকে প্রাচ্যদেশীয়দের মতো করে পড়লে তা ভালো করে বুঝতে পারবে এবং তখনই কেবল সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে।

ইহুদীদের সঠিক প্রকাশ ভঙ্গীর অর্থ বুঝাই যে কেবলমাত্র জটিলতা তা নয়, বরং খৃস্টান জগতে এতবেশী ছক বাঁধা নিয়মে আবদ্ধ যে, প্রত্যেক ভাষা ও

www.amarboi.org

বর্ণের খৃষ্টানরা কোনো পুস্তকের অংশ বিশেষকে অন্তর্নিহিত অর্থের বিপরীত কিংবা ভিন্নভাবে বুঝতে বাধ্য হয়। আমি 'ঈসা (আ)-এর কি পুনরুত্থান হয়েছে?' নামক পুস্তিকার ৩য় পাঠে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি যে, ঈসা (আ)-এর তথাকথিত ক্রুশ যন্ত্রণার পর উপরের কক্ষে তাঁর দশজন সাহসী শিষ্য যখন তাঁকে চিনতে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, তখন মগ্দলীনী মরিয়মের মতো একজন মহিলা কেন ভয় পেল না।

সহজ উত্তর

এ পুস্তিকার মূল প্রশ্ন 'পাথরটি কে সরাল?'-এর উত্তর এতো সহজ ও এতো স্বাভাবিক যে, যে কেউ সহজে বুঝতে পারবেন যে, বড় খৃষ্টান পণ্ডিতেরা এর উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ঐ স্থানে কে পাথরটি গড়িয়ে এনে রেখে দিল? এ প্রশ্নের উত্তরই মূলত এ পুস্তিকার মূল প্রশ্নের উত্তর।

(অরিমাথিয়ার যোষেফ) "শৈলে ক্ষোদিত এক কবরে রাখিলেন ; পরে কবরের দ্বারে একখানা পাথর গড়াইয়া দিলেন।"–মার্ক ১৫ ঃ ৪৬

সেন্ট মথি মার্কের এ বক্তব্যকে অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

"যোষেফ দেহটি লইয়া পরিষ্কার চাদরে জড়াইলেন এবং আপনার নতুন কবরে রাখিলেন—যাহা তিনি শৈলে খুদিয়াছিলেন—আর কবরের দ্বারে একখানা বড় পাথর গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।"–মথি ২৭ ঃ ৬০

যদি এ একজন মাত্র ব্যক্তি একই পাথরটি ঐ স্থানে গড়িয়ে দিতে পারেন—মার্ক ও মথি যার সাক্ষী—তাহলে আমাকে নিকোডিমাস নামক আরেক 'গোপন শিষ্যের নাম যোগ করার ব্যাপারে আরো উদার হওয়ার অনুমতি দিন। অরিমাথিয়ার যোষেফ এবং নিকোডিমাসের মতো দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ দু ব্যক্তি যীশুর চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁকে ত্যাগ করেননি। তারা উভয়েই যীশুকে ইহুদী কায়দায় গোসল (?) দিয়েছেন, মুসব্বর ও সুগন্ধি মাখা কাফনের কাপড় বিছিয়ে দিয়েছেন এবং পাথরটিকে সাময়িকভাবে গড়িয়ে দিয়েছেন, যদি আদৌ গড়িয়েও থাকেন। সে দুজন প্রকৃত বন্ধুই আবার পাথরটিকে পুনরায় সরিয়ে দিয়েছেন এবং ঐ শুক্রবার রাতেই তারা দ্রুত তাদের ব্যথিত প্রভুকে চিকিৎসার জন্য নিকটে একটি আরামপ্রদ জায়গায় নিয়ে গেছেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ীও তাঁকে সরিয়ে নেয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, যীশু জীবিত ছিলেন। তাঁর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তিনি নিজ দাঁতের

www.amarboi.org

চামড়ার মাধ্যমে মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের 'What was the sign of Jonah' [হযরত ইউনুস (আ)-এর চিহ্ন কি ?] বইটি এবং যীশুর ফাঁসির বিষয়ে লিখিত 'Was Christ Crucified ?' বইটি দ্রষ্টব্য।

আপনারা যারা 'What was the sign of Jonah' বই এর প্রথম অধ্যায়টি পড়েছেন, তারা এখন সে বইয়ের ২নং অধ্যায়ের নিম্নোক্ত বাণীটি স্মরণ করুন ঃ

"যীশু তাঁহাকে বলিলেন, নারী রোদন করিতেছ কেন ? কাহার অন্বেষণ করিতেছ ? তিনি তাঁহাকে বাগানের মালি মনে করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আপনি যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন, আমায় বলুন, কোথায় রাখিয়াছেন ; আমিই তাঁহাকে লইয়া যাইব।"

"যীশু তাঁহাকে বলিলেন, মরিয়ম, তিনি ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায় তাঁহাকে কহিলেন, রব্বুনি ! এর অর্থ, হে গুরু ! যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমাকে স্পর্শ করিওনা, কেননা এখনও আমি উর্ধে পিতার নিকটে যাই নাই।"

–যোহন ২০ ঃ ১৫-১৭

www.amarboi.org

উপসংহার

এ বইসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বইয়ের মুসলমান পাঠক/পাঠিকারা হয়তো প্রশ্ন করতে আগ্রহী হবেন, আল্লাহর বিষয়ে সত্য জানার জন্য আমাদের কি বাইবেলের আশ্রয় নিতে হবে ?

এ প্রশ্নের খুব জোরালো উত্তর হলো, 'না'। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে মুসলমানের বিশ্বাস খুব পরিষ্কার ঃ

১. পাপের কোনো উত্তরাধিকার নেই। (অর্থাৎ একজন পাপ করলে আরেকজনের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হয় না।)

২. ত্রিত্ববাদ জ্বলন্ত মিথ্যাচার।

৩. ঈসা (আ) আল্লাহ নন।

৪. আল্লাহর কোনো ছেলে বা মেয়ে সন্তান নেই।

৫. ঈসা (আ)-কে হত্যা বা ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি।

পবিত্র কুরআন মজীদে এ বিষয়গুলো কোনো অস্পষ্টতা ছাড়াই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একজন মুসলমান কেন নিজমত প্রমাণ করতে জোরপূর্বক বাইবেলের স্মরণাপন্ন হতে যাবে ? আমরা শিশুকাল থেকেই এমন মানসিকতাপূর্ণ কর্মসূচী দ্বারা পরিচালিত যে, আমরা যুক্তি ছাড়াই কোন্ মতবাদ গ্রহণ করি ? আজ খৃষ্টানরা সত্যের অন্বেষণ করছে। এজন্য তারা কয়েক শতাব্দীর আগের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতেও দ্বিধা করছে না। যেমন তারা প্রশ্ন করে ঃ

১. ঈসা (আ) কি আল্লাহ ?

২. যোনার [ইউনুস (আ)-এর] চিহ্ন কি ?

৩. বাইবেল কি আল্লাহর বাণী ?

৪. পাথরটি কে সরাল ?

৫. যীশু খৃস্ট কি একজন ভণ্ড লোক ? (Plain Truth খৃষ্টান ম্যাগাজিন, ১৯৭৭ সনের এপ্রিল সংখ্যা ইত্যাদি।)

এটা মুসলমানদেরই কর্তব্য যে, তাদের খৃষ্টান ভাইদেরকে আহলে কিতাবকে সাহায্য করা। তারা হলো আসমানী কিতাবের ধারক। কুরআন মজীদ মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন, তারা যেন দীর্ঘ ২ হাজার বছর ব্যাপী শিকলে বাঁধা খৃষ্টান চিন্তা মুক্ত করে। কুরআন এ মর্মে আদেশ করছে ঃ

www.amarboi.org

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ال عمران : ١١٠

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপী।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

এ বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে আমরা খৃষ্টানদের প্রামাণ্য গ্রন্থ বাইবেল থেকে যুক্তি দিয়ে তাদের ভুল দাবীগুলো খণ্ডন করেছি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও তাঁর সৃষ্টির কাছে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

পবিত্র কুরআন মজীদ মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়ে বলেছে, তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে 'পরিত্রাণ বা মুক্তি' তাদের একমাত্র অধিকার সম্পর্কিত কাল্পনিক দাবীর সপক্ষে প্রমাণ দাবী কর। আল্লাহ বলেন ঃ

هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ البقرة : ١١١

"তোমরা যদি নিজেদের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তাহলে এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ কর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১১১

খৃষ্টানরা বিশ্বে হাজারেরও অধিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেছে এবং বিশ্বের চারদিকে রেডিও-টেলিভিশনে তা প্রকাশ করছে। তারা বিশ্বকে 'ভেড়ার রক্ত' এ ধারণা গ্রহণের জন্য সন্ত্রস্ত করে তুলছে এবং বলছে যে, যীশু মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনিই একমাত্র ত্রাণকর্তা। এ সকল কথা বা দাবী তাঁর নিজের আনীত পবিত্র গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

খৃষ্টানদেরকে তাদের কল্পনা ও ভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। কিন্তু তাদের মিথ্যা দাবী খণ্ডনের জন্য তাঁর নিজের সাক্ষ্য ও যুক্তির প্রয়োগ অপেক্ষা উত্তম কোনো পদ্ধতি নেই।

www.amarboi.org

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখকের 'Why Comparative Religion ?' এর বক্তৃতার টেপসহ অন্যান্য টেপের আবেদন জানাতে পারেন।

Islamic Tape Library
318 Sayani Centre, 165 Grey Street,
Durban and M. Y. M. Tape Library,
6th floor, A. E. L. Centre, 78 Mint Road,
Fordsburg, Johannesburg,
South Africa.

www.amarboi.org

ঈসা (আ)-এর কি পুনরুত্থান হয়েছে ?

আহমদ দীদাত

অনুবাদক ঃ নাজিয়া মানালুল ইসলাম

www.amarboi.org

ভূমিকা

খৃস্টানরা বলেন, হযরত ঈসা (আ) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পরে তাঁর পুনরুত্থানও হয়েছে। কিন্তু বাইবেল বলে, তাঁর মৃত্যু হয়নি। পবিত্র কুরআন মজীদও এ একই কথা বলে। তাহলে খৃস্টানরা কেন এ স্ববিরোধী বক্তব্য পেশ করেন?

নাজারাতের অধিবাসী হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরুত্থান, হয় তা ইতিহাসের সর্বোচ্চ বাস্তব ঘটনা, আর না হয় উদ্দেশ্যমূলক ঘোর মিথ্যার বেসাতী যা খৃস্টান অনুসারীদের কাছে খাঁটি বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো, খৃস্টান ধর্মের কেন্দ্রীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি কি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছেন?

'পুনরুত্থান কি একটি ছলনা?'–এ শিরোনামে The Plain Truth পত্রিকার নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সহযোগী প্রকাশক গার্নার টেড ১৯৭৭-এর জুলাই সংখ্যায় এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী প্রখ্যাত বাইবেল বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদ আহমদ দীদাত ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে এ প্রশ্নের অকাট্য জবাব দিয়েছেন তাঁর লিখিত Resurrection or Resuscitation বইতে। খৃস্টানদের এ জাতীয় কিছু কুসংস্কার তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। এ বইয়ের মাধ্যমে তাদের অনুরূপ একটি বিরাট ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে।

–অনুবাদিকা

www.amarboi.org

ঈসা (আ)-এর কি পুনরুত্থান হয়েছে ?

'কে পাথর সরিয়েছিল'—এ শিরোনামে প্রকাশিত বইয়ে আমি সেই অনিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করার ওয়াদা করেছিলাম যে বিষয়ে খৃস্টান বিশ্বাসীরা সহজ ইংরেজী পড়ে, কিন্তু তারা যা পড়ে ঠিক তার বিপরীতটাই বুঝে। নিচের বাস্তবধর্মী গল্পটা শুধুমাত্র এ বিষয় নয় বরং পুনরুত্থান এবং পুনর্জীবন সম্পর্কেও ব্যাখ্যা দান করবে।

আমাকে একটি বক্তৃতার জন্য ট্রান্সবালের (দক্ষিণ আফ্রিকার একটি শহর) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। তাই আমি স্টেনবারটনে আমার বন্ধু হাফিউ ইউসুফ দাদুকে আমার এ আসন্ন সফরের কথা টেলিফোনে জানালাম। আর যদি ডারবান থেকে তার কিছু প্রয়োজন থাকে তাও জেনে নিলাম। সে যেহেতু হিব্রু ভাষা পড়ছে তাই হিব্রু ভাষায় ইংরেজী অনুবাদসহ একটি বাইবেল নিতে বলেছে।

আমি ডারবানের বাইবেল হাউজে গেলাম। কোনো রকম কষ্ট ছাড়াই আমি আমার বন্ধুর জন্য উপযুক্ত বাইবেল পেয়ে গেলাম। অনুমোদিত সংকলনটি "কিং জেমস্ সংকলন" নামেও পরিচিত। আমি উৎকৃষ্ট ছাপা এবং সর্বাধিক সস্তা বাইবেল খোঁজার সময় লক্ষ্য করলাম কাউন্টারের পিছনে বসা মহিলাটি কারও সাথে কথা বলছে। আমি তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম না এবং আমি সে জন্য আগ্রহীও ছিলাম না। কিন্তু বিপরীত পক্ষের সাথে কথা বলার সময় তিনি মাউথপীসে হাত দিয়ে আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "মাফ করবেন, আপনি কি জনাব দীদাত ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, "বাইবেল সমিতির সুপারভাইজার আপনার সাথে কথা বলতে চান।" আমি বললাম, "এটা আমার জন্য আনন্দের বিষয়। তিনি টেলিফোনে আরো কিছু কথা বললেন এবং রিসিভার যথাস্থানে রেখে দিলেন। আমি মুচকী হেসে বললাম, আমি ভাবছিলাম আপনি পুলিশকে ফোন করেছিলেন।" (হয়তোবা এ কারণে যে, আমি কয়েকটি বাইবেল ঘাঁটছিলাম) তিনি হেসে বললেন, "না, এটা ছিল সুপারভাইজার রেভারেণ্ড রবার্টস। তিনি আপনার সাথে কথা বলতে আগ্রহী।

ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা

রেভারেণ্ড রবার্টস আমাকে অভিবাদন জানালেন এবং নিজের পরিচয় দেয়ার পর তিনি আমার হাতে যে বাইবেল ছিল তা তাকে দিতে বললেন।

www.amarboi.org

আমি তাকে বইটি দিলাম। তিনি এটা খুললেন এবং আমার কাছে পড়তে লাগলেন—"আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীস্টকে, জানিতে পায়।"–(যোহন ১৭ ঃ ৩) [পরে আমি বাইবেলের সুসমাচার থেকে তার উদ্ধৃতির সত্যতা যাচাই করলাম।] বাইবেল থেকে তার পড়া শোনার পর আমি বললাম যে, "আমি গ্রহণ করি" এর অর্থ এই যে, সে যে পয়গাম আমার কাছে পৌঁছাতে চায়, ১৪শ বছর আগে পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে সে একই পয়গাম দিয়েছে, একথা আর আমি তাকে বলিনি। সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ এক ও সর্বশক্তিমান এবং ঈসা (আ) শুধু আল্লাহর নবী। পবিত্র কুরআনে একথাগুলো এভাবে এসেছে ঃ

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ق ـ النساء : ١٧١

"নিসন্দেহে মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রাসূল এবং তার বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারিয়ামের নিকট এবং রূহ তারই কাছ থেকে আগত। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনো।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭১

পরস্পরকে ভালোবাসা

আমি যখন রেভারেণ্ড রবার্টসের প্রথম উদ্ধৃতি শুনে মন্তব্য করলাম যে, "আমি গ্রহণ করি", তখন তিনি খুব উৎফুল্ল হন। তিনি তাড়াতাড়ি বাইবেলের অন্য পৃষ্ঠা খুললেন এবং ঈসা (আ)-এর এ উদ্ধৃতিগুলো পড়তে শুরু করেন—"এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর। আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর, তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।"–যোহন ১৩ ঃ ৩৪-৩৫

একজন নতুন ধর্মান্তরিত

যখন তিনি এ শ্লোকগুলো পড়া শেষ করেন তখন আমি মন্তব্য করলাম "খুব ভালো" তিনি আমার এ মন্তব্য দ্বারা খুবই উৎসাহিত হলেন। আমি যা বুঝাতে চাইলাম তা আন্তরিকতার সাথেই বললাম এবং তাতে কোনো ভান ছিল না। রেভারেণ্ড রবার্টস ঈসা (আ)-এর প্রতি একজন আকৃষ্টকে আরও আকর্ষণ করার জন্য আরেকটা উদ্ধৃতি খুঁজে বের করলেন। তিনি পড়তে লাগলেন ঃ "তোমরা বিচার করিও না; যেন বিচারিত না হও। কেননা যেরূপ

www.amarboi.org

বিচারে তোমরা বিচার কর, সেইরূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে।–(মথি ৭ ঃ ১-২)

এ উদ্ধৃতির প্রতিও আমি সমর্থন প্রকাশ করলাম। আমার এ গ্রহণ এবং সমর্থনের একটা কারণ ছিল। সেটা হলো, রেভারেণ্ড আমাকে যা পড়ে শুনালেন, তা বাইবেল সমিতি থেকে আমার বই কেনার উদ্দেশ্যে বিশেষ রেয়াতের জন্য নয়। বরং আমি এজন্য সম্মত হলাম যে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রচার ও আমলের জন্য এ উদ্ধৃতিগুলোর মতো একই পয়গাম পাঠিয়েছেন। মুসলিম এবং খৃস্টানদের মধ্যে সাধারণ বিষয়গুলো থেকে কোনো ব্যতিক্রম বের করতে হলে আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে জরাগ্রস্ত হতে হবে।

আমি যদি আমার বই তথা কুরআনের বার্তাগুলোকে খুব ভালো বলি এবং তাদের বই-এর (পবিত্র বাইবেল) লিখিত একই বার্তাগুলোকে খুব খারাপ বলি তাহলে তা হবে আমার জন্য চরম মুনাফেকী কাজ। এটা হবে লজ্জাকর মিথ্যা।

উদ্দেশ্য

রেভারেণ্ড আমাকে বাইবেল থেকে যা পড়ে শুনালেন তার আসল উদ্দেশ্য কি ? প্রকৃতপক্ষে আমি বাইবেল সমিতি থেকে বই কেনার বদলে বিশেষ রেয়াত পাচ্ছিলাম এবং হয়তোবা আমিই একজন অখৃস্টান যে এ বিশেষ রেয়াত পাচ্ছিলাম। যদিও এটা নিতান্ত ব্যবসায়িক লেনদেনের উপর নির্ভর করছিলো এবং এ খবরটি বাইবেল সমিতির প্রধান হিসেবে রেভারেণ্ডের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিলো যে, আমার মুসলিম পরিচয়ে কোনো ভুল নেই। আমার দাঁড়ি ও টুপি আমার ঈমানের কাজ যা দ্বারা সহজেই বিশ্বের মুসলমানদেরকে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজী, যুলু, আফ্রিকান, উর্দু এবং আরবীসহ অন্যান্য ভাষার বাইবেল বিশেষ রেয়াতে পাওয়া সত্ত্বেও আমি ধর্মান্তরিত হইনি। হয়তোবা আমাকে ভদ্রভাবে নাড়া দেয়ার প্রয়োজনের ব্যাপারে রেভারেণ্ডকে বলা হয়েছিলো। তাই তিনি উপরোক্ত উক্তিগুলো পেশ করেছিলেন। আমাকে এ উদ্ধৃতিগুলো পড়ে শোনানোর অর্থ হয়তোবা এই যে, আমি এ সুন্দর অংশগুলো আগে পড়িনি। আর যদি পড়েই থাকি তাহলে এটা কি করে সম্ভব ছিলো যে, আমি এখন পর্যন্ত খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিনি ?

একটা সমস্যা

রেভারেণ্ড এমন এক শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন যিনি শিক্ষা দিতে চান এবং যিনি তার ছাত্রকে নতুন জ্ঞান দিতে চান।

www.amarboi.org

যেহেতু আমি আমার নবী (স)-এর একথা দ্বারা আদিষ্ট যে, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ কর' এবং 'জ্ঞান অর্জন করতে হলে সুদূর চীন পর্যন্তও যাও'। তাই আমি শিখতে চাই। আমি বললাম, "আপনি যা পড়েছেন সেগুলোর সাথে আমি একমত। কিন্তু আপনাদের বাইবেলে আমার একটা সমস্যা আছে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি সমস্যা ?" আমি বললাম, "আপনি লূক লিখিত সমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩নং শ্লোক খুলুন।" তিনি তাই করলেন। আমি বললাম, "দয়া করে পড়ুন।" তিনি পড়তে লাগলেন, "আর যীশু নিজে, যখন কার্য্য আরম্ভ করেন, কমবেশ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন ; তিনি, (যেমন ধরা হত) যোষেফের পুত্র–ইনি এলির পুত্র,"–লূক ৩ ঃ ২৩

আমি রেভারেণ্ডের দৃষ্টি '(যেমন ধরা হতো)' শব্দগুলোর দিকে আকর্ষণ করলাম। আমি বললাম, "আপনি কি বন্ধনীর মধ্যে লিখিত '(যেমন ধরা হতো)' শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছেন ?" তিনি বললেন যে, তিনি তা দেখেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে বন্ধনীগুলো কেন" তিনি স্বীকার করলেন, "আমি জানি না। কিন্তু আমি আপনার জন্য বাইবেল পণ্ডিতদের কাছে তা জিজ্ঞেস করে নিতে পারি।" আমি তার বিনয় স্বীকার করলাম। যদিও আমি জানতাম যে দক্ষিণ আফ্রিকার বাইবেল হাউজের সব সুপারভাইজাররা অবসরপ্রাপ্ত রেভারেণ্ড। বাইবেলের জ্ঞানের এ বিশেষ দিকটি সম্ভবত তাদের জ্ঞানের বাইরে। আমি বললাম, "আপনি যদি না জানেন, তাহলে এ শ্লোকে বন্ধনীর কাজ কি তা আমাকে বলতে দিন। আপনাকে একজন বাইবেল পণ্ডিতের কাছে জিজ্ঞেস করার কষ্ট করতে হবে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, লূকের 'সবচেয়ে প্রাচীন' পাণ্ডুলিপিতে '(যেমন ধরা হতো)' শব্দগুলো নেই। আপনাদের অনুবাদকেরা অনুভব করেছিলেন যে, এ সংযোজন ছাড়া ঈমানের উপর ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন দুর্বল লোকেরা হয়তোবা পিছনে পড়ে যাবে এবং কাঠমিস্ত্রী যোষেফ যে ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শারীরিক পিতা এ ভুল বিশ্বাসে পতিত হবে। তাই তারা যে কোনো রকম ভুল বুঝাবুঝি এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তাদের নিজেদের মন্তব্য বন্ধনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। আমি বললাম, "আমি পাঠকদেরকে সাহায্য করার জন্য বন্ধনীর মাঝে আপনাদের নতুন শব্দ সংযোজনের পদ্ধতিগত কোনো ভুল খোঁজার চেষ্টা করছি না, বরং আমার কৌতুহল জেগেছে এ কারণে যে, আফ্রিকাসহ প্রাচ্যের ভাষাগুলোতে বাইবেলগুলোর অনুবাদে আপনারা 'যেমন ধরা হতো' শব্দগুলো ঠিকই রেখেছেন কিন্তু বন্ধনী উঠিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজ ছাড়া কি বিশ্বের অন্যান্য জাতিগুলো বন্ধনীর অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না ?"

www.amarboi.org

"আফ্রিকানদের দোষ কি ? আপনারা আফ্রিকান বাইবেল থেকে কেন বন্ধনীগুলো তুলে দিয়েছেন। সুপারভাইজার প্রতিবাদ করে বললেন, "আমি সেটা করিনি। আমি বললাম, "আমি জানি যে, আপনি ব্যক্তিগতভাবে তা করেননি। কিন্তু আপনি তো সেই বাইবেল সমিতির প্রতিনিধিত্ব করছেন। বাইবেল পণ্ডিতেরা কেন 'আল্লাহর বাণী' নিয়ে খেলা করছেন ? যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ লূককে তার ভুল থেকে রক্ষা করার যোগ্য মনে না করে থাকেন, তাহলে অন্যরা আল্লাহর বাণীকে যোগ বিয়োগ করার অধিকার কোথা থেকে পেল ? আপনারা 'আল্লাহর বাণী' তৈরি করার অধিকার কোথায় পেলেন ?"

সংযোজন

যদি শুধু বন্ধনী সরানো হয় তাহলে বন্ধনীর মধ্যে অনুবাদকের নিজস্ব শব্দ সংযোজনগুলো খুব সহজেই সেন্ট লূকের মুখের কথায় পরিণত হয়ে যায় এবং অর্থের দিক দিয়ে আরেক সমস্যার উদ্ভব হয়। যদি লূক আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে তা লিখে থাকেন, তাহলে এ সংযোজন আপনা আপনিভাবে 'আল্লাহর বাণী' হয়ে যায়, যা প্রকৃত বিষয় নয়। এ বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে অনেক কিছু বলা হয়েছে "Is The Bible God's Word বইতে একথা বলে আমি আমার ব্যাখ্যা শেষ করলাম যে, "আপনাদের বর্তমান ধর্মতত্ত্ববিদরা আজকের দিনে যেখানে সাফল্য লাভ করেছে, সেখানে রসায়নবিদরা অখাঁটি ধাতুকে খাঁটি সোনায় পরিণত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।"

ইংরেজী ভাষা

এ পর্যায়ে রেভারেণ্ড অপ্রাসংগিক বিষয়ের সূচনা করলেন যার ফলে বিষয় বদলে গেল। তিনি কিছু দাবী করলেন যার ফলে আমাকে বলতে হলো, "আপনি দেখুন, আপনারা ইংরেজরা আপনাদের নিজস্ব ভাষা জানেন না (আমার যে সকল পাঠকের মাতৃভাষা ইংরেজী তাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি) তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "আপনি কি একথা বলতে চাচ্ছেন যে, আপনি আমাদের চেয়ে ভালো ইংরেজী জানেন ?" আমি বললাম, "আমি আপনাদের ভাষা আপনাদের চেয়ে ভালো বুঝি, এটা একজন ইংরেজকে বলা আমার জন্য উদ্ধত্যপূর্ণ কাজ হবে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমরা ইংরেজরা আমাদের নিজস্ব ভাষা জানি না ?" আমি আবার বললাম, "আপনি দেখুন, আপনারা আপনাদের মাতৃভাষায় পবিত্র বাইবেল পড়ছেন, যেমন বিভিন্ন ভাষাভাষী খৃষ্টানরা হাজারো ভাষায় তা পড়ছে এবং তারা যা পড়ছে তার বিপরীতটাই বুঝছে।" রেভারেণ্ড জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি বলতে চান ?"

www.amarboi.org

একটি ভূত

আমি বললাম, "আপনার কি সেই ঘটনা স্মরণ আছে যখন ঈসা (আ)-এর কথিত ক্রুশ বিদ্ধতার পর তিনি উপরের কামরায় গেলেন এবং বললেন (তার শিষ্যদেরকে) "তোমাদের শান্তি হউক"–(লূক ২৪ ঃ ৩৬) এবং তার শিষ্যরা তাকে চিনে ভীত হলো ? তিনি বললেন যে, তার সে ঘটনা স্মরণ আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারা কেন ভীত হলো ? যখন কেউ তার বহুদিনের হারানো বন্ধু বা প্রিয়জনকে চিনে, তখন অত্যধিক আনন্দিত বা উৎফুল্ল হওয়াটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সে তার প্রিয়জনকে আলিঙ্গন করতে এবং তার হাত ও পায়ে চুমা দিতে চায়। তাহলে তারা কেন ভীত হলো ?" রেভারেণ্ড উত্তর দিলেন, "তারা (শিষ্যরা) ভেবেছিলো যে, তারা ভূত দেখছিল।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ঈসা (আ)-কে কি ভূতের মতো দেখাতো ?" তিনি বললেন, "না"। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে তারা কেন ভাবলো যে, তারা ভূত দেখছে। যদিও তিনি দেখতে ভূতের মতো নয় ?" রেভারেণ্ড পরিষ্কারভাবে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। আমি বললাম, "আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন।"

শিষ্য প্রত্যক্ষদর্শী না

"আপনি দেখুন তিনদিন আগে সঠিক যা ঘটেছিল তাতে ঈসা (আ)-এর শিষ্যরা প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রত্যক্ষ শ্রোতা ছিলেন না, যা সেণ্টমার্ক কর্তৃক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে "তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়ে পালাইয়া গেলেন।"

–মার্ক ১৪ ঃ ৫০

তাদের প্রভু সম্পর্কে শিষ্যদের যে জ্ঞান তা সবই কানে শোনা। তারা শুনেছিলেন যে, তাদের প্রভু 'ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন', 'তিনি ভূত ছেড়ে দিয়েছিলেন', 'তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তিন দিনের জন্য তাকে কবরস্থ করা হয়েছিলো।' কেউ যদি এ সুনামবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখীন হয়, তাহলে এ উপসংহার অপরিহার্য যে, তারা অবশ্যই একটি ভূত দেখেছিলো। দশজন সাহসী লোকের বিমূঢ় হওয়া অসামান্য আশ্চর্যের বিষয়।

তাদের মনে যে ভয়-ভীতি জন্মেছিলো তা দূর করার জন্য ঈসা (আ) তাদেরকে যুক্তি দেখিয়ে বললেন, "এটা যে আমি নিজে, তার জন্য আমার হাত ও পা ধর।" একে চলিত ইংরেজীতে এভাবে বলা যায়, "আমার অনুসারীরা তোমাদের সমস্যা কি ? তোমরা কি দেখতে পারছো না যে, আমি সে একই ব্যক্তি যে তোমাদের সাথে হাঁটি এবং কথাবলি, তোমাদের সাথে রুটি ছিঁড়ি, সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমি রক্ত মাংসের তৈরি। তোমাদের মনের মধ্যে সন্দেহ কেন ?" "আমার হাত ও পা দেখ, এ আমি স্বয়ং ; আমাকে স্পর্শ কর, আর

www.amarboi.org

দেখ ; কারণ, আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই"–(লূক ২৪ ঃ ৩৯)। অন্য ভাষায়, "তিনি তাদেরকে বলেছেন, 'যদি আমার মাংস ও হাড্ডি থাকে তাহলে আমি কোনো ভূত না, না কোনো প্রেত, না কোনো আত্মা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি সত্য ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। আমি বললাম, "মৌলিক ইংরেজীতে এ শ্লোকের মধ্যে একথা উল্লেখ আছে যে, শিষ্যদেরকে যা ধরা এবং দেখার জন্য বলা হয়েছিলো তা কোনো রূপান্তরিত শরীর অথবা পুনরুত্থিত শরীর ছিলো না। কেননা পুনরুত্থিত শরীর হলো আত্মীকরণকৃত শরীর। তিনি মানবিক ভাষায় যতটুকু সম্ভব অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলেছেন যে, তারা যা ভাবছে তিনি তা নন। তারা ভাবছিলো যে তিনি একটি আত্মা, একটা পনুরুত্থিত দেহ অথবা যাকে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি খুব জোরালোভাবে বলেছেন যে, তিনি তা নন।

আত্মিকরণ

রেভারেণ্ড বিরক্তির সুরে বললেন, "আপনি কি করে এতোটা নিশ্চিত হতে পারলেন যে, কোনো পুনরুত্থিত শরীর কখনও শারীরিক জড় পদার্থে পরিণত হয় না, যেমনটি ঈসা (আ) পরিষ্কারভাবে হয়েছিলেন ?" আমি উত্তর দিলাম, "কারণ ঈসা (আ) নিজে বলেছেন যে, পুনরুত্থিত শরীর আত্মিকরণকৃত হয়ে যায়।" রেভারেণ্ড জিজ্ঞেস করলেন, "কখন তিনি এসব কথা বলেছেন ?" আমি বললাম, "আপনার কি সে ঘটনা খেয়াল আছে যা সেন্ট লূক লিখিত সুসমাচারের বিংশ অধ্যায়ে, 'যখন ইহুদীদের মধ্য থেকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অর্থাৎ বয়স্কদের সাথে প্রধান পাদ্রী এবং লেখকরা তার কাছে একগাদা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলো। প্রশ্ন করা হলো, তাদের মধ্যে একজন ইহুদী নারী ছিল। ইহুদীদের প্রথা অনুসারে যার পালাক্রমে একেকজন করে মোট সাতজন স্বামী ছিলো এবং নির্দিষ্ট সময়ে মহিলাটিসহ সাতজন স্বামী মৃত্যুবরণ করেছিলো ?" রেভারেণ্ড প্রত্যুত্তরে বললেন যে, তার এ ঘটনা স্মরণ আছে। আমি বললাম, "ইহুদী ধর্মীয় নেতারা তাকে [ঈসা (আ)-কে] যে জালে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলো তাহলো পুনরুত্থানের সময় সাতজন থেকে কোন্ স্বামী সেই মহিলাকে লাভ করবে ? তারা ঈসা (আ)-এর কাছে এ যুক্তি পেশ করলো যে, মহিলাটির ঘরে সাত ভাই (সন্তান) ছিল। এতে কোনো সমস্যাও নেই, যখন তারা তাকে একটি সন্তান দানের দায়িত্ব পালন করলো। কেননা তারা প্রত্যেকে তাকে পালাক্রমে লাভ করেছিলো। অর্থাৎ এক স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য স্বামী তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলো, পুনরুত্থানের সময় যখন যুগপৎভাবে সাতজনকে জীবন দেয়া হবে তখন বেহেশতে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে। কেননা

www.amarboi.org

সাতজন স্বামী একই সময় ঐ মহিলাকে পেতে চাইবে। বিশেষ করে যদি তারা তাকে নিয়ে আনন্দ পেয়ে থাকে।

ঈসা (আ) এ বলে তাদের পুনরুত্থান সম্পর্কিত ভুল ধারণাকে খণ্ডন করলেন যে, "তাহারা আর মরিতেও পারে না,"–(লূক ২০ ঃ ৩৬) এর অর্থ এই যে, পুনরুত্থিত ব্যক্তি অমর। তারা আর কখনও মৃত্যুর বিষয়বস্তুতে পরিণত হবে না, ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত থাকবে না অথবা ক্লান্তিবোধ করবে না। সংক্ষেপে পুনরুত্থিত দেহে মৃত্যুর সব উপকরণ ক্ষমতাহীন হয়ে যাবে। ঈসা (আ) এভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে, "কেননা তাহারা দুতগণের সমতুল্য," অর্থাৎ তারা হবে ফেরেশতাদের মতো—আত্মিক। তারা আত্মিক সৃষ্টি—অর্থাৎ আত্মায় পরিণত হবে। "এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়াতে ঈশ্বরের সন্তান।"–(লূক ২০ ঃ ৩৬) [এ অধ্যায়ে ঈসা (আ) ইহুদীদের মূল প্রশ্নের জবাব যতটুকু দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বলেছেন পুনরুত্থানের পর মানব দেহের আত্মিকরণের উপর।–অনুবাদিকা]

ঈসা (আ) আত্মিক ছিলেন না

আমি রেভারেণ্ডের "আপনি কিভাবে এতোটা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন" এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় উপরোক্ত দুটো অনুচ্ছেদে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মূল বিষয় থেকে সরে গিয়েছি। আমি যেখান থেকে সরে পড়েছিলাম সেটার সাথে মিলিয়ে এভাবে বলতে হয় যে, তারা যা ভাবছে তিনি [ঈসা (আ)] তা নন। তিনি কোনো আত্মাও নন, নন কোনো ভূত বা প্রেত। তিনি যে একজন জড় শারীরিক সত্ত্বা ছিলেন তা পরিদর্শন এবং এর সত্যতা প্রমাণের জন্য নিজের হাত ও পা পেশ করেছিলেন। তাদের সব বিমূঢ়তা এবং বিহ্বলতা ও অবিশ্বাস অযৌক্তিক ছিলো। তিনি তার শিষ্যদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কাছে এখানে কি কোনো গোশত আছে ? (এ দ্বারা তিনি খাবার বুঝিয়েছিলেন)। তখন তারা তাকে একখানি ভাজা মাছ এবং একটি মৌচাক দিলেন। তিনি তা নিয়ে তাদের সাক্ষাতে ভোজন করলেন।"-লূক ২৪ঃ ৪১-৪৩

নাটক

ঈসা (আ) তাঁর হাত ও পা স্পর্শ করা ও দাঁত দ্বারা ভাজা মাছ এবং মধু খাওয়া এসব দ্বারা তিনি কি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ?

এগুলো কি সব ভান করানো বিশ্বাস, কাজ কিংবা নাটক ছিলো ? আমার জন্মের একশ বছর পূর্বে ১৮১৯ সালে সেলিয়ামেচার বলেছিলেন 'না'। আলবার্ট সেজার নিজে বলেছেন, "যদি ঈসা (আ) শুধুমাত্র তিনি যে খেতে পারেন তা দেখানোর জন্য খেতেন, যেখানে তার সত্যিকার অর্থে কোনো পুষ্টির

www.amarboi.org

দরকার ছিল না, তাহলে সেটা একটা ভান।-(The Quest of the Historical Jesus, Page-64)

যখন আমি বাইবেল সমিতির প্রধানের সাথে আলাপ করেছিলাম তখন আমি আলবার্ট সেজারের ভাষায়, সেলিয়ামেচার এবং অন্যান্য খৃস্টান পণ্ডিতেরা যারা ঈসা (আ)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে একশ বছর আগে সন্দেহ পোষণ করে গেছেন তাদের সম্পর্কে জানতাম না। (যদি জানতাম তাহলে আরও দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে পারতাম।)

পুনরুত্থান নয়

'হে খৃস্টানরা, আপনাদের সমস্যা কি ? ঈসা (আ) আপনাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন যে, তিনি কোনো আত্মা নন, না আত্মিকরণকৃত আর না পুনরুত্থিত ব্যক্তি। তথাপি এখন পর্যন্ত সমগ্র খৃস্টানরা বিশ্বাস করে যে, তিনি পুনরুত্থিত অর্থাৎ আত্মিকরণকৃত। কে মিথ্যা বলছে, আপনারা না তিনি ? এটা কি করে সম্ভব যে আপনারা পবিত্র বাইবেল মাতৃভাষায় পড়ছেন অথচ প্রত্যেক খৃস্টান ভাষাভাষীরা যা পড়ছেন তার ঠিক বিপরীতটাই বুঝছেন ? আপনি যদি হিব্রু ভাষায় বাইবেল পড়ে বলেন যে, আপনি যা পড়েছেন তা বুঝেননি তাহলে আমি এ ঘটনার প্রশংসা করতে পারি। তদ্রূপ আপনি যদি গ্রীক ভাষায় বাইবেল পড়ে বলেন যে, যা পড়েছেন তা বুঝেননি তাহলে আমি সে ঘটনারও প্রশংসা করবো। কিন্তু এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার যে, আপনারা সবাই মাতৃভাষায় বাইবেল পড়েও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছেন বাইবেলে যা লেখা আছে তার বিপরীতটা বুঝে। কিভাবে আপনাদের মগজ ধোলাই করা হয়েছে ? অথবা কিভাবে আপনাদেরকে মার্কিনীদের মতো ছক আঁকা কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে ? যা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য।'

"দয়া করে আমাকে বলবেন কি, কে মিথ্যাবাদী ? সে জন কি ঈসা (আ) নাকি পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খৃস্টানরা ? ঈসা (আ) যেখানে তাঁর পুনরুত্থিত হওয়া সম্পর্কে 'না' বলেছেন অথচ আপনারা সেখানে 'হ্যাঁ' বলছেন। মুসলমানরা কাকে বিশ্বাস করবে, ঈসা (আ)-কে না তার তথাকথিত শিষ্যদেরকে ? আমরা মুসলমানরা প্রভুকে বিশ্বাস করি। তিনি [ঈসা (আ)] কি বলেননি যে, 'শিষ্যরা প্রভুর চেয়ে মহত্ত্বতর না।"-(মথি ১০ ঃ ২৪)

রেভারেণ্ড যেজন্য দর কষাকষি করেছিলেন এটা ছিল তার চেয়েও বেশি পাওনা। তিনি এ বলে ভদ্রভাবে ওজর পেশ করলেন যে, তিনি যেহেতু অফিস বন্ধ করবেন, তাই পরে আমার সাথে সাক্ষাত করবেন। এটা ছিল তার ডাহা ছলনাপূর্ণ ভদ্রতা।

www.amarboi.org

বাইবেল সমিতিতে আমি বিতর্কে জিতেছিলাম কিন্তু রেয়াত থেকে বঞ্চিত হলাম। বাইবেল সমিতি থেকে আমার জন্য আর কোনো রেয়াত নেই। আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিন এবং আপনারা লাভবান হোন। হে প্রিয় পাঠকেরা! আপনারা যদি ঈসা (আ)-এর ক্রুশে আরোহণের ব্যাপারে আপনাদের চিন্তার জগত থেকে অজ্ঞতার কিছু জাল সরাতে পারেন, তাহলে আমি সত্যিকার অর্থে পুরস্কৃত হবো। আপনারা যারা 'What was the Sign of Jonah' এবং 'Who Moved the Stone'-এ দুটো পুস্তিকার বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তারা ৩নং অধ্যায়ে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো স্মরণ রাখতে সক্ষম হবেন। আপনারা যদি এ দুটো পুস্তিকা সংগ্রহ না করে থাকেন তাহলে তা যথাশীঘ্র সংগ্রহ করে নিন। সাথে 'Was Christ Crucified' বইটিও সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

শ্লোকগুলো হচ্ছে এই

"..... ইতিমধ্যে তিনি আপনি তাঁহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, ও তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। ইহাতে তাঁহারা মহাভীত ত্রাসযুক্ত হইয়া মনে করিলেন, আত্মা দেখিতেছি। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ ? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন হইতেছে ? আমার হাত ও আমার পা দেখ, এই আমি স্বয়ং, আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এইরূপ অস্থি-মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন। তখনও তাঁহারা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস করিতেছিলেন এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছিলেন, তাই তিনি তাঁহাদেরকে কহিলেন, 'তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু গোশত (খাদ্য) আছে ?' তখন তাঁহারা তাঁহাকে একখানি ভাজা মাছ ও মৌচাক* দিলেন তিনি তা নিয়ে তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন।"

---

* 'মৌচাক' শব্দটি বাইবেলের Revised Standard Version এবং বাইবেলের অন্যান্য ভাষার অনুবাদ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এর কারণ জানতে হলে লেখকের 'Is the Bible God's Word' বইটি দেখুন।

www.amarboi.org